AITIHÁSIKA RAHASYA,

OR

ESSAYS

ON THE HISTORY, PHILOSOPHY, ARTS, AND SCIENCES OF ANCIENT INDIA.

BY

RÁM DÁS SEN,

Honorary Member of the Oriental Academy of Florence.

Not to invent, but to discover, * * *
has been my sole object; to *see* correctly, my sole endeavour."

LUDWIG FEUERBACH.

PART III.

CALCUTTA:

PRINTED BY I. C. BOSE & CO., STANHOPE PRESS, [249, BOW-BAZAR STREET, AND PUBLISHED AT BERHAMPORE BY BABOO NEMY CHURN MUKERJEA.

1879.

ঐতিহাসিক-রহস্য।

তৃতীয় ভাগ।

শ্রীরামদাস সেন প্রণীত।

শ্রীনিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বহরমপুরে
প্রকাশিত।

"Not to invent, but to discover, * * *
has been my sole object; to *see* correctly, my sole endeavour."

LUDWIG FEUERBACH.

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮৫ সাল।

उत्सर्ग-पत्रम्।

अशेषशास्त्रपारंगत-गुर्ज्जरदेशोद्भव-

भट्टोपनामक-

श्रीमोहनलाल महोदय-

श्रीकरकमलयोरन्ते

ग्रन्थोऽयं विनयादुपढौकितो-

ग्रन्थकारेण।

THIS WORK

IS DEDICATED

TO

Professor Maxmüller

AS A TESTIMONY

OF

RESPECT AND ADMIRATION

BY

THE AUTHOR.

1879.

সূচীপত্র।

জৈনমত সমালোচন।

"For modes of faith let graceless zealots fight,
His can't be wrong whose life is in the right."

POPE.

জৈনমত সমালোচন।

জৈনধর্ম্ম ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া ভিন্নদেশে প্রচারিত হয় নাই। বিদেশীয়গণ বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্মের কেহই আদর করেন নাই, এবং ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে কিয়-দ্দিবসের জন্য উজ্জ্বল দীধিতি বিকীর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রভাহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার আভ্যন্তরিক ভাব সারহীন ও নিস্তেজ, কাজেই বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় ইহা বৈদেশিকগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াং শ্বেতাম্বর জৈন ও ভিক্ষুমণ্ডলীর বিবরণ তাঁহার সিংহপুরভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে লিখিয়াছেন, এবং অপর একস্থলে তিনি ভারতবর্ষের "চিং লিয়াঙপু" বা সম্মিত্য সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়কে জৈনধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বোধ হইতেছে, কেননা জৈনমতের অপর নাম "সম্মতি," সুতরাং তাঁহার মতে "সম্মিত্য" সম্প্রদায় জৈনভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী নহে। এই চীনদেশীয় পণ্ডিত ভিন্ন অন্য কোন বিদেশীয় প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণের গ্রন্থে জৈনধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

তিনশত খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধেরা বারাণসী হইতে কাঞ্চীতে অবস্থিতি করিয়া সুগতের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎপরে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তথায় শ্রবণ বেলিগোলা হইতে অকলঙ্ক নামক একজন জৈনধর্ম্মে সুপণ্ডিত যতি আগমন করত তথাকার বৌদ্ধভিক্ষু-গণকে বৌদ্ধ নৃপ হিমশীতলের সম্মুখে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিতণ্ডায় পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে নৃপতির সাহায্যে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ তথা হইতে সিংহলে প্রস্থান করেন। হিমশীতল নৃপতি জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই নবধর্ম্মের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হেমাচার্য্য এইরূপে কুমারপালকেও জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া গুজরাটে ১২০০ খৃষ্টাব্দে জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন। মহীসুরের হম্‌চী নামক গ্রামের জৈন নৃপতির তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসন ৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বের কোন প্রামাণিক জৈনশাসন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বেলাল রাজগণ ও বিজয়নগরের নৃপতির রাজ্যশাসনকালে ১৬০০ এবং ১৭০০ খৃষ্টাব্দে জৈনধর্ম্ম উক্ত রাজ্যসমূহে প্রচারিত ছিল। দেবগণ্ড ও বেলাপোলমের বৌদ্ধ মন্দিরসমূহ ১১০০ খৃষ্টাব্দে জৈনগণ ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাহার পরেই শৈবগণ কল্যাণের জৈন নৃপতি বিজয়লকে বিনাশ করিয়া শৈবধর্ম্ম প্রচার করেন। আমরা ৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের জৈনধর্ম্মের সমুন্নতির প্রামাণিক বৃত্তান্ত দেখিতে পাই না। অধ্যাপক উইলসন্ ও কর্ণেল

মেকেঞ্জি ইহার পূর্ব্বের জৈন ইতিবৃত্ত কিছুই সঙ্কলন করিতে পারেন নাই; তদ্ভিন্ন জৈন মাহাত্ম্যসমূহ জৈনধর্ম্মের অলৌকিক বৃত্তান্তপরিপূর্ণ, তাহা হইতে অণুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সুধর্ম্ম জৈনধর্ম্মের প্রথম আচার্য্য। জম্বুস্বামী তাঁহার শিষ্য এবং শেষ কেবলি। তাহার পরে প্রভাবস্বামী, শ্যামভদ্র সূরি, যশোভদ্র সূরি, সম্ভূতিবিজয় সূরি, ভদ্রবহু সূরি, স্থূলভদ্র সূরি, এই ষট্ শ্রুতকাবলি ও আর্য্য মহাগিরি সূরি, শুহষ্টি সূরি, আর্য্য সুস্থিট সূরি, ইন্দ্রদীন সূরি, দীন্ন সূরি, সিংহগিরি সূরি, বজ্রস্বামী সূরি নামক দশ পূর্ব্বি দ্বারা মহাবীরের মৃত্যুর পরে জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রুতকাবলি দ্বারা দশবৈকালিক নামক ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারিত হয়। এই শ্রুতকাবলি ও দশপূর্ব্বিগণ জৈনধর্ম্মের প্রথম আচার্য্য। তাহার পরে আচার্য্য হেমচন্দ্র এই ধর্ম্মের উন্নতিসাধন করেন।

আমরা এই প্রস্তাবে জৈনমত ও জৈননীতির স্থূল স্থূল বিবরণ আলোচনা করিলাম।

জৈনধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা অর্হৎ। ইনি দক্ষিণকর্ণাটনিবাসী এবং বেঙ্কটগিরির অধীশ্বর। অর্হৎ নৃপতি ঋষভ দেবের চরিত্র আদর্শ করিয়া তাঁহার মত ধর্ম্মপরায়ণ হইবার জন্য সকলকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগ করত ধর্ম্মগুরু হইয়াছিলেন। জৈনধর্ম্মের দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর মত তাঁহার

পরে সৃষ্টি হয়, এ বিষয় আমরা বিশেষরূপে জৈনধর্ম্মের প্রস্তাবে আলোচনা করিয়াছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে ঋষভদেবের বিষয় লিখিত আছে। ইনি হিন্দুদিগের মতে বিষ্ণুর অংশাবতার। জৈনেরা ইহাকে প্রথম আর্হত বলিয়া জানেন। অর্হৎ নৃপতি ঋষভদেবের চরিত্র আদর্শ করত ধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার আর্হত আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল। পৌরাণিক মতে ঋষভদেব অতি প্রাচীন এবং মহারাজ ভরতের পিতা।

জৈনেরা পরমেশ্বর অস্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন 'অর্হৎ'ই, পরমেশ্বর। বীতরাগস্তুতি নামক জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে—

"কর্ত্তাস্তি নিত্যো জগতঃ স চৈকঃ স সর্ব্বগঃ স স্ববশঃ স নিত্যঃ।
ইমাস্তু হেবাঃ কুবিড়ম্বনাঃ স্যুস্তেষাং ন যেষামনুশাসকস্ত্বম্॥"

এই জগতের এক অদ্বিতীয় কর্ত্তা আছেন। তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্বাধীন, তিনি ভিন্ন এই সকল দৃশ্য সমস্তই বিড়ম্বনার সামগ্রী এবং কুদৃষ্টি অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান দৃষ্ট। হে অর্হন্! তুমি যাহার শাস্তা বা নিয়ন্তা নহ, এমন কোন বস্তুই নাই।

জৈনদিগের পরমেশ্বর বৈদান্তিক পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। জৈনেরা পরমেশ্বরকে নিম্নলিখিত ভাবে দেখেন।

সর্ব্বজ্ঞো জিতরাগাদি দোষস্ত্রৈলোক্য-পূজিতঃ।
যথা স্থিতার্থবাদী চ দেবোঽর্হন্ পরমেশ্বরঃ॥

(অহংচন্দ্র সূরিকৃত আপ্তনিশ্চয়ালঙ্কার)

অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, রাগদ্বেষাদি সমস্ত দোষ জয়ী, ত্রিলোক মান্য, সত্যবাদী (অর্থাৎ আপ্ত পুরুষ) অর্হৎ দেবই পরমেশ্বর।

ইহাঁদের মতে ধর্ম্মই একমাত্র মুক্তির সাধন। ধর্ম্ম দ্বারা বন্ধ ক্ষয় হইলে জীব মুক্ত হয়, অর্থাৎ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। মুক্তির স্বরূপ সতত ঊর্দ্ধগমন। জৈনেরা এইরূপ বলেন, যথা

"মৃত্তিকা-বিলিপ্তমলাবু দ্রব্যং জলেঽধঃ পততি—পুনঃপেতমৃত্তিকা-বন্ধং যদ্ ঊর্দ্ধং গচ্ছতি—তথা কর্ম্মবন্ধবিনির্ম্মুক্ত আত্মা অসঙ্গত্বাদ্ ঊর্দ্ধং গচ্ছতি।"

জৈন আচার্য্যবৃন্দের এই মতপ্রকাশক শ্লোক যথা—

"গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে আলোকাকাশমাগতাঃ॥"

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণের আকাশ বা ঊর্দ্ধগতির সীমা আছে—তাহারাও ঊর্দ্ধগমন করে এবং পুনশ্চ নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ অধঃ আগমন করে; কিন্তু যাহারা একবার আলোকাকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আর নিম্নে প্রত্যাগত হয় না। আত্মার স্বভাবই সতত ঊর্দ্ধগমন। দেহরূপ পাপভরে আত্মা অধঃপতিত আছেন—ইহার খণ্ডন হইলেই আত্মা স্বীয় স্বভাব ধারণ করিবে। অনন্ত আকাশ—সুতরাং উন্নতিও অনন্ত। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন অলাবু ফলকে মৃত্তিকালিপ্ত করিয়া অথবা গুরু বস্তু বাঁধিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন

ভাসমান স্বভাব হইলেও নিম্নে ডুবিয়া যায়—পুনরায় সেই বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলে স্বীয় স্বভাব জন্য অতলস্পর্শ সমুদ্রের নিম্ন হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়—ইহাও ঠিক সেইরূপ।

এই মতে দুটী মাত্র মূলতত্ত্ব। একের নাম জীব, দ্বিতীয় অজীব। তন্মধ্যে বোধস্বরূপ জীব, আর অবোধাত্মক অজীব। এই দুই তত্ত্বের বিস্তার বহুবিধ; যথা পদ্মনন্দী বাক্য—

"चिदचिद्द्वे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनम्।"

কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ঐ জীবাজীব পদার্থের ভেদ এইরূপ—জীব দ্বিবিধ—সংসারী জীব এবং মুক্তজীব। অজীব বহুবিধ যথা—অমনস্ক, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুদ্গল, (শরীর) অস্তিকায়, (তত্ত্ব) প্রভৃতি। জৈনেরা বৃক্ষলতাদিকেও জীবন্ত পদার্থ মধ্যে গণ্য করে; কিন্তু তাহারা অমনস্ক জীব অর্থাৎ তাহাদের মন নাই এই মাত্র বলেন।

এক সম্প্রদায়ের মতে জগতের তত্ত্ব সাত প্রকার "জীব; অজীব, আস্রব, সংবর, নির্জর, মোক্ষ, বন্ধ।" এতন্মধ্যে আস্রব, সংবর, নির্জর, এই তিন প্রকার পদার্থের লক্ষণ বলা যাইতেছে, অন্যগুলি স্পষ্টার্থ।

আস্রব—জঠরাগ্নি বা শারীরিক তাপবলে দেহের চলন হয়। তাহাতে আত্মাও সচল হয়। নিশ্চল নিষ্ক্রিয় আত্মার ঐরূপ চলন অর্থাৎ ক্রিয়াকারিত্ব ঘটনা হওয়ার নাম যোগ। এই যোগভাব প্রাপ্ত হইলেই আত্মা বদ্ধ হয়, এই জন্য ঐ যোগ-

ভাবের নাম আস্রব। কেবল ঐ যোগভাব হইতেই নানাবিধ কর্ম্ম প্রবিত (আহত বা উৎপন্ন) হয়। যেমন আর্দ্রবস্ত্রেই ধূলা জড়ায়, সেইমত আস্রবার্দ্র আত্মার নানাবিধ কর্ম্ম (পাপ) জড়ায়, সুতরাং আত্মা মলিন থাকে।

সংবর—যে কার্য্য দ্বারা আত্মার আস্রব অর্থাৎ আর্দ্রভাব নিবৃত্তি হয়, তাহার নাম সংবর।

নির্জ্জর—যে কার্য্যদ্বারা আত্মার সংসার ভাবের বীজ সকল জীর্ণ হয় তাহার নাম নির্জ্জর।

জৈন তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন—

"সংসারবীজভূতানাং কর্ম্মণাং জরণাদিহ।
নির্জরা সা স্মৃতা দ্বেধা সকামা কামবর্জিতা।
স্মৃতা সকামা যমীনামকামা ত্বন্যদেহিনাম্॥"

জৈনতত্ত্বজ্ঞানীরা বন্ধমোক্ষের কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যথা—

"আস্রবো বন্ধহেতুঃ স্যাৎ সংবরো মোক্ষকারণম্।
ইতীয়মার্হতীমুষ্টিঃ—————————॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত আস্রবই জীবের বন্ধনহেতু এবং মুক্তির হেতু সংবর।

মুক্তি—"নিঃশেষকর্ম্মবন্ধোচ্ছেদাৎস্বরূপেণাবস্থানম্ মোক্ষঃ"—

কর্ম্মজন্য বন্ধনের নিঃশেষ ছেদ হইলে জীব যে আপনার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান করে, তাহাই মোক্ষ।

জৈনদিগের আগমসার নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহাতে অর্হন্তের বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে এইরূপ মোক্ষপথ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"সম্যগ্দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ।"

সম্যক্ দর্শন, জ্ঞান এবং চরিত্র, এই তিনটী মোক্ষের পথ। ইহার বৃত্তিকর্ত্তা যোগদেব ব্যাখ্যা করিয়া কহিয়াছেন,—

"येन रूपेण जीवाद्यर्थो व्यवस्थितास्तेन रूपेण अर्हता प्रतिपादितेऽर्थे विपरीताभिनिवेशरहितत्वं श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्। येन स्वभावेन जीवादयो व्यवस्थिता स्तेनैव स्वभावेन संशयविमोहाद्यनाक्रान्तस्य जीवस्य गुरूपदिष्टया अथवाऽध्ययनाद्यभ्यासपाटवेन ज्ञानावरणानां पूर्वोपार्जितमिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादिनाशप्रशमने सति ज्ञानमेव सम्यगिति। संसारच्छेदायोद्यतस्य श्रद्धानस्य ज्ञानवतो जीवस्य पापकर्मभ्यो निवृत्तिः सम्यक् चारित्रम्। एतानि सम्यग् ज्ञानादीनि समुदितान्येव मोक्षकारणम्। न तु प्रत्येकम्। एतत्त्रयं चार्हतै रत्नत्रयपदेन व्यवह्रियते।"

অর্থাৎ জীব অজীব প্রভৃতি পদার্থ যে যেরূপে ব্যবস্থিত অর্থাৎ ঐ সকল পদার্থের যাহা যথার্থরূপ, অর্হত অবিকল সেইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। অর্হতের উপদেশ যেরূপ, তাহার বিপরীত অনুভব না হইয়া যদি ঠিক অর্হৎ নির্দ্দিষ্ট অর্থ বুঝিতে পারে এবং তাহাতেই অবিচলিত শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্যক্ দর্শন বলা যায় এবং সেই জ্ঞান সংশয় ও সম্মোহরহিত হইয়া দৃঢ় হইলে তাহাকে সম্যক্ জ্ঞান

শব্দে উল্লেখ করা যায়। এই জ্ঞান শ্রদ্ধাবান্ জীবের গুরূপদেশ অনুসারে শ্রবণ মনন দ্বারা অভ্যাসপটু হইলে, তত্ত্বজ্ঞানের আচরণ যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান, মিথ্যা দর্শন প্রভৃতি বিলয় হইলে তত্ত্বজ্ঞান স্বভাবতঃই উদিত হয়। সংসারের কর্ম্ম সমুদয়ের ছেদ করিতে উদ্যত শ্রদ্ধালু জ্ঞানবান্ জীব যে পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকে তাহার নাম সম্যক্ চরিত্র। অতএব জীব সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান, ও সম্যক্ চরিত্র, এতত্রিতয়বলেই মুক্তি লাভ করে। এই তিনটী মিলিত হইলেই মুক্তি, নচেৎ প্রত্যেকের মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই। ইহাকেই অর্হতেরা 'রত্নত্রয়' নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

জৈনদিগের কয়েকখানি দর্শনশাস্ত্র আছে, তাহার মধ্যে দ্রব্যানুযোগতর্কণার রচনা প্রাঞ্জল। দ্রব্য অর্থাৎ পদার্থ বিচার দ্বারা জ্ঞানমার্গ বিস্তার করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহার গ্রন্থকার আপনার স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করেন নাই। দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্তিকালে এইমাত্র লিখিয়াছেন।

"সংমা সংম্মা সমসাম্যৌ মিলাগং
দ্রব্যাদীনাং যো বিদিত্বা নিযোজ্য।
বাক্যান্তে শ্রীতীর্থ-নাথ প্রণীতে
শ্রদ্ধাং কুর্য্যাং নিশ্চলস্য বোধঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীতীর্থনাথ প্রণীত বাক্যে যাঁহারা শ্রদ্ধা করিবেন, তাঁহাদিগের নিশ্চল অর্থাৎ কেবলী জ্ঞান উৎপন্ন হইবেক।

এই শ্লোক দ্বারা স্পষ্ট গ্রন্থকর্ত্তাকে বুঝাইতেছে না। তীর্থনাথ প্রণীত বাক্য বোধ হয় অর্হৎবাক্য লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যদি তাহা না হয় তবে গ্রন্থকারের নাম তীর্থনাথ। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থকর্ত্তার স্পষ্ট পরিচয় নাই। ইহার টীকাকারও বিশেষ পরিচয় দেন নাই। তিনি বলেন গ্রন্থকর্ত্তার নাম ভোজ। ইহাতে লিখিত আছে—

"तेषां विनेयलेशेन भोजेन रचितोऽक्तिभिः।
परस्वात्मप्रबोधार्थं द्रव्यानुयोगतर्कणा॥"

যাঁহারা জৈনমুনি—তাহাদের ক্ষুদ্র শিষ্য ভোজ কর্ত্তৃক আপন এবং পরের আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত দ্রব্যানুযোগতর্কণা প্রকট করা গেল। এই শ্লোকের ব্যাখ্যার স্থলে লিখিত আছে—

'भोजेति सङ्केतेन सन्दर्भकर्तुर्नाम निदर्शनमिति'

অর্থাৎ ভোজ এই সঙ্কেতে সন্দর্ভকর্ত্তার নামও ভোজ। গ্রন্থের প্রারম্ভ বাক্য যথা—

"श्रीयुगादि जिनं नत्वा कृत्वा श्रीगुरुवन्दनम्।
आत्मोपकृतये कुर्वे द्रव्यानुयोगतर्कणाम्॥"

শ্রীযুগ প্রভৃতি জিন কুলকে নমস্কার করিয়া শ্রীগুরু দেবকে বন্দনা করিয়া আপনার উন্নতির নিমিত্ত দ্রব্যানুযোগতর্কণা নির্ম্মাণ করিলাম। দ্রব্যানুযোগতর্কণা এবং তট্টীকাধৃত জৈন-গ্রন্থের নামাবলি—

পঞ্চকল্প, (ভাষ্য গ্রন্থ) ধর্ম্মদাস (গ্রন্থকার), তত্ত্বার্থ সম্মতি, ষোড়ষ বাক্, উপদেশমালা, প্রবচনসার, ললিতবিস্তর, বিংশতি, সম্মতিগ্রন্থ, অর্হৎপ্রবচন সংগ্রহ, আচারাঙ্গ, দ্রব্যসংগ্রহগাথা, নয়চক্র, ধর্ম্মসংগ্রহনীসূত্র, হরিভদ্র সূরিকৃত ধর্ম্মসংগ্রহণী টীকা, তত্ত্বার্থ ভাষ্য, দ্রব্যার্থিক নয়, সিদ্ধসেন ও দিবাকর, (গ্রন্থকার) আচারসূত্র, ঋজুসূত্র, উত্তরাধ্যয়ন, নয়গ্রন্থ, যোগদৃষ্টিসমুচ্চয়, মহানিশীথসূত্র, বৃহৎকল্পগাথা।

দ্রব্যানুযোগতর্কণা পঞ্চদশ অধ্যায়ে গ্রথিত। এখানি শ্বেতাম্বর জৈনমতের গ্রন্থ, কেননা ইহাতে দিগম্বর মতের খণ্ডন আছে এবং ঋষভ নাথকে সমধিক মান্য করা হইয়াছে।

জৈনমতে দ্রব্য বা পদার্থ ৬, হিন্দুদার্শনিকদিগের মধ্যে যেমন কেহ ১৬, কেহ ১৪, কেহ ৭, পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহারই বিভূতি এই জগৎ, এই কথা বলেন। সেইরূপ জৈনেরা ৬ পদার্থ স্বীকার করত তাহারই বিভূতি বা বিস্তার এই জগৎ, এইরূপ বলেন। যথা—

"ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নভঃ কালৌ পুদ্গলোজীব দ্রব্যেণী।
অর্থাঃ ষট্ সময়ে খ্যাতা জিনৈরাদ্যন্তবর্জিতাঃ॥"
(দ্রব্যানুযোগ ১০ অধ্যায়)

ধর্ম্ম (১) অধর্ম্ম (২) অনন্ত আকাশ (৩) অনন্ত কাল (৪) পুদ্গল অর্থাৎ দেহ (৫) আর জীব (৬) এই ছয় প্রকার পদার্থ জৈন শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ। এই পদার্থনিচয় আদ্যন্তবর্জিত অর্থাৎ নিত্য।

"সম্যক্ত্বং হি দয়াদানক্রিয়ামূলং প্রকীর্ত্তিতম্।
বিনা তদ্ বর্ত্তনে ধর্ম্মে জাত্যন্ধ ইব খিদ্যতে॥"

(দ্রব্যানুযোগ ১০ অধ্যায়।)

কথিত ছয়টী দ্রব্য এবং তাহাদের গুণ বিচার দ্বারা যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, আত্মা সংস্কৃত হয়, তাহার নাম সম্যক্ত্ব। এই সম্যকৃতার মূল দয়া (জীব রক্ষা) দান (অভয়াদি দান) প্রভৃতি পঞ্চধা ক্রিয়া। অতএব এই সম্যক্ত্ব ত্যাগ করিয়া যিনি ধর্ম্মপথে ভ্রমণ করিতে বাঞ্ছা করেন, তিনি জন্মান্ধের ন্যায় পদে পদে খেদ প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং জৈনেরা জ্ঞান ভিন্ন কেবল চারিত্র মাত্রে সন্তুষ্ট হইবেন না।

ঐ ছয়টী পদার্থের মধ্যে কাল ভিন্ন অন্য পাঁচটির অস্তিকায় সংজ্ঞা দেওয়া হয়—"অস্তয়ঃ প্রদেশাঃ তৈঃ কথ্যতে শব্দায়তে ইত্যস্তিকায়ঃ" এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা প্রদেশ অর্থাৎ সংঘাতবৎ বস্তু বুঝাইতেছে। তট্টীকা যথা—

"ননু কালস্যাস্তিকায়ত্বং কথং নাস্তি? তত্রাহ অসত্ত্ব ইতি। কস্মিন্নপি কালে কালতুল্যস্য প্রদেশসংঘাতো ন বিদ্যতে যত একঃ সময়ঃ অন্যস্মাৎ সময়াৎ ন প্রশ্লিষ্যতে। এবমন্যেষামপি—"

যেহেতু একটি সময় অন্য একটি সময় হইতে বাস্তবিক বিশ্লিষ্ট হয় না এজন্য উহার সংঘাত বা প্রদেশ নাই। যাহার সংঘাতভাব ও প্রদেশ নাই তাহার অস্তিকায়ত্ব নাই।

জৈনেরা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে দেহের এবং জীবের বিবিধ পরিণামের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। যথা—

"परिणामिगतेर्धर्मो भवेत् पुद्गलजीवयोः।
अपेक्षाकारणाल्लोके मीनस्येव जलं सदा॥"

(দ্রব্যানুযোগ ১০ অধ্যায়।)

অর্থাৎ জল যে প্রকার মৎস্যের গতি, সঞ্চরণ, হ্রাস ও বৃদ্ধ্যাদি বিবিধ পরিণামের হেতু, এইরূপ দেহ ও জীবের গত্যাগতি প্রভৃতি বিবিধ পরিণামের হেতু ধর্ম্মদ্রব্য ও অধর্ম্মদ্রব্য।

জীব মুক্ত এবং সতত ঊর্দ্ধগমন স্বভাব; সুতরাং সহজমুক্ত ও নিসর্গ ঊর্দ্ধগমন স্বভাব জীবের নিয়ামক ধর্ম্ম যদি না থাকিত, তবে অনন্ত আকাশে জীব নিরন্তরই উদ্গত হইত—নিবৃত্ত হইত না অর্থাৎ তাহা হইলে এই সংসারে আর কোন দেহীই থাকিত না; আর যদি অধর্ম্ম না থাকিত, তাহা হইলে জীবের এক স্থানেই নিত্য স্থিতি হইত। কুত্রাপি গতি হইত না। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকাতেই জীবের গত্যাগতি সিদ্ধি হইতেছে। যথা,—

"सहजोर्द्ध्वगतावस्य धर्मस्य नियमं विना।
कदापि गगनेऽनन्ते भ्रमणं न निवर्त्तयेत्॥
स्थितिहेतुर्यदाधर्म्मो नोच्यते क्वापि चेद्द्वयोः।
तदा नित्यस्थितिः स्थाने क्वापि न गतिर्भवेत्॥"

(ঐ ১০ অ)

এইরূপ প্রণালীতে দ্রব্যানুযোগকার স্বমতের পদার্থ সকলকে হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক নির্ণয় করিয়া ছন্দোবন্ধে রচনা করিয়াছেন। টীকাকার সেই সকল বিচার ও হেতুবাদ গুলি পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। এই টীকার মধ্যে বিবিধ প্রাকৃত বা চব্বাভাষার গ্রন্থের উদাহরণ আছে। যথা,—

"सुबहुं हारमुन्नाण मज्झम्ह कयवयवं निमट्ठि
वायहूवंजीवो निव वत्तोन ममावणभविसंसारे।"
(উত্তরাধ্যায়ন)

"मिच्छत्तो वेयन्तो चउब्भिते जाणगेव कयगेव
जह्वोगहेण कलम्म करेमु वच्चाय वा।"
(বৃহৎকল্পগাথা)

এইরূপ মহানিশীথ সূত্র, নন্দিসেনাধিকার প্রভৃতি প্রাকৃত জৈন দর্শনশাস্ত্র হইতেও পদার্থ বিচার করা হইয়াছে।

যোগদৃষ্টিসমুচ্চয় নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"तात्त्विकपक्षपातभावशून्या च या क्रिया।
अनयोरन्तरं ज्ञेयं भानुखद्योतयोरिव॥

যোগপক্ষ-নিবিষ্ট জ্ঞান আর ভাববিহীন ক্রিয়া এতদুভয়ের প্রভেদ সূর্য্য ও খদ্যোতের প্রভেদের ন্যায়। জ্ঞানসম্বন্ধে দ্রব্যানুযোগটীকাকার লিখিয়াছেন—

"ज्ञानं हि जीवस्य गुणो विशेषो ज्ञानं भवाब्धेस्तरणेषु पोतः।
ज्ञानं हि मिथ्यात्वतमोविनाशे भानुः क्रियास्तु प्रभु कर्म कक्षे॥

জ্ঞানং নির্বাণং পরমং প্রধানং জ্ঞানং সমানং ন বহুক্রিয়াভিঃ।
জ্ঞানং মহানন্দরসং রহস্যং জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম জয়ত্যনন্তম্॥
বাহ্যাচারপরাশ্চ যোগযজ্ঞা হজ্ঞানযোগোদ্ধতাঃ।
যে কেঽপি প্রতিসেবনাবিধুরিতাস্তে নিন্দিতা শাসনে॥"

অর্থাৎ জ্ঞান জীবের একটী বিশেষ গুণ, জ্ঞানই ভবসমুদ্র তরণের নৌকা, জ্ঞানই মিথ্যাভূত অজ্ঞানের বিনাশক। জ্ঞানই কর্ম্মরূপ তৃণের অগ্নি। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও প্রধান, জ্ঞান কোন প্রকার ক্রিয়ার তুল্য হয় না। জ্ঞানই আনন্দ, জ্ঞানই রহস্য, জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম। যাহারা রহস্য আচারে রত, যাগযজ্ঞযোগে উদ্ধত, প্রতিসেবন অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত, তাঁহারা জৈনশাস্ত্র-সম্মত নিন্দ্য ব্যক্তি।

জিনদত্ত সূরিকৃত " বিবেক-বিলাস " প্রভৃতি গ্রন্থে জৈনদিগের অভিমত নীতি গ্রথিত আছে। বিবেক-বিলাস হইতে কতিপয় জৈন নীতির বিষয় নিম্নে প্রদান করিলাম।

বসতিযোগ্য স্থান—

" গুণিনঃ সত্যং শৌচং প্রতিষ্ঠা গুণগৌরবম্।
অপূর্ব্বজ্ঞানলাভশ্চ যত্র তত্র বসেৎ সুধীঃ॥"

যেখানে গুণবান্ লোক, সত্য, শুচিতা, প্রতিষ্ঠা, গুণের গৌরব, এবং যেখানে বাস করিলে অপূর্ব্ব জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা, সেই স্থানেই বাস করা কর্ত্তব্য।

"বালরাজ্যং ভবেদ্যত্র দ্বৈরাজ্যং যত্র বা ভবেৎ।
স্ত্রীরাজ্যং মূর্খরাজ্যং বা যত্র তত্র নো বসেৎ॥"

বালক, স্ত্রী ও মূর্খ যেখানে রাজা বা যেখানে দুইজন রাজা অথবা স্ত্রী-রাজা সেখানে বাস করিবে না।

ভ্রমণ—"ন ব্রজেন্নিষ্ফলং ক্বচিৎ" অর্থাৎ নিষ্ফল গমন করিবে না।

"একাকিনা ন গন্তব্যং স্বপেন্নৈকাকিনো গৃহে।
নৈবোপরি নাপি পথি বিশেৎ কস্যাপি বেশ্মনি॥"

একাকী দূরগমন করিবে না, একাকী একগৃহে শয়ন করিবে না। উচ্চ স্থানে শয়ন করিবে না, সহসা একা কাহার গৃহে প্রবেশ করিবে না।

"ন ধার্য্যমুত্তমৈর্জীর্ণং বস্ত্রং ন চ মলীমসম্।
বিনা রক্তোৎপলং রক্তপুষ্পন্তু ন কদাচন॥"

উত্তম ব্যক্তিরা জীর্ণ কি মলিন বস্ত্র পরিধান করিবেন না। রক্ত পদ্ম ব্যতীত অন্যপ্রকার রক্তপুষ্প ধারণ করিবেন না।

"দেবা বৃদ্ধাশ্চ ন প্রাজ্ঞৈর্বঞ্চনীয়াঃ কদাচন।
ভাব্যং প্রতিভুবা নৈব সাক্ষিণা ন চ বাগ্মিনা॥"

যদি প্রাজ্ঞ হও তবে দেবতা ও বৃদ্ধদিগের প্রতারণা করিও না—প্রতিভূ হইও না—সাক্ষী হইও না।

"বহিস্ততোঽভ্যাগতো গেহং প্রবিশ্য চার্থং সুধীঃ।
কুর্য্যাদ্ধস্তপদাবর্ত্তং দেহশৌচাদি কর্ম্ম চ॥"

বাহির হইতে ভ্রমণ করিয়া আসিলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবে; অনন্তর বস্ত্র ত্যাগ করিবে। তৎপরে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিবে।

"पेषणी खण्डनी चुल्ली गर्गरी वर्द्धनी तथा ।
अमी पापकराः पञ्च गृहिणां धर्म्मबाधकाः ॥"

পেষণ যন্ত্র; ছেদন যন্ত্র, পাকস্থান, জলাধার, (কুম্ভ) বর্দ্ধনী (গাড়ু, ঘটী) এই পাঁচ ব্যবহার্য্য বস্তু হইতে গৃহস্থদিগের ধর্ম্মবাধক পাপ জন্মে অর্থাৎ ঐ সকল হিংসা স্থান, সাবধান থাকিলেও ঐ সকল স্থানে হিংসা ঘটে। কিন্তু—

"गर्हितोऽस्ति गृहस्थस्य तत्पातकविघातकः ।
धर्म्मः सविस्तरो वृद्धै स्तस्मात्तं धर्म्ममाचरेत् ॥"

ঐ সকল অবশ্যম্ভাবী পাপবিনাশক ধর্ম্মরাশি বৃদ্ধেরা অনেক প্রকার বলিয়াছেন, অতএব মনুষ্য নিরন্তর ধর্ম্মাচরণ করিবেক।

"दया दानं दमो देवपूजा भक्तिर्गुरौ क्षमा ।
सत्यं शौचं तपोऽस्तेयं धर्म्मोऽयं गृहमेधिनाम् ॥"

দয়া, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, দেবপূজা, গুরুভক্তি, ক্ষমা, সত্য, শুচি থাকা, তপস্যা, চৌর্য্যবিমুখ, এইগুলি গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম।

"सारः परोपकारेव क्रमोधर्म्म विदामयम् ।"

ধর্ম্মের অবয়ব বহুবিস্তৃত হইলেও তৎসমস্তের সার পরোপকার।

ধর্ম্ম দুই প্রকার। পাপনাশক (ইহার নামান্তর প্রায়শ্চিত্ত) আর নির্ব্বাণোপকারক। পাপনাশক ধর্ম্মই এই—

"হীনোদ্ধরণমদ্রোহো বিনয়েন্দ্রিয়সংযমৌ।
ন্যায়বৃত্তির্মৃদুত্বঞ্চ ধর্ম্মোঽয়ং পাপসংছিদি ॥"

পতিতের উদ্ধার, অহিংসা, বিনয়, ইন্দ্রিয়সংযম, ন্যায়পূর্ব্বক জীবিকাগ্রহণ, মৃদুতা, এই সকল ধর্ম্ম পাপ নাশ করে।

"অতিথীনর্থিনো দুঃস্থান্ ভক্তিঃ শক্ত্যনুকম্পনৈঃ।
কৃত্বা কৃতার্থিনো পশ্চাদ্ভোক্তুং যুক্তং মহাত্মনাম্ ॥"

অতিথি, যাচক, দুঃস্থ ব্যক্তি গৃহাগত হইলে যথাশক্তি ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া পশ্চাৎ আহার করান উচিত।

"আর্ত্তস্তৃষ্ণাক্ষুধাভ্যাং যো বিত্রস্তো বা সমন্বিতম্।
আগতঃ সোঽতিথিঃ পূজ্যো বিশেষেণ মনীষিণা ॥"

পীড়িত, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর ও ভয়যুক্ত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি আগমন করে, তবে তাহাকে বিশেষরূপে অর্চ্চনা করিবেক।

"দুঃপ্রাপ্যং প্রাপ্য মানুষ্যং কার্য্যং তদ্বুধৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ।
মুহূর্ত্তমেকমপ্যস্য নৈব যাতি যথা বৃথা ॥"

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া এমন কার্য্য করিতে হইবে যে, যাহাতে এক মুহূর্ত্তও যেন বৃথা না যায়।

হিন্দুদিগের নীতি ও জৈনদিগের নীতিতে বড় প্রভেদ নাই। তাহার কারণ, এই দুই সম্প্রদায় একদেশ ও একত্র বাসী এবং জৈননীতির অধিকাংশ ভাব হিন্দুদিগের নীতিশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে।

বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত।

"द्यौर्व्वाचस्पतिनेव पन्नगपुरी शेषाहिनेवाभवत्
येनैकेन विदुष्मती वसुमती मुख्येन संख्यावताम् ।
सोऽयं व्याकरणार्णवैकतरणी धातुर्य्यचिन्तामणि-
र्जीयात् कोविदगर्व्वपर्व्वतपविः श्रीवोपदेवः कविः ॥"

বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত।

বোপদেবকে সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদ উইলসন সাহেব দেবগিরির (দেওঘর বা দৌলতাবাদের) অধীশ্বর হেমাদ্রির সভাসদ্ স্থির করিয়াছেন * এবং আমরাও তাহাই প্রামাণিক বিবেচনায় বহু দিবস হইল একটী প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু সেটি এক্ষণে ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে। তজ্জন্যই আমরা অদ্য বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা পূর্ব্বক, বোপদেবের বিবরণ স্বতন্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উইলসন সাহেবের ন্যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণিও বোপদেবকে হেমাদ্রির দানখণ্ডের ভূমিকায় হেমাদ্রির পার্ষদ বলিয়াছেন। যথা "**হেমাদ্রিরপি স্বয়ং নৃপতিঃ, যস্য সভাপণ্ডিতো মহামহোপাধ্যায়ঃ শ্রীবোপদেব আসীৎ, অনুমীয়তে পঞ্চনবধরেন্দু মিতে শকসম্বৎসরে দ্বিত্রাদিবৎসরন্যূনাধিক্যেন সমজনিষ্ট।**" শিরোমণি মহাশয় পুনশ্চ লিখিয়াছেন "**সাম্প্রতং বিজ্ঞাপ্যতে হেমাদ্রিস্তু, দেবগিরিস্থ-যাদববংশ-মহারাজাধিরাজ-মহাদেব-চক্রবর্ত্তিনো রাজ্ঞো-ধর্ম্মাধিকরণ-পণ্ডিত আসীৎ।**"

* Vide Wilson's Vishnu Purana vol. 1. Preface, page L (Trubuer & Co.)

ইহাতে হেমাদ্রিকে যাদববংশাবতংশ মহারাজ মহাদেবের ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলা হইয়াছে এবং ইহা চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি মধ্যে হেমাদ্রি যে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন তাহার সহিত ঐক্য আছে; হেমাদ্রি কোন স্থলেই আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন নাই। উইলসন সাহেব ও পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে নৃপতি স্থির করিয়া বোপদেবকে যে তাঁহার সভাসদ বলিয়াছেন, এ বিষয় কোন প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাইলাম না; সুতরাং আমরা ইহাতে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য প্রাপ্ত হইতেছি না। হেমাদ্রি দানখণ্ডের প্রারম্ভে, তাঁহাকে মহারাজ মহাদেবের ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং চতুর্বর্গ চিন্তামণির প্রতি অধ্যায়ের শেষে এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা— "ইতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ শ্রীমহাদেবস্য সমস্ত-করণা-ধীশ্বর-সকল-বিদ্যা-বিশারদ-শ্রীহেমাদ্রি-বিরচিতে চতুর্বর্গ-চিন্তামণৌ দানখণ্ডে" ইত্যাদি। হেমাদ্রি স্বীয় পরিচয় এইপর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বোপদেবের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। কিন্তু বোপদেবকৃত মুক্তাফল গ্রন্থের টীকা নির্ম্মাণ-কালে হেমাদ্রি প্রথমতঃ বোপদেবকৃত গ্রন্থাবলীর এইরূপ গণনা করিয়াছেন, যথা,

"যস্য ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাঃ স্ফীতাঃ প্রবন্ধা দশ,
প্রখ্যাতা নব বৈদ্যকেঽথ তিথিনির্দ্ধারার্থমেকোঽদ্ভুতঃ।

साहित्ये त्रय एव भागवततत्त्वोक्तौ * * * भु-
रन्तर्वाणिशिरोमणेरिह गुणाः के के न लोकोत्तराः ॥"

অর্থাৎ যাহার ব্যাকরণের কীর্ত্তি অদ্ভুত,—ব্যাকরণ বিষয়ে যাহার ১০ টি প্রবন্ধ,—বৈদ্যক গ্রন্থের উপর ৯ টি প্রবন্ধ,—তিথিনির্ণয় নামক ধর্ম্মশাস্ত্র,—সাহিত্য ৩খান,—ভাগবতের উপর ৩টি প্রবন্ধ,—সেই অন্তর্বাণী মহামহোপাধ্যায় বোপদেবের কোন্ কোন্ গুণ না অলৌকিক?

বোপদেবও হেমাদ্রির উল্লেখ করিয়াছেন এবং কহিয়াছেন, "আমি হেমাদ্রির সন্তোষের নিমিত্ত হরিলীলাখ্য ভাগবতব্যাখ্যা করিলাম।" যথা,—

"श्रीमद्भागवतस्कन्धाध्यायार्थादि निरूप्यते ।
विदुषा बोपदेवेन मन्त्रिहेमाद्रितुष्टये ॥"

(বোপদেবকৃত হরিলীলাটীকা)

হেমাদ্রি বোপদেবকৃত হরিলীলাটীকার টীকা লিখিয়াছেন। হেমাদ্রি ও বোপদেব সমসাময়িক এবং এই হেমাদ্রি দাক্ষিণাত্যের দেবগিরীশ্বর মহাদেবের মন্ত্রী ছিলেন। মহারাজ মহাদেবের আশ্রয়ে হেমাদ্রি ও বোপদেব উভয়েই দেবগিরিতে বাস করিতেন।

হেমাদ্রির সহিত বোপদেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, এজন্য তিনি হরিলীলাটীকায় "মন্ত্রি-হেমাদ্রি-তুষ্টয়ে" এইরূপ লিখিয়া-

ছেন, নতুবা তিনি হেমাদ্রির সভাসদ্ হইলে কিঞ্চিৎ মত হই-য়াই লিখিতেন।

করহাট ক্ষেত্রবাসী গোপালাচার্য্য বলেন, বিট্টলভট্ট-কৃত প্রাকৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—"অথার্য্যং হেমাদ্রিঃ দ্বাদশাধিক দ্বাদশ শত (১২১২) শকোদ্ভব-দাক্ষিণাত্যালন্দী-গ্রামস্থ-জ্ঞানেশ্বর-সংস্কৃত-ভগবদ্গুণ-জ্ঞান-গীতা-ব্যাখ্যানোত্তর-কালিকঃ" "অর্থাৎ হেমাদ্রি ১২১২ শকাব্দে দাক্ষিণাত্যের অলন্দী গ্রামের জ্ঞানেশ্বরকৃত গীতা ব্যাখ্যানের পরভবিক "এবং মদাস্মিননগ্ন-কালিক-বোপদেবমাত্মালিক "একাদশ-শতে শাকে বিংশত্যব্দ-দ্বয়ে গতে। অবতীর্ণং মধ্বমুনিং সদা বন্দে মহাগুরুম্।" ইতি সূত্রার্থ-সাগরাদি-মহানিবন্ধ-সহিত - শ্রীসদানন্দতীর্থভগবত্-পাদাচার্য্যৈঃ—" অর্থাৎ হেমাদ্রির আশ্রিত এবং সমসাময়িক বোপদেবের পূর্ব্বে ১১২৫ শকে মধ্বাচার্য্য জন্মিয়াছিলেন, ইত্যাদি। পুনরায় বোপদেবসম্বন্ধে নন্দমিশ্র কহেন "শঙ্করাচার্য্য-সময়াদুত্তরে বৎসরেশতদ্বয়ে অতীতে বোপদেবোঽভূত্" অর্থাৎ শঙ্করা-চার্য্যের সময় হইতে ২১০ দুইশত দশ বৎসর অতীত হইলে বোপ-দেবের জন্ম হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি বোপদেবের ১১৮২ শকে জন্ম হইয়াছিল অনুমান করেন। উইল্‌সন অফ্রেক্ট্,* ও এষ্টার গার্ড্ †, কর্ণেল কেনিডি, কোলব্রুক, গোলড্‌ষ্টুকর ও

* Aufrecht, "Catalogus" p. 174 b etc.

† Radices Linguæ Sanskritæ.

বর্ণেল, সকলেই বোপদেবকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক স্থির করিয়াছেন, কেবল বর্ণ্ফের মতে তিনি ১৩০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

মুক্তাফল গ্রন্থে বোপদেব নিজের পরিচয় যাহা দিয়াছেন, তদনুসারে তিনি চিকিৎসক কেশবের পুত্র ও ধনেশ মিশ্রের শিষ্য। যথা ;—

"विद्वद्धनेश-शिष्येण भिषक्केशव-सूनुना ।
हेमाद्रिर्बोपदेवेन मुक्ताफलमचीकरत् ॥"

বোপদেব ভিষক-নন্দন বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে অনেকে তাঁহাকে ভ্রমক্রমে বৈদ্যজাতীয় মনে করিতে পারেন, কিন্তু বোপদেব ব্রাহ্মণ ছিলেন। যথা ;—"बोपदेवश्चकारेदं विप्रो-वेदपदास्पदम्" বোপদেব বৈদ্যকুলে জন্মিলে তিনি কখনই বিপ্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন না। বরং দ্বিজ বলিলেও বলিতে পারিতেন কিন্তু বিপ্র বলার অধিকার ব্রাহ্মণের ভিন্ন অন্যের নাই। পূর্ব্বে এবং এক্ষণে দাক্ষিণাত্য ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশেও আত্রেয়-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবসা প্রচলিত আছে।

প্রাজ্যভট্টকৃত ২য় রাজতরঙ্গিণীতে এক বোপদেবের কথা উল্লেখ আছে, তিনিও পণ্ডিত-শিরোমণি এবং তিনি ৯ বৎসর কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁর ভ্রাতার নাম জম্ম-

দেব। এই বোপদেব আমাদিগের আলোচ্য মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেব হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

বোপদেব ভাগবতের উপর প্রবন্ধত্রিতয় (হরিলীলা, মুক্তাফল, ও পরমহংসপ্রিয়া,) শতশ্লোকচন্দ্রিকা, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কবিকল্পদ্রুম ও তট্টীকা, কাব্যকামধেনু, রামব্যাকরণ প্রভৃতি লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ। ধাতুপাঠের আরম্ভে তিনি ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলী, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর ও জৈনেন্দ্র এই অষ্ট প্রসিদ্ধ শাব্দিকের নামোল্লেখ করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ এত সংক্ষেপে নির্ম্মিত যে, বোপদেব পাণিনির সমুদয় সূত্রের মর্ম্ম ইহার ১১১ শত সূত্রে নিহিত করিয়াছেন। বোপদেব বৈয়াকরণিক সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম ও পরিভাষার অক্ষর পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়াছেন। যথা; বৃদ্ধির—ব্রী, গুণের—গু; দীর্ঘের—র্ঘ, সমাসের—স ইত্যাদি। লট, লোট, লুঙ ইত্যাদি পরিভাষার স্থানে কি, খি, গি, ঘি ইত্যাদি। এক অক্ষরে নামের সঙ্কেত করিয়াছেন, দ্ব্যক্ষর সংজ্ঞা প্রায় নাই।

"আদৈগৌব্রূ ব্রী" এই সূত্র দ্বারা বোপদেব পাণিনির দুইটি সূত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। "যণ্বায়বাবীঽঙীবঃ" এই সূত্রে পাণিনির দুইটি সূত্র নিবিষ্ট আছে। এইরূপ কোথাও দুই, কোথাও তিন, কোথাও চারি পর্য্যন্ত সূত্রের কার্য্য বোপদেবের এক সূত্রে নির্ব্বাহ হয়। এইরূপ সংক্ষেপ করাতে মুগ্ধবোধ

ব্যাকরণ অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে ; তাহাতে টীকা ব্যতীত সংস্কারলাভের আশা নাই। মুগ্ধবোধের সূত্রগুলির উচ্চারণ অতি কঠোর ও ক্লেশজনক। তাহার কারণ, ২।৩।৪ বর্ণ একত্রে এবং একযোগে, একপ্রযত্নে উচ্চারণ করিতে হয়। যথা—
"অনঘ্নত্রধীনোধোর্ম্মোঽকুর্ব্বংশ্চোঽস্থাঃ" "প্রযাঁদান্তে নোঽবকুণ্ঠস্তদে-ঽথ্যনতহ্বাত্ত্বধকুণ্ঠবাক্ষ্মঃসসেপ্স্যাদৈর্নকাচকোস্তু বা।" ইত্যাদি।

বোপদেব বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এজন্য উদাহরণ সমস্ত বিষ্ণুনামঘটিত করিয়াছেন। বোপদেবের বা তচ্ছিষ্যের অভিপ্রায় এই যে ব্যাকরণশিক্ষা এবং হরিনাম কীর্ত্তন এই দুইটি একস্থানে পাওয়া সুদুর্লভ। মুগ্ধবোধ ব্যতীত অন্য ব্যাকরণে উহা লাভ হয় না, এজন্য মুগ্ধবোধ ব্যাকরণই পাঠ্য হউক। যথা—
"গীর্ব্বাণবাণীবদনং মুকুন্দসঙ্কীর্ত্তনঞ্চোভয়ং হি লোকে।
সুদুর্লভং তচ্চ ন মুগ্ধবোধাদন্যত্র তেঽতঃ পঠনীয়মেতৎ ॥"

বোপদেব "যস্মৈ দিৎসাসূয়া—" ইত্যাদি সূত্রের উদাহরণ কেবল হরিনামঘটিত করিয়াছেন; 'হরয়ে তু সক্রুদ্ধঃ' ইত্যাদি।

মুগ্ধবোধে বৈদিক প্রক্রিয়া নাই। যে সকল পদ সাধারণতঃ কবিগণ প্রয়োগ করেন না, এমন সকল পদনিষ্পাদক সূত্র, যাহা অন্যান্য ব্যাকরণে আছে, তাহা মুগ্ধবোধে প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। এমন কতকগুলি পদ আছে যাহা বৈকল্পিক অর্থাৎ একবার হয়, একবার হয় না; এমন দুই একটি পদনিষ্পাদক সূত্র একবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সুপদ্ম, পাণিনি, সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি ব্যাকরণের দ্বারা (ঔড়ুৎ) পদ সিদ্ধ হয়, মুগ্ধবোধ মতে তাহা হয় না, (ঔড়িঢ়ৎ) হয়। দধি দধিঁ, মধু মধুঁ ইত্যাদি দ্বিবিধ প্রয়োগ অন্যান্য ব্যাকরণের মতে হয়, কিন্তু মুগ্ধবোধের মতে হয় না। এইরূপ অনেক প্রকার প্রয়োগ মুগ্ধবোধমতে হয় না; সুতরাং তাহা অসম্পূর্ণ ব্যাকরণ বলিতে হইবে। গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার বৃত্তি করিয়াছেন।

মুগ্ধবোধের দুর্গাদাস, রামতর্কবাগীশ, রামানন্দ, মধুসূদন, দেবীদাস, রামভদ্র, রামপ্রসাদ তর্কবাগীশ, শ্রীবল্লভাচার্য্য, দয়ারাম বাচস্পতি, ভোলানাথ মিশ্র, কার্ত্তিক সিদ্ধান্ত, রতিকান্ত তর্কবাগীশ, গোবিন্দরাম প্রভৃতির টীকা আছে। এই সকল টীকার মধ্যে দুর্গাদাস ও রামতর্কবাগীশের টীকা উৎকৃষ্ট ও এক্ষণে প্রচলিত। কাশীশ্বর ও নন্দকিশোর মুগ্ধবোধের পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন।

প্রস্তাবের শীর্ষদেশে "বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত" লিখিয়াছি। কিন্তু এতক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় কিছুই বলি নাই এবং বোপদেবের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের নাম কি জন্য সংযুক্ত করিয়াছি, তাহারও আভাস পাঠকবর্গকে প্রদান করি নাই। উপসংহারকালে তাহার বিবরণ লিখিতেছি। ভাগবতের ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পুরাণের মধ্যে নাই। ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জলাদি সমস্ত দর্শনের সার ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ এত

গাম্ভীর্য্যপূর্ণ যে, বিনা আয়াসে ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করা যায় না। এজন্ত পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন "**विद्यावतां भागवते परीक्षा**" বিদ্বান্ ব্যক্তির পরীক্ষা একমাত্র ভাগবত গ্রন্থদ্বারা হয়। এতাদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রতি অনেকে সংশয় করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ইহাকে বোপদেব প্রণীত বলিয়া হতাদর করেন। অনেক পণ্ডিত সেই সংশয়ের কারণ ছেদ করতঃ ভাগবত ব্যাসপ্রণীত সপ্রমাণ করিয়া, বিবিধ ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা অদ্য ভাগবত ব্যাস-প্রণীত কি না, তাহার সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছি না এবং সকল পুরাণই যে বেদব্যাসের দ্বারা রচিত, ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না; তবে এই সকল গ্রন্থ যে আধুনিক এবং মুসলমানদিগের রাজ্যশাসনকালে রচিত হইয়াছে, ইহা বলাও আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আমরা এক্ষণে ভাগবত বোপদেব-প্রণীত নহে এবং তাহা অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, ইহাই সপ্রমাণ করিতে যত্ন পাইতেছি।

যাঁহারা বলেন শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসদেব কৃত নহে, ইহা বোপদেব-প্রণীত, তাঁহাদিগের তর্কের প্রণালী এইরূপ, যথা ;—

"**ग्रन्थापठनविज्ञानत्वनिबन्धानुदाहृतत्वदृढबन्धत्वपद्यालित्य-हेतुकप्रामाण्यानधिकरणमेतत्।**"

অর্থাৎ ভবিষ্যৎবাণী কথনকালে কতকগুলি আধুনিক রাজা ও ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখা যায়। কোন মান্ত সংগ্রহকারেরা ইহার বচন উদ্ধার করেন নাই। আর্ষ গ্রন্থের ন্যায় ভাগবতের

রচনা প্রাঞ্জল নহে, অত্যন্ত আধুনিক শ্লিষ্ট শব্দের দ্বারা এই গ্রন্থের নির্ম্মাণ এবং যেরূপ পদলালিত্য ও পদবিন্যাসচ্ছটা দৃষ্ট হয়, এরূপ পদবিন্যাস ও লালিত্য আর্ষ সময়ে ছিল না। এই সকল কারণে ভাগবত ব্যাসকৃত নহে, ইহা বোপদেবকৃত; বোপদেবের রচনাপ্রণালী এইরূপই দেখা যায়।

"ভাগবতভূষণ" কার এই সকল আপত্তির অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত এইরূপ বলিয়াছেন;—

১ম—কাঠক, কাপালক, মৌহল, মৌদ্গল প্রভৃতি বেদভাগের নাম থাকিলেও তাহা যেমন জৈমিনি, তত্তৎঋষিকৃত শঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিয়াছেন—অপৌরুষেয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, এখানেও সেইরূপ কর। ২য়—মান্য গ্রন্থকারেরা ভাগবতের প্রমাণ একেবারে ধরেন নাই, এমত নহে; আবশ্যকমতে বোপদেবের পূর্ব্বভবিক চিৎসুখ মুনি প্রভৃতি অনেক মান্য গ্রন্থকারেরা ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে যাঁহারা ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদিগের প্রবন্ধ ভিন্নপ্রকার। অর্থাৎ তাঁহাদের গ্রন্থ সকল তত্ত্বপ্রতিপাদক নহে, কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমব্যবস্থা বা প্রাধান্যরূপে জ্ঞানমার্গ-প্রকাশক গ্রন্থ। সেই কারণেই তাঁহারা ভাগবতকে আপনাদের গ্রন্থমধ্যে আনয়ন করেন নাই। ৩য়—যদি ছান্দোগ্য উপনিষদ্, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতীয় অষ্টাবক্রাখ্যান, সনৎসুজাত প্রভৃতি যখন সম্পূর্ণ কঠিন, গম্ভীরার্থ, পদলালিত্য ও বিন্যাসপরিপাটীযুক্ত

হইলেও তাহা আর্ষ হয়, তবে ভাগবত আর্ষ না হইবে কেন? অনন্ত সংস্কৃত প্রাকৃত ভাষাভিজ্ঞ ত্রিকালদর্শী ভগবান বেদ-ব্যাসের নিকট সকলই সম্ভব, অসম্ভব কিছু নহে। তিনি অস্মদা-দির ন্যায় ক্ষুদ্র জ্ঞানের পাত্র নহেন। বিশেষ তিন এক সময়ে সকল গ্রন্থ রচনা করেন নাই—যখন সময়ভেদ আছে; তখন লিপির প্রকার ভেদ না হইবে কেন? আমরা অদ্য যে রীতিতে গ্রন্থ লিখিতেছি, পরশ্ব লিখিতে হইলে তাহা ভিন্ন প্রকার হইয়া যাইবে। ইত্যাদি বিচার দ্বারা ভাগবতভূষণকার আপত্তিকারিগণের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া ভাগবত প্রাচীন গ্রন্থ, বোপদেব কৃত নহে, সপ্রমাণ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের সময়ের ২০০ শত বৎসর পরে বোপদেবের জন্ম হয়, এবং শঙ্করাচার্য্য বিষ্ণুসহস্র নাম ভাষ্যে ও চতুর্দ্দশ মত বিবেকে ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন। পুনরায় শঙ্করা-চার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হনুমৎ ও চিৎসুখ মুনি ভাগবতের টীকা করি-য়াছেন। তাহা হইলে ভাগবত বোপদেব প্রণীত বলা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? সিদ্ধান্ত দর্পণ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"বোপদেবকৃতন্তেন্ন বোপদেবপুরাভবৈঃ।
কথং টীকা কৃতা বৈ স্যুর্হনুমচ্চিৎসুখাদিভিঃ॥"

অর্থাৎ যদি ভাগবত বোপদেবের কৃত হয়, তবে তৎপূর্ব্ব-বর্ত্তী চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা কি প্রকারে তাহার টীকা

করিতে সমর্থ হইলেন? গৌড়পাদ ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কেন না বৈদান্তিকেরা অদ্যাপি পাঠকালে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণের নমস্কার করিয়া থাকেন। তাহাতে আদি পুরুষ ব্রহ্মা হইতে পর পর শঙ্কর-শিষ্য পর্য্যন্ত উল্লিখিত আছে। যথা—

"नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्रपराशरञ्च।
व्यासं शुकं गौड़पादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्।
श्रीशङ्कराचार्य्यमथास्य शिष्यम् * * * * ।"

রামানুজের গ্রন্থে ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।— স্মৃতিকালতরঙ্গের মতে রামানুজ ১০৪৯ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং তিনি বোপদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী।

কাশ্মীরদেশীয় ক্ষেমেন্দ্র-প্রকাশে, ক্ষেমেন্দ্র ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ক্ষেমেন্দ্র রাজতরঙ্গিণীকার অপেক্ষা প্রাচীন, কেন না তিনি "क्षेमेन्द्रस्य नृपावली" এই কথা বলিয়া ক্ষেমেন্দ্রকৃত রাজাবলীর কথা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতেও ভাগবতের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। ভাগবত বোপদেবের বহুকাল পূর্ব্বের গ্রন্থ না হইলে কি জন্য হেমাদ্রি বোপদেবের সমসাময়িক হইয়া তাহার প্রমাণ সাদরে চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি যদি ভাগবত বোপদেবকৃত কৃত্রিম পুরাণ জানিতেন, তাহা হইলে ভাগবতের প্রমাণ কখনই গ্রহণ করিতেন না। ভাগবত বোপদেব-প্রণীত

আধুনিক গ্রন্থ হইলে, তাহা কখনই চৈতন্যদেব, রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামীর দ্বারা আদৃত হইত না। ভাগবত বোপদেব-প্রণীত গ্রন্থ হইলে তাহার সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ও মান্য লেখকগণ কি জন্য টীকা করিলেন? নিম্নে ভাগবতের টীকাসমূহের উল্লেখ করা গেল, ইহার মধ্যে বোপদেব কৃত ৩ খানি টীকা আছে।—

"শ্রীধরীয়, বিজয়ধ্বজ, হরিলীলা, মুক্তাফল, পরম হংসপ্রিয়া, বিদ্বৎকামধেনু, সম্বন্ধোক্তি, তত্ত্বদীপিকা, শুকহৃদয়, সুদর্শনী, মুনিপ্রকাশিকা, প্রহর্ষণী, যাদুপতী, বৃহত্তোষিণী, চক্রবর্ত্তীয়া, সন্দর্ভ, বোধিনীসার, মাধবীয়, বামনী, একনাথী, পুরুষোত্তমী, মধুসূদনী ইত্যাদি।"

যে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভাগবতের নামোল্লেখ আছে,
তাহার নামগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গৌরীতন্ত্র ২ পটল, পদ্ম-পুরাণ, গরুড়-পুরাণ, নারদ-পুরাণ, স্কন্দ-পুরাণ, তত্ত্ব-প্রকাশিকা, তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা, দিনত্রয়-মীমাংসা, ক্ষীরনিধি, সদাচারবৃহস্পতি-ব্যাখ্যা, স্মৃতি-কৌস্তভ, স্মৃত্যর্থ-সাগর, নির্ণয়রত্ন, বিদ্যারণ্যমুনিকৃত জীবন্মুক্তিপ্রকরণ, হেমাদ্রিকৃত ব্রতখণ্ড ও দানখণ্ড, নির্ণয়সিন্ধু, ভট্টোজীদীক্ষিতকৃত পূজা-প্রকরণ, নাগোজিভট্টকৃত আহ্নিকশেখর, সংস্কারকৌস্তভ, মথুরাসেতু, শ্রাদ্ধময়ূখ, ব্যবহারময়ূখ, কালদিনকর, বিধান-পারিজাত, ভোজনপ্রকরণ, প্রয়োগপারিজাত, আচাররত্ন,

সংবৎসরপ্রদীপ, কলিধর্ম্মপ্রকরণ, অদ্বৈতানন্দসাগর, কাল-নির্ণয়, কালনির্ণয়দীপিকা, কালনির্ণয়বিবরণ, শঙ্করাচার্য্য-কৃত বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য ও তৎকৃত চতুর্দ্দশ মতবিবেক, মহারাজীয়, গৌড়পাদকৃত পঞ্চীকরণব্যাখ্যা, নন্দমিশ্রকৃত গোবিন্দাষ্টক, রামায়ণচন্দ্রিকা, রামতাপনী ব্যাখ্যা, বল্লভাচার্য্য-নিবন্ধ, উৎসবপ্রতান, শুদ্ধাদ্বৈত মার্ত্তণ্ড, বিশ্বমণ্ডল, পুরুষো-মহারাজকৃত সুবর্ণসূত্র, নিম্বার্কীয়, স্বমতনির্ণয়সিন্ধু, হরিভক্তি-বিলাস, রামানুজীয় ও তৎকৃত সারসংগ্রহ, অপ্যয়দীক্ষিত-কৃত শিবতত্ত্ববিবেক, বাচস্পতিকৃত ভক্তিপ্রকাশ, অদ্বৈত-সিদ্ধিকারকৃত ভক্তিরসায়ন, নামকৌমুদী, সচ্চরিতমীমাংসা, ভক্তিরত্নাবলী, ক্ষেমেন্দ্রপ্রকাশ, ভাস্কর-রাজকৃত ললিতা-টীকা, নীলকণ্ঠকৃত দেবীভাগবতটীকা, ভক্তিসূত্র ইত্যাদি। এক্ষণে সুবিজ্ঞ পাঠকগণ দেখুন ভাগবত যদি আধুনিক বোপদেব-প্রণীত গ্রন্থ হইত; তাহা হইলে এতগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাহার নামোল্লেখ কথনই থাকিত না; এবং তাহা হইলে তাহার প্রমাণ প্রসিদ্ধ মান্য ও প্রাচীন গ্রন্থকারগণ সাদরে কথনই গ্রহণ করিতেন না। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আবার অনেকগুলি বোপদেবের পূর্ব্বের রচিত গ্রন্থ আছে। এই সকল আলো-চনায় ভাগবত কথনই বোপদেব-প্রণীত বলিতে সাহস করা যায় না। "মবাহো বোপদেবীয়ো বন্ধ্যাপুত্রায়তে মহা" ভাগ-বত বোপদেব-প্রণীত একথা বলা আর বন্ধ্যার পুত্র বলা

সমান। আমরা গোঁড়ামীর পক্ষপাতী নহি, কতকগুলি লেথক কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিবার জন্য অসার ও অযৌক্তিক তর্ক উত্থাপন করিয়া ভাগবত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত বলিতে সাহসী হইয়াছেন। আমরা ভাগবত সম্বন্ধে অন্যান্য বিচার স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিব। এই প্রস্তাবে বোপদেবের প্রসঙ্গক্রমে ভাগবত সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহাই বলিলাম।

বেদ-বিভাগ।

"ननु कोऽयं वेदोनाम, के वास्य विषय-प्रयोजन-सम्बन्धाधिकारिणः, कथं वा तस्य प्रामाण्यम् ? न खल्वेतस्मिन् सर्व्वस्मिन्नसति वेदो व्याख्यानयोग्यो भवति ॥"

সায়নাচার্য্য।

বেদবিভাগ।

ইতিপূর্ব্বে আমরা "বেদপ্রচার ও বেদ" এই দুই প্রস্তাবে আর্য্যদিগের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থের সার মর্ম্ম বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রস্তাবে প্রাচীন ঋষিগণ বেদবিভাগ ও তাহার সংখ্যানির্ণয় যেরূপ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই "চরণ-ব্যূহ" ও "আর্য্যবিদ্যাসুধাকর" হইতে সংক্ষেপে নিম্নে অবিকল সঙ্কলন করিয়া পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি। এই প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত হইলেও স্বতন্ত্ররূপে সঙ্কলিত করিলাম, কেন না, ইহাতে পাঠকবর্গ বৈদিকালে ও তৎপরভবিক পৌরাণিক সময়ে বেদশাস্ত্র যে কতদুর বিস্তীর্ণ হইয়া ছিল, তাহা উত্তমরূপে অবগত হইতে পারিবেন। যে যে শাখার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে ও যাহা যাহা এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, তাহার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি, এজন্য এ প্রস্তাবে তাহার আর উল্লেখ করিব না।

ঋগ্বেদের পরিমাণ চরণব্যূহে উক্ত হইয়াছে যথা—

"ऋचां दशसहस्राणि ऋचां पञ्चशतानि च।
ऋचामशीतिः पादश्च (१०५८०) तत्पारायणमुच्यते॥"

অর্থাৎ ১০৫৮০ টি ঋক্ সমষ্টির নাম পারায়ণ।

শৌনকীয় প্রাতিশাখ্যমতে এই বেদের পাঁচ শাখা যথা—

শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাঙ্খ্যায়ন, মাণ্ডুক। ইহার প্রমাণ—

"ऋचां समूहो ऋग्वेदस्तमभ्यस्य प्रयत्नतः ।
पठितः शाकलेनादौ चतुर्भिस्तदनन्तरम् ॥"

(শৌনকীয়প্রতিশাখ্য)

অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত ঋক্‌সমূহের নাম ঋগ্বেদ, ইহার সমস্তই সর্ব্বাগ্রে শাকলমুনি যত্ন পূর্ব্বক অভ্যাস করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ অন্য চারিজন অধ্যয়ন করেন। সেই চারিজন যথা—

"शाङ्खायनाश्वलायनौ चैव मांडूको बाष्कलस्तथा ।
बह्वृचा ऋषयः सर्व्वे पञ्चैते एकवेदिनः ॥"

(শৌনকীয় প্রতিশাখ্য)

শাঙ্খ্যায়ন, আশ্বলায়ন, মাণ্ডুক ও বাস্কল, ইহাঁরাই ঋগ্বেদী-দিগের আচার্য্য এবং কথিত পাঁচজনই একবেদী। (একমাত্র ঋগ্বেদই ইহাঁদের প্রধান অভ্যসনীয়।)

শৌনকের মতে ইহাঁরা ঋষি কিন্তু আশ্বলায়নগৃহ্যের মতে ইহাঁরা আচার্য্য, ঋষি নহেন। আশ্বলায়ন যেখানে দেবতা, ঋষি ও আচার্য্যদিগকে তর্পণ করিতে হইবে বলিয়া সূত্রদ্বারা রীতিবদ্ধ করিয়াছেন সে স্থলে ইহাঁদিগকে ঋষিমধ্যে গণনা না করিয়া আচার্য্য বলিয়াই গণনা করিয়াছেন।

উল্লিখিত ৫ পাঁচ শাখা প্রধান। অতিরিক্ত ঐতরেয়, কৌষী-তকি, শৈশরী, পৈঙ্গী, ইত্যাদি আরও কয়েকটী শাখা দৃষ্ট হয়, তাহা প্রধান শাখা না হইয়া প্রাতিশাখ্যমতে উপশাখা বলিয়া পরিগণিত। বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ আভাস পাওয়া যায় যথা—

"মুদ্গলো গোকুলো বাৎস্যঃ শৈশিরঃ শিশিরস্তথা।
পঞ্চৈতে শাকল্যাঃ শিষ্যাঃ শাখাভেদ-প্রবর্ত্তকাঃ॥"

মুদ্গল, গোকুল, বাৎস্য, শৈশির, (শিশির) ইহাঁরা শাকলের শিষ্য এবং শাখাবিশেষের প্রবর্ত্তক। অতএব সর্ব্বসমেত ঋগ্বেদ ২১ শাখায় বিস্তৃত। ভাগবত ও মহাভাষ্যে ২১ শাখার কথাই লিখিত আছে। যথা মহাভাষ্য—

"একবিংশতিধা বহ্বৃচাঃ"

এইরূপে অধ্যয়নও সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শাকলপ্রভৃতি আদি আচার্য্যদিগের ভিন্ন ভাবের প্রবচন অনুসারে একমাত্র ঋগ্বেদ অনেক শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। সমুদয় শাখা একত্র করিলে অত্যল্প মাত্র তারতম্য দেখা যায়। প্রবচন শব্দে বেদার্থবোধক গ্রন্থ বুঝায়। যথা—

"অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সর্ব্বপ্রবচনেষু চ"

(মনু ৩ অং)

এই শ্লোকে প্রবচন শব্দের অর্থে কুল্লুকভট্ট ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন—

"प्रकर्षैर्वोच्यते वेदार्थं एभिरिति प्रवचनान्यङ्गानि शिक्षा-दीनि" যদ্দ্বারা উত্তমরূপে বেদার্থ সকল ব্যাখ্যাত হয় তাহাই প্রবচন গ্রন্থ, অর্থাৎ শিক্ষাদি।

ঋগ্বেদের সূক্ত এক সহস্র ১৭।২ সহস্র ৬ বর্গ ৬৪ অধ্যায়। ১০ মণ্ডল। ৮ অষ্টক।

সূক্তের লক্ষণ—"सम्पूर्णमृषिवाक्यन्तु सूक्तमित्यभिधीयते।"

বৃহদ্দেবতা।

নিরাকাঙ্ক্ষ ছন্দোময় ঋষিবাক্যের নাম সূক্ত অর্থাৎ বৈদিক মহাবাক্যই সূক্ত।

এই সূক্ত তিন প্রকার। ঋষিসূক্ত, দেবতাসূক্ত, ছন্দঃসূক্ত। ঋষি ও দেবতাসূক্তের লক্ষণ,—

"ऋषिसूक्तानि यावन्ति सूक्तान्येकस्य वैस्तुतिः।
स्तूयतैकास्तु यावत्सु तत्सूक्तं दैवतं विदुः"

(বৃহদ্দেবতা)

একজন ঋষির কৃত বা দৃষ্ট যতগুলি সূক্ত অর্থাৎ মহাবাক্য বা বাক্য, সেইগুলি ঋষিসূক্ত।

১ম অষ্টকের প্রারম্ভস্থ "अग्निमीळे" ইত্যাদি হইতে "इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्" ইত্যন্ত ঋক্ ভাগ (২০ বর্গাত্মক) একটি ঋষিসূক্ত, কেন না ঐ সমস্ত ঋক্‌গুলি একমাত্র মধুচ্ছন্দ নামক ঋষির কৃত, আর তন্মধ্যস্থ অগ্নি দেবতার স্তবসূচক ৯টি ঋক্ দেবতা সূক্ত, কেন না ঐ ৯ ঋক্ দ্বারা একমাত্র অগ্নিদেবতার স্তোত্র প্রকাশ হইয়াছে।

একচ্ছন্দে নির্ম্মিত পর পর ক্রমানুসারে স্থাপিত হইলে তাহা ছন্দঃসূক্ত। যথা—ঐ "অগ্নিমীড়ে" হইতে ১৮ বর্গ পর্য্যন্ত সমস্ত ঋক্ গায়ত্রীচ্ছন্দে গ্রথিত বলিয়া তাহা ছন্দঃসূক্ত।

ঋগ্বেদের বর্গবিভাগ ও অধ্যায়বিভাগের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ নাই। উহা স্বাধ্যায় বা অধ্যয়ন সম্প্রদায় পরম্পরায় প্রসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ঋগ্বেদের মণ্ডলের লক্ষণ সম্বন্ধে সর্ব্বানুক্রমণিকা গ্রন্থে শৌনক বলিয়াছেন যথা—"**য আঙ্গিরসঃ শৌনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শৌনকোঽভবত্ স গৃত্সমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডলমপশ্যত্**।"

অর্থ এই যে, ভার্গব আঙ্গিরস যাহা দেখাইয়াছিলেন, গৃৎসমদ দ্বিতীয় মণ্ডলে তাহাই দেখিয়াছেন। ভাব এই যে ২৮ মণ্ডলের সমুদায় সূক্ত গৃৎসমদের জ্ঞানে উদিত হয় নাই, অধিকাংশ তাঁহার সংগ্রহ। এই সকল নির্ব্বাচন দেখিয়া বৈদিক অধ্যাপকেরা মণ্ডলের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যে—

তত্তদৃষিদৃষ্টানাং বহূনাং সূক্তানাং একর্ষিকর্তৃকঃ সংগ্রহো মণ্ডলম্" ইতি।

অর্থ এই যে, বহুতর ঋষির দৃষ্ট বহুতর ঋক্মন্ত্র এক ঋষির দ্বারা সংগৃহীত হইয়া যাহা নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার নাম মণ্ডল।

ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে অনেক মণ্ডল ব্যাসের পূর্ব্বেও সংগৃহীত হইয়াছিল। এবং ইহার রচনা কত কালের তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডল।* এই সকল মণ্ডলের সংগ্রহকর্ত্তা ঋষিদিগের নাম আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে নির্ণীত হইয়াছে যথা—

"শতর্চিনো মাধ্যমা গৃৎসমদো বিশ্বামিত্রোঽত্রির্ভরদ্বাজো বশিষ্ঠঃ প্রগাথাঃ পাবমান্যঃ ক্ষুদ্রসূক্তাঃ মহাসূক্তাঃ" ইতি।

শতর্চী যথা—

"মধুচ্ছন্দঃ প্রভৃত্যোঽগস্ত্যান্তা আদ্যমণ্ডলে।
যে সন্তি ঋষয়স্তে বৈ সর্ব্বে প্রোক্তাঃ শতর্চিনঃ।"

মধুচ্ছন্দঃ হইতে অগস্ত্য পর্য্যন্ত ঋষিরা ১ম মণ্ডলের ঋষি। তাঁহারাই শতর্চি নামে প্রসিদ্ধ। এই শতর্চ্চিগণ ১ম মণ্ডলের ঋষি। তন্মধ্যে মধুচ্ছন্দ ঋষি ১০২ ঋক্ রচনা করিয়াছিলেন সুতরাং তিনিই শতর্চি হইতে পারেন কিন্তু অন্যান্য ঋষিরা এত অধিক ঋক্ রচনা না করিলেও উঁহার সহচর ছিলেন, এজন্য তাঁহারাও শতর্চি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন যথা—

"দদর্শাদৌ মধুচ্ছন্দোহ্যধিকং যদৃচাং শতম্।
তৎসাহচর্য্যাদন্যেঽপি বিজ্ঞেয়াস্তু শতর্চিনঃ॥"

১১ মণ্ডলের ঋষিরা ক্ষুদ্র সূক্ত ও মহাসূক্ত নামেও প্রথিত। কেন না তাঁহারা ক্ষুদ্র সূক্ত ও মহাসূক্ত সকল রচনা বা সংগ্রহ করেন। মহাসূক্তের লক্ষণ শৌনককৃত বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে নির্ণীত আছে যথা—

---

* কেহ কেহ ঋগ্বেদের ১১।১২ মণ্ডলের কথা বলিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে তাহা আর্ষকালের পরভাবী, নিম্নতন পুরুষের রচিত।

"হ্রস্বকন্তাত্ অধিকং মহাসূক্তং বিদুর্ বুধাঃ ॥"

দশ ঋকের অধিক ঋক্‌দ্বারা যে সূক্ত নির্ম্মিত তাহা মহাসূক্ত সুতরাং ১০ ঋকের ন্যূন হইলে ক্ষুদ্র সূক্ত। এইরূপ মধ্য সূক্ত জানিবেন।

এতাবতা, কথিত প্রমাণ দ্বারা এই রূপ অর্থলাভ হইতে যে, শতর্চি ঋষিগণ ১ম মণ্ডলের সংগ্রাহক। ২য় মণ্ডলের গৃৎস মদ, তৃতীয় মণ্ডলের বিশ্বামিত্র, ৪র্থ বামদেব, ৫ম অত্রি, ৬ ভরদ্বাজ, ৭ম বশিষ্ঠ, ৮ম প্রগাথা, ৯ম পাচমান্ত, ১০ম ক্ষুদ্র সূক্ত মহাসূক্তীয় ঋষিগণ।

অধ্বর্যু, বা যজুর্বেদ—১০০ শাখায় বিভক্ত, ইহা পতঞ্জ মহাভাষ্যে উল্লিখিত দেখা যায়।

চরণব্যূহ গ্রন্থে লিখিত আছে; যজুর্বেদের ৮৬ শাখা; কি এই সকল শাখা আর এখন দেখা যায় না, নাম পর্য্যন্তও শুন যায় না। তবে যে কয়েকটি শাখার নাম পাওয়া যায় তাহ এই—

চরক, আহ্বারক, কঠ, প্রাচ্যকঠ, কাপিষ্ঠলকঠ, চারায়ণীয় বারতন্তবীয়, শ্বেত, শ্বেততর, ঔপমন্যব, পাতান্তিনেয়, মৈত্রায় ণীয়।

এই মৈত্রায়ণীয় শাখার ৬ প্রকার ভেদ আছে। যথা—
মানব, বারাহ, দুন্দুভ, ছাগলেয়, হারিদ্রবীয়, শ্যামায়নীয়।

চরক শাখায় ২ শ্রেণী আছে, ঔখিয় ও খাণ্ডীকীয়। এই খাণ্ডীকীয় শাখাও ৫ প্রশাখায় বিভক্ত যথা—

আপস্তম্বী, বৌধায়নী, সত্যাষাঢ়ী, হিরণ্যকেশী ও শাট্যায়নী।

বারতন্তবীয়, ঔখীয় এবং খাণ্ডিকীয় ও তৈত্তিরীয় এই কয়েকটি পদ পাণিনি সূত্রের "তিত্তিরি বরতন্তু খণ্ডিকো খাচ্ছিণ" দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

আপস্তম্বী ইত্যাদি পাঁচটি শব্দও (কলাপি বৈশম্পায়নান্তে-বাসিভ্যশ্চ) ণিনিপ্রত্যয়-নিষ্পন্ন।

যজুর্বেদের মন্ত্র পরিমাণ যথা—

"**अष्टादश सहस्राणि मन्त्रब्राह्मणयोः स्तु। यजूंषि यत्र पाठान्ते स यजुर्वेद उच्यते॥**" (চরণ ব্যূহ) ইহা কৃষ্ণ যজুর পরিমাণ, শুক্ল যজু স্বতন্ত্র। যজুর্বেদে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ উভয়ে ১৮০০০ সহস্র গদ্যময় মহাবাক্য আছে।

শুক্লযজুর্বেদের ১৫ শাখা। কাণ্ব, মাধ্যন্দিন, জাবাল, বুধেয়, শাকেয়, তাপনীয়, কাপীল, পৌণ্ড্রবৎস, আবটিক, পরমাবটিক, পারাশরীয়, বৈনেয়, বৌধেয়, ঔধেয় ও গালব। এই সমস্ত শাখাকে বাজসনেয়ীশাখাও বলে। এই শুক্ল যজুর্বেদের পরিমাণ যথা—

द्वे सहस्रे शतन्यून मन्त्रा वाजसनेयके। तावन्मात्रेन संख्यातं वालखिल्यं यजुर्मितं। शाखाभेदस्य समाख्यातं प्रोक्त-मानाच्चतुर्गुणम्। (চরণ ব্যূহ)

এক শত ন্যূন ২ সহস্র মন্ত্র বাজসনেয়ী অর্থাৎ শুক্ল যজুর্বেদে আছে। বালখিল্য শাখাও এই পরিমাণ। এই উভয়ের ৪ গুণ অধিক ইহার ব্রাহ্মণ।

সামবেদ—পৌরাণিক মতে পূর্ব্বে সামবেদের সহস্র শাখা ছিল। ইন্দ্র বজ্রাঘাতে তত্তাবৎ ধ্বংস করেন। যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা এই—রাণায়নীয়, শাট্যমুগ্র্য, কাপোল, মহা-কাপোল, লাঙ্গলিক, শার্দ্দূলীয়, কৌথুম। (বঙ্গদেশে কুথুম শাখা ভিন্ন অন্য শাখার ব্রাহ্মণ নাই)। এই কুথুম শাখার ছয় উপ-শাখা। যথা—আসুরায়ণ, বাতায়ন, প্রাঞ্জলীয়, বৈনধৃত, প্রাচীনযোগ্য, নৈগেয়। ইহার পরিমাণ—

"অষ্টৌ সাম সহস্রাণি সামানি চ চতুর্দ্দশ। তস্মানি সহ-রহস্যানি * * * সামগানং স্মৃতঃ॥ (চরণ ব্যূহ)

আট সহস্র ১৪ সাম এবং ইহা উহ্য ও রহস্যের সহিত।

অথর্ব্ববেদ—ইহা ৯ ভাগে বিভক্ত। যথা—

পৈপ্পলাদ, শৌনকীয়, দামোদ, তোত্তায়ন, জাবল, ব্রহ্ম-পালাশ, কুনখা, দেবদর্শী, চারণবিদ্যা। ইহার পরিমাণ—

"দ্বাদশানাং সহস্রাণি মন্ত্রাণাং ত্রিশতানি চ। গোপথং ব্রাহ্মণং বেদেঽথর্ব্বণে শতপাঠকম্।" (চরণ ব্যূহ)

অথর্ব্ববেদের ১২ সহস্র ৩ শত মন্ত্র। এক শত প্রপাঠক (পরিচ্ছেদ) আর গোপথ নামক ব্রাহ্মণ।

বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এই ষড়্‌বিভাগ।

শিক্ষা—স্বরবর্ণাদির উচ্চারণ উপদেশক শাস্ত্র। এক্ষণে পাণিনীয় শিক্ষাই প্রচলিত। গৌতমীয়, নারদীয় প্রভৃতি শিক্ষা গ্রন্থ আছে। প্রাতিশাখ্যও শিক্ষাগ্রন্থ বিশেষ।

কল্প—বেদবিহিত কার্য্যকলাপের পূর্ব্বাপর কল্পনা বা ব্যবস্থা শাস্ত্র। ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন, শাঙ্খ্যায়ন ও শৌনক সূত্র। সামবেদের মশক, লাট্যায়ন, ও দ্রাহ্যায়ণ সূত্র। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের আপস্তম্ব, বৌধায়ন, সত্যসদঃ, হিরণ্যকেশী, মানব, ভারদ্বাজ, বাধুন, বৈখানস, লৌগাক্ষী, মৈত্রী, কঠ ও বরাহসূত্র। শুক্ল যজুর্ব্বেদের কাত্যায়ন সূত্র। অথর্ব্ববেদের কুশীক সূত্র।

ব্যাকরণ—শব্দার্থ-ব্যুৎপত্তি-বোধক শাস্ত্র।

নিরুক্ত—বৈদিক-পদ-পদার্থ-নির্ণায়ক শাস্ত্র। যাস্ককৃত ১৩ অং। ইহার প্রারম্ভ বাক্য—

"সমাম্নায়ঃ সমাম্নাতঃ স ব্যাখ্যাতব্যঃ—"

ছন্দঃ—অক্ষরপ্রস্তারনিরূপক শাস্ত্র। এক্ষণে পিঙ্গলকৃত ছন্দঃ গ্রন্থই প্রাচীন। ইহার প্রারম্ভ বাক্য—"ধী শ্রী স্ত্রী ম্"

জ্যোতিষ—কালবোধক শাস্ত্র। গর্গাচার্য্য ইহার প্রথম নির্ম্মাতা। তাহার প্রারম্ভ বাক্য—

পঞ্চ সম্বৎসরময়ং যুগাধ্যক্ষম্ প্রজাপতিম্"

এতদ্ভিন্ন উপাঙ্গ যথা—

"ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ মীমাংসা ন্যায় এবচ।"

ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায় এই ৪টী উপাঙ্গনামে বিখ্যাত।

কুমারপাল।

"To study men is more necessary than to study books."

La Rochefoucauld.

কুমারপাল।

কুমারপাল হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করত জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জৈন সম্প্রদায়ের সমূহ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। জৈন ইতিবৃত্তসমূহ কুমারপাল ও হেমসূরির গুণানুবাদে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই প্রস্তাব পাঠে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন যে, জৈনগণ অতি সুনিয়মে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী লিপিবদ্ধ করিতেন। আমরা বিবিধ দুষ্প্রাপ্য জৈন ঐতিহাসিক গ্রন্থ বহুপরিশ্রম স্বীকার করিয়া সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং ক্রমে ক্রমে তাহা পুরাতত্ত্ব-প্রিয় পাঠক মহোদয়গণকে উপহার প্রদান করিব। জৈন-মাহাত্ম্য-প্রকাশক গ্রন্থনিচয় ভবিষ্যৎ পুরাণের ন্যায় অলৌকিক বিবরণে পরিপূর্ণ, এজন্য তাহার মত এ সকল প্রস্তাবে গ্রহণ করিব না। আমরা কেবল জৈন ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সারাংশ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সোমসুন্দর সূরির শিষ্য জিনমণ্ডলোপাধ্যায় কুমারপাল-প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার সংক্ষেপ-বিবরণ স্থলে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"ততশ্চৌলুক্যবংশৈকমৌক্তিকস্য মহৌজসঃ।
শ্রীহেমচন্দ্র সূরীন্দ্রপাদপদ্মোপসেবিনঃ ॥ ... ... (৩)

জিনমণ্ডনোপাধ্যায়োঽজনিষ্ট॥ ।
রূপৈকমাত্রনাথস্য ... ... (১৩)
রাজ্ঞঃ কুমারপালস্য স্বশেষ্যানুপূর্বয়া ।
... ... প্রবন্ধং বচ্মি কিঞ্চন ॥ (৫)

চৌলুক্য বংশের একমাত্র মণিস্বরূপ মহাতেজা কুমারপাল রাজার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রবন্ধ বলিতে উদ্যত হইয়াছি। রাজা কুমারপাল হেমচন্দ্র সূরির শিষ্য এবং তিনি জৈন-ধর্ম্মের রসাবেশে উল্লসিতচিত্ত ছিলেন ও কৃপাদেবীর এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় নাথ ছিলেন।—

এই বলিয়া গ্রন্থাবতরণ করিয়া প্রথমে জিন সম্প্রদায়ের বংশবর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—

ইক্ষ্বাকুবংশ ১, সূর্য্যবংশ ২, চন্দ্রবংশ ৩, যাদববংশ ৪, পরমারবংশ ৫, চাহমান ৬, চৌলুক্য ৭, বৈষ্ণক ৮, সিলার ৯, সৈন্ধব ১০, চাপোৎকট ১১, প্রতীহার ১২, চন্দুক ১৩, রাট্ ১৪, কূর্পট ১৫, মাক ১৬, করক ১৭, পাল ১৮, করঙ্গ ১৯, বাউল ২০, বল্লেল ২১, উহিলপুত্র ২২, পৌলিক ২৩, মৌরিক ২৪, মহুরাজক ২৫, খাণ্ডপালক ২৬, রাজপালক ২৭, আমঙ্গ ২৮, নিলুম্ভ ২৯, দধিলক ৩০, তুরুদলিয়ক ৩১, ভূল ৩২, হবিজড় ৩৩, নট ৩৪, মাস ৩৫, গোবর ৩৬, ইহার মধ্যে কুমারপাল, চৌলুক্য-বংশীয়।

কান্যকুব্জ দেশে কাকন কটকপুরে শ্রীভূয়ড়নামক রাজা ছিলেন। ইঁহার কন্যা মহল্লনা দেবী। ইনি গুর্জররাজ ভুভকের পত্নী ছিলেন। গুর্জর দেশের বড়িয়ার রাজ্যের পঞ্চাসর গ্রামের শ্রীশ্রীল সূরির যত্নে চাপোৎকট বংশের একটি বালক প্রতিপালিত হয়। এই বালক ৮ বৎসর বয়সে সমস্ত রাজলক্ষণে লক্ষিত এবং শ্রীগুরুদত্ত বলরাজ নাম প্রাপ্ত হয়েন। ইনি শ্রীপত্তনের সামন্তসিংহের ভগিনী লীলা দেবীকে বিবাহ করেন। লীলাদেবী গর্ভিণী-অবস্থায় মৃত হইলে মন্ত্রিবর্গ তাঁহার উদর হইতে এক বালক নিষ্কাশিত করেন। ঐ বালকের নাম মূলরাজ হইল। মূলরাজের জন্ম হওয়ার পর সামন্তসিংহের দিন দিন অনেক রাজ্য বৃদ্ধি এবং ভূরি ভূরি মঙ্গল হইতে লাগিল দেখিয়া সামন্ত সিংহ তাঁহাকে রাজা করিলেন। মূলরাজ কোন কারণবশত মাতুলকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। তিনি প্রবল-প্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি ৯৯৮ শকবর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া স্বসমকালীন মহাবলপরাক্রম লাশোকরাজকে পরাজয় করিয়া একচ্ছত্র হইয়াছিলেন। লাশোক-রাজ ১১ বার মূলরাজকে তাড়িত করিয়াছিলেন, তিনি পরিশেষে কপিলকোট নগরে অবরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মূলরাজ ৫৫ বৎসর রাজ্য করিয়া কোন কারণে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অনন্তর বলরাজ রাজ্য গ্রহণ করেন। বলরাজ ভগিনীর শুভাদৃষ্টবলে রাজা হইয়াছিলেন। ৮০২ বর্ষে শ্রীশ্রীল সূরি জৈন

মন্ত্রপূত করিয়া শ্রীপত্তনে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। বলরাজ হইতে স্থাপিত গুর্জ্জরীয় রাজ্য জৈন ব্যতীত কেহ ভোগ করিতে পারিবে না, এই এক প্রসঙ্গ রটনা হয়। বনরাজের রাজ্যভোগকাল ৩৫ বর্ষ। তাঁহার পুত্র যোগরাজের ২৫, ক্ষেমরাজের ২৯। তৎপরে ভূয়ড়রাজ ২৫, বীরসিংহ ১৫, রত্নাদিত্য ৭, সামন্তসিংহ * * বর্ষ রাজ্য করিয়াছেন। এইরূপে ১৯৬ বর্ষে চৌলূক্যকুলে ৭ রাজা হয়। তৎপরে এতদ্দৌহিত্র সন্তানের চৌলূক্যকুলে রাজ্য প্রাপ্তি হয়। চৌলূক্য কান্তকুব্জীয়। তাঁহার নাম শ্রীভূয়ড় (প্রথমেই ইহার কথা বলা হইয়াছে) ভূয়ড়ের পুত্র কর্ণাদিত্য। তৎপুত্র চন্দ্রাদিত্য, তৎপুত্র সোমাদিত্য; ইনি পরলোক গত হইলে চামুণ্ডরাজ রাজা হইয়া ১৩ বৎসর রাজ্য করেন। তৎপরে বল্লভরাজ ৬, তৎপরে দুর্ল্লভরাজ ১১।৬ মাস রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র ভীম। এই ভীমের সহিত মুঞ্জের শত্রুতা হইয়াছিল। ভীমের বৃদ্ধা রাজ্ঞী বকুলদেবীর গর্ব্ভোদ্ভব ক্ষেমরাজ। আর এক স্ত্রীর নাম উদয়মতী। ইহার সন্তান কর্ণদেব। ক্ষেমরাজ আর কর্ণদেবের পরস্পর রাম লক্ষ্মণের ন্যায় সৌহৃদ্য ছিল। ক্ষেমরাজ কিছুকাল রাজ্য করিয়া কর্ণদেবকে রাজসিংহাসন প্রদান করেন। ইহাঁর নামান্তর ভোগীকর্ণ। ইহাঁর পুত্র জয়সিংহদেব। ধনেশ্বর সূরি ও মদনপাল কর্ণরাজের সাময়িক সভ্য। এই সকল পণ্ডিতেরা রাজাকে উপদেশ দিতেন—

"অপ্যানুক্করি তুম্বি অনুক্করিতু তেহিঁ রি অর্বসো অন্ন
অভবি অবলা অনুমোঽবইজিন ভবনং।"

"জিনা ভবণাইঞে নুক্করন্তি ভবি পড়রী অপরিআহ,
তেনুক্করন্তি অপ্পং ভীমানুভব সমহাতু।"

"মাণিক্যহেমরত্নাদ্যৈঃ প্রাসাদান্ কারযন্তি যে।
তেষাং পুণ্যৈকমূর্ত্তীনাং কোবেদ ফলমুত্তমম্॥"
"কাষ্ঠাদীনাং জিনাবাসে যাবন্তঃ পরমাণবঃ।
তাবন্তি বর্ষলক্ষাণি তদ্দাতা স্বর্গভাগ্ভবেৎ॥"
"নবীনজিনগেহস্য বিধানে যৎ ফলং ভবেৎ।
তস্মাদষ্টাদশগুণং জীর্ণোদ্ধারেণ জাযতে॥"
"জীর্ণোদ্ধারায বিশ্রম্ভঃ স্বজনেন ন্যপশ্চতঃ।
সুরাষ্ট্রোল্রাখিতং * * * সিদ্ধ পুরং যযৌ॥"

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, যাঁহারা মণিমাণিক্যাদি দ্বারা জিনদেবের প্রাসাদ অলঙ্কৃত করেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ পুণ্য-মূর্ত্তি এবং তাঁহাদের সেই সেই কার্য্যের ফলপরিমাণ কত, কে বলিতে পারে? তৃণ কাষ্ঠাদি যাহা কিছু জিন-মন্দিরে প্রদত্ত হয়, দাতা তাহার প্রত্যেকের পরমাণু-সমসংখ্যক লক্ষ বর্ষ স্বর্গ ভোগ করে। বিশেষতঃ নূতন গৃহ নির্ম্মাণ অপেক্ষা জীর্ণ-সংস্কার করার ১৮ গুণ অধিক ফল।—ইত্যাদি। ইহাঁর মাতাও নানাবিধ সদুপদেশ দিতেন। তিনি আপন পুত্রকে বলিয়াছেন, পুত্র!—

“দ্বীপে [illegible] তৈলপূরকবিবিধভোজনৈ [illegible]।
প্রাসাদে হিমবদ্ভূমে [illegible] শীতলহরে [illegible]।
নির্ম্মাণং করণং [illegible] যোগীন্দ্রৈ সেবনম্।
ধর্ম্মামৃতশ্রবণঞ্চ মতিমতাং সংবেষিতুং যুজ্যতে ॥”

এইরূপ নানা উপদেশে উত্তেজিত হইয়া তিনি অনেক চৈত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে মাতার উপদেশে ভদ্রেশ্বরাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কর্ণরাজ আশাপল্লী নামক স্থানবাসী এক লক্ষ ভিল্লজাতির অধিপতি অশোক নামক ভিল্লকে জয় করিয়া সেই স্থানে আপনার নামে অর্থাৎ কর্ণাবতা নামে নগর নির্ম্মাণ করেন। ইতি ২৯ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। এতৎপুত্র জয়সিংহদেব ৩০ বর্ষ রাজ্য করেন। ইহাঁর খ্যাতি শ্রীসিদ্ধ চক্রবর্ত্তী। ইনি যোগ-মার্গে সিদ্ধ ছিলেন। এই সিদ্ধরাজ হেমচন্দ্রের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এক দিন কথাপ্রসঙ্গে ও কাব্যপ্রসঙ্গে হেমচন্দ্র বলিলেন, “শ্রীবীর জিনেন্দ্র সমক্ষে শিশুকালে আমি যে তাঁহার ব্যাখ্যাত গ্রন্থ শুনিয়াছি সেই ‘জৈনেন্দ্র’ নামক ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া থাকি।” (আমাদের ব্যাকরণে “ইতি জৈনেন্দ্রবৃদ্ধিপাদঃ” বলিয়া অনেক উদাহরণ দৃষ্ট হয়) সিদ্ধ বলিলেন “পুরাতন ত্যাগ করিয়া এখন কেহ নূতন ব্যাকরণ করিতে পারেন কি না তাহাই বলুন।” হেমচন্দ্র বলিলেন, “যদি সিদ্ধরাজ সাহায্য করেন তবে আমি পঞ্চাঙ্গ-ব্যাকরণ নির্ম্মাণ করিতে পারি।” এই

কথায় রাজা ১৮, নানা দেশ হইতে সমস্ত ব্যাকরণ আনাইয়া দিলেন; তাহা অবলম্বন করিয়া হেম এক লক্ষ পঁচিশ সহস্র শ্লোকে গ্রথিত এক বৃহৎ পঞ্চাঙ্গ লক্ষণ যুক্ত ব্যাকরণ এক বৎসর মধ্যে প্রস্তুত করিলেন। তাহার নাম হইল "শ্রীসিদ্ধ হেমচন্দ্র।" এই ব্যাকরণ প্রস্তুত হইবার পর উত্তম সজ্জায় সজ্জিত করিয়া শ্বেতহস্তীর উপর রক্ষা করিয়া চামরাদি ব্যজন করিতে করিতে রাজার ন্যায়, (ব্যাকরণের রাজা বলিয়া) রাজসভায় নীত হয়। সকল দেশের পণ্ডিত আহ্বান করাইয়া তাহা পাঠ ও সংশোধন করান হইয়াছিল। ইহার পূজা করিয়া "সরস্বতী-যোগানামক" পুস্তকালয়ে রাখা হয়। এই সময়ে পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিয়াছিলেন।

" ... ... "

पाणिनिप्रलपितं कातन्त्रकन्था वृथा, मा कार्षीः कटु शाकटायनवचः क्षुद्रेण चान्द्रेण किम्।

... ...

श्रूयन्ते यदि तावदर्थमधुराः श्रीसिद्धहेमोक्तयः॥

অর্থাৎ যদি শ্রীসিদ্ধ হেমের মধুর উক্তি শ্রবণ কর, তবে পাণিনির ব্যাকরণ প্রলাপ বলিয়া বোধ হইবে সুতরাং কাতন্ত্র প্রভৃতির ত কথাই নাই। শাকটায়নের ব্যাকরণ ভাল বটে কিন্তু বড় কটু। ক্ষুদ্র চান্দ্র ব্যাকরণ কোন কার্য্যে আইসে না। ইত্যাদি।

দধিস্থলী পুরের ভীমদেবের পুত্র ক্ষেমরাজ ও তৎপুত্র দেবপ্রসাদ। ইঁহার পুত্র ত্রিভুবনপাল ও ভার্য্যা কশ্মীরা দেবী। ইঁহারই গর্ভে কুমারপালের জন্ম। ইনি যুদ্ধ বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং নীতি-পরায়ণ ভূপতি ছিলেন।

কুমারপাল হেমচন্দ্রের নিকট নানা সদুপদেশ প্রাপ্ত হন। কুমারপাল জয়সিংহের সমীপে থাকিয়া পরিশেষে দধিস্থলীতে রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধরাজার সন্তান ছিল না। ইনি সন্তান-কামনায় হরি-বংশাদি শ্রবণ ও অনেক ক্রিয়াকাণ্ড করিয়াছিলেন। তৎপরে হেমচন্দ্রের উপদেশে তীর্থভ্রমণও করিয়াছিলেন।

তিনি রাজ্যলোভে ত্রিভুবনপালকে গোপনে বিনাশ করিয়া কুমারপালকে বিনাশ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তাহা সিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু কুমারপাল রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি রাজ্যহীন হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার এই অবস্থায় পুনশ্চ সাক্ষাৎ হয়। হেম তাঁহাকে বলিলেন।—

"ভো কুমার! গুণাধার! নবাঙ্কে স্মর বৎসরে (১১৯৯)
চতুর্থ্যাং মার্গশীর্ষস্য শ্যামায়াং রবিবাসরে।
পুষ্যকাণ্ডেঽপরাহ্নে চ নব রাজ্যং ন জায়তে॥"—*

---

* মেরুতুঙ্গাচার্য্যকৃত প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থে লিখিত আছে "বিক্রমার্কসময়াৎ প্রগতেষু নব নবত্যধিকৈকাদশশতীমিতেষু কার্ত্তিকশুক্লদশম্যাং কুমারপালস্য রাজ্যাভিষেকোবভূব।"

অর্থাৎ ১১৯৯ সম্বৎ অব্দের অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ চতুর্থীতে তুমি রাজ্য পাইবে। কুমার মন্ত্রীগৃহে লুকায়িত থাকিতেন। বিজয়সিংহ দেব তাঁহার বিনাশার্থে চর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, চর সন্ধান করিয়া সেখানে গিয়া হেম সূরিকে জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু তিনি মিথ্যা করিয়া বলিলেন "এখানে নাই।" হেমাচার্য্য মনে করিলেন "প্রাণপরিত্রাণং মহৎ পুণ্যম্।" মিথ্যা বলার পাপ অপেক্ষা এক জনের প্রাণ রক্ষা করায় মহৎ পুণ্য লাভ হয়। কুমারপাল পরিত্রাণ পাইয়া ভৃগুকচ্ছে গেলেন। তৎপরে কৈলম্বপত্তনে গমন করেন। এই কৈলম্ব-স্বামী ইঁহাকে স্বীয় রাজ্যের অর্দ্ধ প্রদান করেন এবং তাঁহারই সাহায্যে পুনর্ব্বার স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি প্রতিষ্ঠানপুরে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়া উজ্জয়িনীতে গমন করেন। এখানে বিক্রমাদিত্যের সুযশঃ শুনিলেন। এক জন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধসেন দিবাকর নামে এক পার্শ্বদ ছিলেন, তিনি জৈন মতাবলম্বী ছিলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহার উপদেশ সতত গ্রহণ করিতেন।" কুমার এখান হইতে নগেন্দ্রপত্তনে গমন করেন। তিনি তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকৃষ্ণদেবের গৃহে থাকিলেন। ইঁহার ভগিনীর নাম প্রেমল দেবী। এপর্য্যন্ত ইনি রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইহার পরেই অবসর ক্রমে খড়্গ-ধারণপূর্ব্বক সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং সেই সময়ে বলিয়া ছিলেন যে, "খড়্গেনাক্রম্য ভুঞ্জীত বীরভোগ্যা বসুন্ধরাম্।"

এই কার্য্যে তাঁহার ভগিনীপতি কৃষ্ণদেব প্রভৃতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সম্বৎ অব্দের ১১৯৯ বর্ষে মার্গশীর্ষ চতুর্থীতে পুনর্ব্বার রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এখন ইহাঁর বয়স ৫০ বর্ষ। উদয়ন তাঁহার মহামাত্য ছিলেন। ইনি পণ্ডিত, সর্ব্বগুণযুক্ত এবং কুমারের পূর্ব্বোপকারী। ৫০ বৎসর বয়সে কুমার স্বয়ং রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের বৃদ্ধামাত্য ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাঁকে গোপনে বিনাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকেই বিনাশ করিয়াছিলেন। যখন কুমারপাল এই সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, যথা—পূর্ব্বদিকে শূরসেন, কুশাবর্ত্ত, পাঞ্চাল, বিদেহ, দশার্ণ, মগধ ইত্যাদি। উত্তর দিকে কাশ্মীর, উড্ডয়ন, জালন্ধর, সপাদ, লক্ষ, পর্ব্বত প্রভৃতি পার্ব্বতীয় অসভ্য দেশ। দক্ষিণে—লাট, মহারাষ্ট্র, তিলঙ্গ। তৎপশ্চিমে সুরাষ্ট্র, ব্রাহ্মণবাহক, পঞ্চনদ এবং সিন্ধুসৌবীর প্রভৃতি। এই দিগ্বিজয়-কালে সিন্ধুর পশ্চিম পারের পদ্মপুর নগরের রাজকন্যা পদ্মিনীকে বিবাহ করেন। মূলস্থানে (মূলতান) ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে ১০০০০০ অশ্ব, ১০০০ গজ, ১৪০ রথ, ১৮ লক্ষ পদাতি সৈন্য ছিল। বীরচরিত্রে লিখিত আছে,—

"আয়ত্কমৈন্দ্রীমাবিধ্যাং যাম্যমাসিন্ধুপশ্চিমম্।
আতুরুস্কাঞ্চ কৌবেরীং চৌলুক্যঃ সাধয়িষ্যতি॥"

রাজা এক দিন মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীসিদ্ধ রাজার, কি আমার গুণ অধিক্।" ইহাতে তাঁহারা কুমারপালকে অধিক গুণবান্ বলিয়া তাঁহার সংগ্রামপটুতার বিশেষ সাধুবাদ করিয়াছিলেন।

কুমারপালের রাজ্যকালে হেমাচার্য্য দ্বারা জৈনদিগের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিসম্বন্ধীয় অনেক নিয়ম প্রচারিত হয়। জৈন মতে মাংসভোজন বড় নিষেধ। যথা,—

আত্ম মাংসং ন ভোক্তব্যং প্রাণৈঃ কণ্ঠাগতৈরপি।

জৈনেরা রাত্রে আহার করে না। রাত্রের জল রুধির এবং অন্ন মাংসতুল্য জ্ঞান করে। "**ত্যজামো ভোজনোহহ্নি।**" (হেমসূরি।)

"**রবৌ চাস্তমিতে দেব আপো রুধিরমুচ্যতে**"

এই স্কন্দ পুরাণের বচন লইয়া হেমসূরি উক্ত নিয়ম প্রচার করেন। অদ্যাবধি জৈনেরা বৈকালে আহার করে, রাত্রে ভোজন করে না। জৈনদিগের মতে জৈন মুনিরাই বৈষ্ণব, আর কেহ বৈষ্ণব নাই। কুমারপাল হেমসূরির উপদেশক্রমে অনেক জৈন মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করিয়াছিলেন। তিনি ১২১১ সম্বৎ বর্ষে হেমসূরি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়া ত্রিভুবনপাল-নামক বিহার স্থাপন করেন।

হেমাচার্য্য কহেন "**বাগভট্ট মন্ত্রিপ্রমুখঃ**" কুমারপালের বাগভট্টনামা মন্ত্রী ছিল। ইনিই প্রসিদ্ধ জৈন আলঙ্কারিক বাগ্-

ভট্ট। ইহাঁর কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ ও অলঙ্কারতিলক বৃত্তি জৈন-সাহিত্য-সংসার উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে।

কুমার এই সকল দেশে অমারিপটহ অর্থাৎ অহিংসা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কর্ণাট, গুর্জ্জর, লাট, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, সৈন্ধব, উচ্ছা, ভম্ভেরী, মালব, মারব, কোঙ্কন, স্বরাজ্য, কীব, জনোদর, সপাদ, লক্ষ, মিবাড়, দীপাক্ষ, আভীরাক্ষ, কুমার-গিরি, কাশী ও গাজনী প্রভৃতি দেশে কোথাও বিনয়, কোথাও বা বলপূর্ব্বক হিংসা নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারস্থ সমুদায় দেবমন্দিরে পশুবলিদান নিষেধ করিয়াছিলেন।

জৈনদিগের তীর্থ ২ প্রকার। স্থাবর ও জঙ্গম। জৈন মুনিরা জঙ্গম-তীর্থ, আর তাঁহাদের সেবিত স্থান সকল স্থাবর তীর্থ। যথা—

'জঙ্গমং স্থাবরঞ্চৈব তীর্থং দ্বিবিধমুচ্যতে।
জঙ্গমং মুনয়ঃ প্রোক্তং স্থাবরন্তন্নিষেবিতম্ ॥'

শত্রুঞ্জয়, রৈবত গিরি, বৈভার, অষ্টপাদ গিরি, সম্মেত শিখর, ইত্যাদি স্থাবর-তীর্থ। এতন্মধ্যে শত্রুঞ্জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শত্রুঞ্জয়-যাত্রায় সকল তীর্থযাত্রার ফল হয়। জিন-গণধর সকল জঙ্গম তীর্থ। শত্রুঞ্জয়ের অনেক নাম; যথা—

শত্রুঞ্জয়ঃ পুণ্ডরীকঃ সিদ্ধিক্ষেত্রং মহাবলং।
সুরশৈলো বিমলাদ্রিঃ পুণ্যরাশিঃ * * *

पर्व्वतेन्द्रः सुभद्रश्च दृढ़शक्तिश्च कर्म्मकः ।
मुक्तिगेहं महातीर्थम् शाश्वतः सर्व्वकामदः ।
पुष्पदन्तो महापद्मं पृथ्वीपीठं प्रभापदम् ।—

ইত্যাদি। ১০৮ নাম আছে।

শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতে কুমারপাল পার্শ্বনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জৈনেরা গুরুমূর্ত্তি, গুরু-পাদুকা, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি জিন-মূর্ত্তির পূজা করে ও ধূপদীপ নৈবেদ্য পুষ্প প্রদান করে।

নেমির জন্মস্থান রৈবতক পর্ব্বত। এই জন্য ইহা মহাতীর্থ এবং এখানে নেমির নির্ব্বাণ হইলে ৯০৯ বৎসর পরে কাশ্মীর দেশ হইতে রত্নদেব শ্রাবণ রৈবতে আসিয়া যাত্রা মহোৎসব করিয়াছিলেন। তদবধি এখানে যাত্রা মহোৎসব হইয়া থাকে। সেই নেমিমূর্ত্তি ব্রহ্মেন্দ্রের স্থাপিত।

৮৪ বৎসর বয়সে হেমচন্দ্র আপনার মরণকাল আগত বুঝিতে পারিয়া সমস্ত সংঘ ও রাজাকে নিকটে ডাকিয়া সমাধি-যোগে শরীর ত্যাগ করেন। রাজা কুমারপাল রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর চন্দনাগুরু প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধময় করিয়া মৃত্তিকা-প্রোথিত করা হইয়াছিল। সেই স্থানটি হেমখড্ড নামে প্রসিদ্ধ। হেমচন্দ্রের মৃত্যুর ৬ বৎসর পরে, কুমার পাল ৩০ বৎসর ৮ মাস ২৭ দিন রাজ্য করিয়া শরীর ত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতৃ-পুত্র অজয়পাল রাজ-

সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি মহীপালের পুত্র। ১৪৪০ অব্দে এই কুমারপালের প্রবন্ধ সংগ্রহ হয়। তৎপরে তাহা সোমসুন্দর গুরুর শিষ্য জিনমণ্ডল উপাধ্যায় কর্ত্তৃক গ্রন্থাকারে গদ্য পদ্যে রচিত হইয়া ১৪৯৫ সম্বতে প্রচারিত হয়।

কুমারপাল-প্রবন্ধে কুমারপালচরিত এইরূপ লিখিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবটী উক্ত গ্রন্থের সার-সঙ্কলন মাত্র। মূল প্রস্তাবে শ্রীপত্তন, ধারানগরী, ধন্ধুকপুর, নাগপুর, কর্ণাবতী, শঙ্খপুর, কুমারগ্রাম, প্রভৃতি স্থান এবং মদনবর্ম্মা, শ্রীদত্তসূরি, গুণসেন-সূরি, প্রদ্যুম্নসূরি ও শূরশেখর প্রভৃতি ব্যক্তিবৃন্দের ও সিদ্ধান্তবৃত্তি, নেমিচরিত্র, হরিবংশ, পদ্মপুরাণ, বীরচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং জৈন নীতি, ও ব্রতকথার নানা বিবরণ আছে; তাহা বাহুল্য-ভয়ে এই প্রস্তাবে পরিত্যক্ত হইল। আমরা কেবল কুমারপাল-প্রবন্ধের ঐতিহাসিক বিবরণ সঙ্কলন করিলাম এবং আবশ্যক বোধে স্থানে স্থানে কুমারপাল সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয় কৃষ্ণাজী-প্রণীত রত্নমালা রাজশেখরকৃত প্রবন্ধকোষ ও মেরুতুঙ্গাচার্য্যকৃত প্রবন্ধ-চিন্তামণি হইতে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

বিদ্যাপতি বিহ্লণ।

Call it not vain;—they do not err
Who say that when the Poet dies,
Mute Nature mourns her worshipper,
And celebrates his obsequies.'

Scott, Last Minstrel.

বিদ্যাপতি বিহ্লণ।

সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার মধ্যে কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের নাম বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং তাঁহাদিগের কাব্য ও নাটকনিচয় এ কাল পর্য্যন্ত বিদ্যার্থীগণ অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতেছেন; কিন্তু কবিবর বিহ্লণের নাম গন্ধও অনেকের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে নাই। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকগণের গ্রন্থ-মধ্যেও উল্লিখিত কবিনিচয়ের কাব্য হইতে বহুল পরিমাণে উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বিহ্লণের বিক্রমাঙ্ক-দেব-চরিত মহাকাব্য হইতে কোন উদাহরণ উদ্ধৃত হয় নাই—এমন কি অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি এই গ্রন্থের নাম পর্য্যন্তও শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। সম্প্রতি জশল্মীর জৈন ভাণ্ডার হইতে সংস্কৃতবিদ্যা-বিশারদ বুলার মহোদয় একখানি প্রাচীন হস্ত-লিখিত "বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত" প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই বিশেষরূপে পরিদর্শনান্তর মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। তিনি এতাদৃশ যত্ন করিয়া প্রচার না করিলে কিছু কাল পরে উহার নাম পর্য্যন্ত সাহিত্যসংসার হইতে লোপ হইত। আমরা ঐ মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে কবি-বৃত্তান্ত নিম্নে সঙ্কলন করিলাম।

"বিহ্লণ পঞ্চাশিকা" এই নামে ৫০টী কবিতা-পূর্ণ একখানি ক্ষুদ্র কাব্য কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। কিন্তু সেই কবিতাগুলি চোর-কবিকৃত "চোর পঞ্চাশৎ" বলিয়া এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ। "বিহ্লণ পঞ্চাশিকায়" একটী ক্ষুদ্র পূর্ব্বপীঠিকা আছে। তাহা কোন আধুনিক পণ্ডিতের কৃত। তাহাতে লিখিত আছে, বিহ্লণ গুজরাটাধিপতি বীরসিংহ-তনয়া চন্দ্রলেখা বা শশিলেখাকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন এবং কিছুকাল পরে রাজকুমারী তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিধিতে বিবাহ করেন। রাজা এই গোপনীয় বিবাহব্যাপার অবগত হইয়া এক কালে ক্রোধে অধীর হওত বিহ্লণের শিরশ্ছেদনের অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিহ্লণ বধ্যস্থলে নীত হইলে এই "পঞ্চাশিকা" দ্বারা স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রাজা দূতদ্বারা সেই কবিতাগুলি প্রাপ্ত হইয়া পাঠান্তে পরম সুখী হওত বিহ্লণের প্রাণ দান করিয়া চন্দ্রলেখাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। চোর-কবি সম্বন্ধেও এইরূপ গল্প কবিবর ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পঞ্চালদেশে এই গল্পটী ভিন্ন অবয়বে প্রচলিত আছে। যাহা হউক এ গুলি গল্পমাত্র, ইহাতে অণুমাত্র সত্য নাই। বিশেষতঃ অনিহীলবারা পত্তনের নৃপতি বীরসিংহ বিহ্লণের একশত বৎসর পূর্ব্বে (৯২০ খৃষ্টাব্দে) রাজ্য করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নাম উল্লিখিত গল্প মধ্যে প্রচারিত হওয়াতে সমুদয় অলীক সপ্রমাণ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন

সুকবি বিহ্লণ বিক্রমাঙ্ক কাব্যে আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে "পঞ্চাশিকা" কাব্যের উল্লেখমাত্র করেন নাই; এবং তিনি যে নানাগুণ-সম্পন্না নৃপতি-তনয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, এ বিষয়েরও উল্লেখ তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না, কাজেই "পঞ্চাশিকা"* চোর-কবি কৃত বলিয়া বোধ হইতেছে এবং ইনি বিহ্লণ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি; সেই কারণেই বিহ্লণ সম্বন্ধে যে গল্প পূর্ব্ব পীঠিকায় লিখিত আছে, তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা সপ্রমাণ হইতেছে।

বিক্রমাঙ্কদেব-চরিতের শেষ (১৮শ সর্গে) কবিবর বিহ্লণ স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই সর্গের প্রারম্ভে কাশ্মীর দেশের প্রকৃতি, জল, স্থল, হ্রদ, নদী (বিশেষতঃ বিতস্তা,) ও পর্ব্বতের উত্তম বর্ণনা আছে। তাহাতে লিখিত আছে, কাশ্মীর মধ্যে "প্রবর" নামক পুরীই শ্রেষ্ঠ। এতৎপরে বিতস্তার পুণ্য

---

* "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" মধ্যে "পঞ্চাশিকা" বিহ্লণকৃত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহার রচনার সহিত বিক্রমাঙ্ক-চরিত কাব্যের রচনার কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য নাই। বিশেষতঃ ভোজদেব "সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে" "পঞ্চাশিকা" হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে বিক্রমাঙ্ক-চরিতের একটী শ্লোকও উদ্ধৃত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চোর-কবিকৃত "পঞ্চাশিকা" তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বিহ্লণ তাঁহার পরবর্ত্তী কবি, এজন্য তাঁহার গ্রন্থের উদাহরণ "সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে" প্রদত্ত হয় নাই।

সলিলের মনোহারিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। কাশ্মীর ললনাগণ ভূবিদ্যাধরী বলিয়া বিখ্যাত এবং তাঁহারা সংস্কৃতভাষায় মাতৃ-ভাষার ন্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। যথা—

"यत्र स्त्रीणामपि किमपरं जन्मभाषेव देव ।
प्रत्यावासं विलसति वचः संस्कृतं प्राकृतञ्च ॥"

পুনরায় কবি কাশ্মীর-রমণীসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"दृष्ट्वा यस्मिन्नभिनयकलाकौशलं नाटकेषु
पौरस्त्रीणां मदनकलयासक्तदन्ताङ्कहासम् ।
रम्भा लज्जां भजति लभते चित्रलेखा न रेखाम्
नूनं नाथे भवति च चिरं नोर्व्वशी गर्व्वशीला ॥"

অর্থাৎ যে কাশ্মীর-ফুল্লাক্ষীদিগের অঙ্গভঙ্গী দেখিলে রম্ভা লুক্কায়িত হন, চিত্রলেখার রেখাও থাকে না, উর্ব্বশীর গর্ব্বও খর্ব্ব হয়।

তিনি কাশ্মীরীয় কাব্যের অত্যন্ত সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন "যে স্থান হইতে প্রকৃতি-সুন্দর কাব্য ও কুঙ্কুম উৎপন্ন হইয়া জগতের বল্লভ ও দুর্লভ হইয়া আছে।" যথা—

"काव्यं येभ्यः प्रकृति-सुभगं निर्गतं कुङ्कुमञ्च ।
—उत्कर्षाद्भवति जगतां वल्लभं दुर्लभञ्च ॥"

কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ সৌধনিচয়ের মধ্যে ভট্টারক মঠ, হলধর-নির্ম্মিত অগ্রহার, ক্ষেম-গৌরীশ্বরের মন্দির, সংগ্রাম-ক্ষেত্র মঠ,

রাজ-প্রাসাদ প্রভৃতির এই সর্গে উল্লেখ আছে। বিহ্লণ, গ্রন্থের বর্ণনা করিয়া তাঁহার সমসাময়িক কাশ্মীরাধিপতিগণের বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথমে কাশ্মীরের রাজা অনন্তদেবের বিবরণ লিখিয়াছেন। অনন্তদেব রামবংশীয়। তিনি অসীম পরাক্রমপ্রভাবে দরদ ও শকগণকে দমন করিয়া গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন এবং চম্পা, দর্ভভিসর, (বিদর্ভসর) ও ত্রিগর্ত্তে স্বীয় শাসন-প্রণালী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজ্ঞীর নাম সুভট। ইনি অতিপুণ্যশীলা ছিলেন। তাঁহার দ্বারা একটী বিদ্যালয় ও বিতস্তার তীরে শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজ্ঞী-ভ্রাতা লোহরাখণ্ডল বা ক্ষিতিপতি ক্ষত্রিয় মধ্যে অতি তেজস্বী এবং ভোজের ন্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদা বৈষ্ণবগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন।

নৃপতি অনন্ত দেবের ঔরসে ও রাজ্ঞী সুভটের গর্ভে কলশরাজ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৌর্য্যবীর্য্যশালী নৃপতি ছিলেন এবং জয়পীড়ের ন্যায় কাশ্মীর-মণ্ডলে খ্যাত হইয়া কুরুক্ষেত্র পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার হর্ষ, উৎকর্ষ ও বিজয়মল্ল নামক নানাগুণ-সম্পন্ন তিন পুত্র হইয়াছিল। তাহার মধ্যে হর্ষদেব বীরত্বে পিতার সদৃশ এবং কবিত্বে শ্রীহর্ষকেও পরাভব করিয়াছিলেন। যথা—

"শ্রীহর্ষাদপ্যধিককবিতোৎকর্ষবান্ হর্ষদেবঃ।"

তাঁহার ভ্রাতা উৎকর্ষদেব ক্ষিতিপতির লোহার রাজ্য স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করিয়া, দুরন্ত ম্লেচ্ছরাজগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই প্রবরপুরের রাজসিংহাসনে আসীন ছিলেন। এইরূপ কাশ্মীর-রাজগণের বিষয় বর্ণন বিহ্লণ আপনার বংশ বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়া-করিয়াছেন, প্রবরপুরের দুই ক্রোশ দূরে 'জয়বন' নামে এক স্থান আছে। এস্থানে নাগরাজ তক্ষকের এক কুণ্ড ছিল। তৎসন্নিকটে 'খোনমুখ' নামক গ্রাম আছে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কুঙ্কুম ও দ্রাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গ্রামে কৌশিক গোত্রে মুক্তিকলশ নামক এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজ-কলশ জগৎমান্ত মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য ছাত্র ছিল। ইহাঁর স্ত্রীর নাম নাগদেবী, তাঁহারই গর্ভে বিহ্লণের জন্ম হয়। বিহ্লণদেব বেদ, বেদাঙ্গ, শব্দ-শাস্ত্র ও সাহিত্যে বিশেষরূপে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বিদ্যা সম্বন্ধে এইরূপ দর্প প্রকাশ করিয়াছেন—

"साङ्गो वेदः फणिपतिकृता शब्दशास्त्रे विचारः।
प्राणा यस्य श्रवणसुभगा सा च साहित्यविद्या॥
को वा शक्तः परिगणयितुं श्रूयतां तत्त्वमेतत्।
प्रज्ञादर्शे किमिति विमले नान्यसंक्रान्तमासीत्॥"

বিহ্লণ বিদ্যাশিক্ষার পর নানাদেশ পরিভ্রমণ করত বহু

দর্শন লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যুবকগণ যেরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গ্রীস, ইটালী ও সুইজরলণ্ড পরিভ্রমণ করত প্রাচীন কীর্ত্তি তথা স্বভাবের মনোজ্ঞ শোভা সন্দর্শনে, মনকে উন্নত করিতে চেষ্টা করেন, এতদ্দেশেও পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যার গৌরববৃদ্ধি জন্য নানা রাজ্য পরিভ্রমণ করিতেন ও বিবিধ জনপদের আচার ব্যবহার অবগত হইয়া বহুদর্শন লাভ করিতেন। শ্রীহর্ষচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায়, কবিবর বাণভট্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি হইয়াও কেবল বহুজ্ঞতা লাভের জন্য বিদ্যাশিক্ষার পর নানা রাজ্য ও অনেক রাজ-সভায় গমন করিয়াছিলেন। বিহ্লণ সেইরূপ আপনার হৃদয়কে উন্নত করিবার মানসে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে মথুরা, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ ও বারাণসী গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার কর্ণরাজের সহিত সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁহার রাজ-সভায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া সভাপণ্ডিত গঙ্গাধরকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কর্ণরাজার আশ্রয়ে থাকিয়াই তিনি 'রামস্তুতি' গ্রন্থ রচনা করেন এবং এইখানিই তাঁহার প্রথম রচনা-কুসুম।

বিহ্লণ কর্ণরাজের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ধারাধিপ ভোজরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ তাঁহার মানস সফল হয় নাই। এই ভোজ সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ-প্রণেতা ভোজরাজ

নহেন, তিনি বিহ্লণের অনেক পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বিহ্লণ অনিহীলবারাপত্তনে গমন করিয়া তথাকার লোকদিগের আচার ব্যবহার ও ভাষার বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। তিনি সোমনাথপত্তনে গমন করিয়া ভক্তিসহকারে মহাদেবের মূর্ত্তি উপাসনা করিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে কতিপয় নিকটবর্ত্তী গ্রাম সন্দর্শন করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থে গমন করেন। এইরূপে ভারতবর্ষের অনেক প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বিক্রমের রাজধানী কল্যাণ নগরে আগমন করিয়াছিলেন, এবং এইখানে থাকিয়াই তাঁহার বিদ্যার গরিমা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কল্যাণ-রাজধানীতে ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে তাঁহার জীবনের শেষকাল অতিবাহিত হয়। চৌলুক্যরাজ ত্রিভুবনমল্লদেব বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে 'বিদ্যাপতি' খ্যাতি প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—

"चौलुक्येन्द्रादलभत कृती योऽत्र विद्यापतित्वम्।"

এই নৃপতিই পুনরায় 'পার্মাড়ি' নামে রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত হইয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে বিহ্লণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"काश्मीरेभ्यो विनिर्य्यान्तं राज्ये कलशभूपतेः।
विद्यापतिं यं कर्ण्णाटश्चक्रे पार्म्माडिभूपतिः॥
प्रसर्पतः करटिभिः कर्ण्णाटकटकान्तरम्।
राज्ञोऽग्रे ददृशे तुङ्गं यस्यैवातपवारणम्॥"

त्यागिनं हर्षदेवं च स्रुत्वा सुकविबान्धवं।
बिल्हणो वञ्चना मेने विभूतिं तावतीमपि ॥"

অর্থাৎ কলশরাজের রাজ্যে গমনার্থ কাশ্মীর হইতে নির্গত হইলে, কর্ণাট পার্মাড়িরাজ যাঁহাকে বিদ্যাপতি করিয়াছিলেন; কর্ণাট সৈন্যের মধ্যে গমনকারী রাজার সম্মুখে যাহার আতপত্র দৃষ্ট হইয়াছিল; সেই বিহ্লণ কবিবান্ধব হর্ষদেবকে ত্যাগধর্ম্মী শ্রবণ করিয়া আপনার তাবৎ ঐশ্বর্য্যকে বিড়ম্বনা মনে করিলেন।

ত্রিভুবন-মল্লদেব কল্যাণের সিংহাসনে ১০৭৬ হইতে ১১২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উপবিষ্ট ছিলেন, সুতরাং বিহ্লণও এই সময় মধ্যে ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিলেন, স্থির হইতেছে। পুনরায় বিহ্লণ স্বয়ং লিখিয়াছেন, "কাশ্মীরাধিপতি অনন্ত ও কলশ উভয়েই তাঁহার সমসাময়িক।"

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, "অনন্ত ৩৫ বৎসর রাজ্য করিয়া তাঁহার পুত্র কলশকে রাজ্যাভিষিক্ত করত তাঁহার সহিত একযোগে পুনরায় পঞ্চদশ বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন; তৎপরে কলশের অসচ্চরিত্রতা প্রযুক্ত বিরক্ত হইয়া দুই বৎসর ৬ মাস বিজয়-ক্ষেত্রে বাস করেন। অবশেষে নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া আত্মহত্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যু-সম্বাদে সূর্য্যমতী বা সুভট জলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করত বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।" জেনেরেল কনিংহাম

সাহেব কহেন, "১০৮০ খৃষ্টাব্দে অনন্তদেব আত্মহত্যা সম্পাদন করেন এবং তাঁহার পুত্র কলশরাজ ১০৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।"

বিদ্যাপতি বিহ্লণ তাঁহার আশ্রয়-পাদপ চালুক্য-বংশীয় কর্ণাট-রাজের (বিক্রম) সন্তোষের জন্য তচ্চরিত্র "বিক্রমাঙ্ক-দেব চরিত" রচনা করিয়াছিলেন যথা—

"तेन प्रीत्यै विरचितमिदं काव्यमव्याजकान्तं।
कर्णाटेन्दोर्जगति विदुषां कण्ठभूषात्वमेतु ॥"

পণ্ডিতবর বুলার সাহেব অনুমান করেন, এই কাব্য ১০৮৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে বিহ্লণের প্রাচীন বয়সে এই কাব্য লিখিত হয়।

বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত কাব্যের প্রথম সর্গে চালুক্য বা চৌলুক্য বংশের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে; তাহাতে লিখিত আছে, "ব্রহ্মার চুলুক অর্থাৎ আচমনীয় জল-গণ্ডুষ হইতে এক বীরপুরুষ জন্মিয়াছিলেন। দেবতার হিতের জন্যই ব্রহ্মা ইহাঁকে সৃজন করেন।" যথা—

"अथाविरासीत् सुभटस्त्रिलोकत्राणप्रवीणश्चुलुकात् विधातुः।"

ক্রমে ইহাঁর বংশ-পরম্পরা পৃথিবীতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই বংশে হারীত প্রভৃতি মাহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন।

তৎপরে মালব্য। ইনি অসাধারণ রাজা ছিলেন। তাঁহার নাগরখণ্ডে (গুজরাট) রাজধানী ছিল। যথা—

"चक्रे पदं नागरखण्डचुम्बि पुगद्रुमायां दिशि दक्षिणस्याम् ।"

ক্রমে মালব্যের অধস্তন বংশে শ্রীতৈলপ জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই চালুক্যচন্দ্র। এতৎপরে ইহাঁর সর্ব্ববিজয়-রাজসিংহাসনে জয়সিংহদেব উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র আহবমল্লদেব, তাঁহার অপর নাম ত্রৈলোক্যমল্লদেব। কবিরা ইহাঁকে দ্বিতীয় "রাম" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইনি মহিষীর সহিত পুত্র-কামনায় তপস্যা করিয়াছিলেন। একদিন দৈব-বাণী হইল—"চৌলুক্য-রাজ! আর শ্রম করিতে হইবে না, কর্ক তপস্যা পরিত্যাগ কর, অচিরে পুত্রমুখ দেখিতে পাইবে।" তৎপরে তাঁহার পুত্র জন্মিল। ইহার নাম সোমদেব রাখিলেন। কিছু কাল পরে দ্বিতীয় পুত্র জন্মিলে, তাঁহার নাম বিক্রমদেব রাখিলেন। বালককালেই ইহাঁর শৌর্য্য সন্দর্শনে, রাজা ও পুরোহিত তাঁহার বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমাঙ্ক নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাঁর বিষয়ই বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য অষ্টাদশ সর্গে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথমসর্গে বিক্রমের বংশ—দ্বিতীয়ে জন্মাদি—তৃতীয়ে দিগ্বিজয় ও যৌবরাজ্য ইত্যাদি ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যে নৈষধের ন্যায় পদবিন্যাস দৃষ্ট হয় এবং ইহার আদ্যোপান্ত রচনায় গ্রন্থকার বিলক্ষণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা বৈদর্ভী রীতিতে রচিত।

"শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" মধ্যে বিক্রমাঙ্কদেবচরিত হইতে প্রমাণ

উদ্ধৃত হইয়াছে। অধ্যাপক আফ্রেক্ট কহেন, শার্ঙ্গধর চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিদ্যাপতি বিহ্লণের কালিদাসের ন্যায় সহৃদয়তা ছিল না; তিনি আপনার কবিত্ব সম্বন্ধে অনেক গর্ব্বোক্তি করিয়াছেন। যথা—

"सहस्रशः सन्तु विशारदानां वैदर्भलीलानिधयः प्रबन्धाः।
तथापि वैचित्र्यरहस्यलुब्धाः श्रद्धां विधास्यन्ति सचेतसोऽत्र॥"

অর্থাৎ যদিও নিপুণ ব্যক্তিদিগের বৈদর্ভ (রীতি বিশেষ) লীলার নিধি স্বরূপ অনেক প্রবন্ধ আছে, তাহা থাকিলেও যাঁহাদের চিত্ত আছে এবং যাঁহারা রহস্যলুব্ধ, তাঁহাদিগকে আমার এই গ্রন্থে অবশ্য শ্রদ্ধা করিতে হইবে। পুনরায় লিখিয়াছেন—

"रसध्वनेरध्वनि ये चरन्ति संक्रान्तवक्रोक्तिरहस्यमुद्राः।
तेऽस्मत्प्रबन्धानवधारयन्तु कुर्वन्तु शेषाः शुकवाक्यपाठम्॥"

অর্থাৎ যাঁহারা রস ও ভাবরূপ পথে বিচরণ করেন, বক্রোক্তির রহস্যোদ্ভেদ করিতে পটু, তাঁহারাই আমার প্রবন্ধ ধারণ করিবেন, তদ্ভিন্ন ব্যক্তিরা শুকপক্ষীর ন্যায় পাঠমাত্র করিবে। ইত্যাদি।

বিহ্লণ "বিক্রমাঙ্কদেবচরিত" ও "রামস্তুতি" রচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক আফ্রেক্ট কহেন, ইহা ভিন্ন তিনি একখানি অলঙ্কার গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

আর্য্যসম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার।

"Then we have the great Hindu race, originally members of that primeval family who called themselves Arya or noble,—"

Professor MONIER WILLIAMS.

——"सुदानव आर्य्या व्रता विसृजंतो अधि क्षमि"

ঋগ্বেদ সংহিতা।

আর্য্যসম্প্রদায়ের

আচারব্যবহার।

বেদ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে পুরাকালের আর্য্যগণের আচার ব্যবহার কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেজন্য অদ্য তাহা বিশেষ-রূপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। একটী প্রবন্ধেই এই গুরুতর বিষয় শেষ না করিয়া, এতৎ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিতে ইচ্ছা আছে।

আর্য্য শব্দ যে জাতিবাচক, তাহার প্রমাণ কোন প্রাচীন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে "**আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্যহিমালয়য়োঃ।**" এই অমরসিংহোক্ত বাক্যে যে 'আর্য্যা-বর্ত্ত' শব্দ আছে, উহার অর্থ 'আর্য্যদিগের আবাসভূমি' কিন্তু এতদ্দ্বারা আর্য্যনামক জাতির অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। সাধারণতঃ আর্য্য শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর কৃষ্ণ সাঙ্খ্যসপ্ততির শেষে লিখিয়াছেন "**আর্য্যমতিভিঃ।**" বাচস্পতি ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন "**আরাজ্জাতাস্তত্ত্বেভ্য ইত্যার্য্যাঃ। আর্য্যা মতির্যস্য স আর্য্যমতিঃ।**" আর্য্যমতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ বা তত্ত্বনিচয়ের নিকটবর্ত্তী শ্রেষ্ঠবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি। বাচস্পতি মতে 'আরাৎ' শব্দের

উত্তর 'য' প্রত্যয় এবং পৃষোদরাৎ নিয়মে আর্য্যশব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে ঈরাণ হইতে আর্য্যগণের প্রথম আগমন উল্লেখ করিয়াছেন, উল্লিখিত ব্যুৎপত্তির দ্বারা কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তথা হইতে তাঁহাদিগের আগমনবার্ত্তা কোন হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বর্ত্তমান হিন্দুদিগের আদিপুরুষেরা উত্তর কুরুতে ছিল। সেই উত্তর কুরু যে কোথায় ছিল তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহাভারতীয় বনপর্ব্বে লিখিত আছে, যখন পাণ্ডু রাজা পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেন যে "উত্তর কুরুতে অদ্যাপি স্ত্রীজাতি অনাবৃত আছে।" ইহাতে এস্থান ভারতবর্ষের অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতেছে না। বোধ হয়, মধ্য এসিয়ায় কোন স্থান কুরুদেশ নামে খ্যাত ছিল। ইহা ঈরাণ হইলেও হইতে পারে। মহাভারতের একস্থানে "ঈরিণ" শব্দের উল্লেখ আছে। বালুকাময় প্রদেশের নাম ঈরিণ, ইহাই তাহার অর্থ। যথা— "**ইরিণে নির্জ্জলে দেশে**" [বনপর্ব্ব]। তদ্ভিন্ন 'ঈরামা' নামক এক দেশের উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রথমোক্ত 'ঈরিণ' দেশই ঈরাণ বলিয়া বোধ হইতেছে। এই বালুকাময় জলশূন্য 'ঈরিণ' বা ঈরাণ হইতেই আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন, ইহা অসম্ভব অনুমান নহে।

রাজতরঙ্গিণীলেখক কহ্লণ পণ্ডিত বলেন, জলপ্লাবনের পর সর্ব্বাগ্রে কাশ্মীরদেশ প্রকাশ পাইয়াছিল "**निर्म्मे नन्वस्यां भूमौ काश्मीरा इति मण्डलम्।**" ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, কাশ্মীরদেশ যদি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল, তবে কাশ্মীর প্রদেশ বা তাহার উত্তরাংশই মনুষ্যোৎপত্তির আদি-ভূমি; সম্ভবতঃ হিন্দুদিগেরও আদিভূমি, পশ্চাৎ তথা হইতে দিগ্‌দিগন্তে বাস হইয়াছে। কিন্তু একথা যুক্তিসঙ্গত নহে, কেন না কহ্লণমিশ্র পৌরাণিক জলপ্লাবনের বিষয় বিশ্বাস করিয়া কাশ্মীরের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন; সুতরাং তাহাতে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যলাভের সম্ভাবনা নাই।

আর্য্যগণ কৃষিকার্য্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা কৃষির উন্নতি-মানসে মধ্য এসিয়ার বালুকাময় ভূমি পরিত্যাগ করেন। পুত্র কলত্র গো মহিষ ও মেষপাল সঙ্গে ভারতবর্ষের উর্ব্বর ভূমিতে পদার্পণ করেন, তাঁহাদিগের চিরনীহারাবৃত হিমালয়ের শৃঙ্গ-দর্শনে হৃদয় উন্নত ও সরস্বতীর সলিল স্পর্শে শরীর পবিত্র হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারাই পৃথিবীর আদি কবি হইয়া গভীরস্বরে সোম, আদিত্য, উষা, পূষা, অগ্নিপ্রভৃতির স্তুতি-গান করিয়া অসভ্য বর্ব্বর জাতিকে স্পন্দরহিত করিয়াছিলেন। সে সময় আর্য্যগণ দেবতাপ্রিয় ও দস্যুগণের শাস্তিদাতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সোমরসপায়ী আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহ-গণের বেদধ্বনিতে ভারতভূমি পবিত্র হইয়া উঠিল এবং

সভ্যতার বীজ অঙ্কুরিত হইলে ভারতবর্ষ ক্রমে রজতবিনিন্দিত শুভ্রকান্তি ধারণ করিল। এই সময়েই ভারতবর্ষের আদি সভ্যতার মূলভিত্তি গ্রথিত হয়।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষ আগমনের পূর্ব্বে অগ্নি-উপাসক ছিলেন এবং এখানে আসিয়াও তাঁহাদিগের ভ্রাতা "আতস্ পরস্ত" (পার্সী) গণের ন্যায় অগ্নি উপাসনা করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই, এজন্যই বেদে তাঁহারা অগ্নির এইরূপ উপাসনা করিয়াছেন—"**अग्निः पूर्व्वेभिरृषिभिरीड्यो नूतनैरुत**" "**अग्निं दूतं वृणीमहे**" "**नाभिरग्निःपृथिव्याः**" ইত্যাদি।

আর্য্যদিগের লিখিবার এবং ক্রিয়াকাণ্ড করিবার ও শাস্ত্র নির্ম্মাণের ভাষা সংস্কৃত, তদ্ভিন্ন সর্ব্বদা ব্যবহার ও গৃহকর্ম্ম করিবার ভাষা ভিন্ন ছিল বলিয়া অনুমান হয়। এই অনুমান "**नापभाषितवै न म्लेच्छितवै**"—"**नायज्ञीयां वाचं वदेत्**" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা নিঃসংশয়িত হইতেছে। ইহার অর্থ এই যে যজ্ঞকার্য্যে অপভ্রংশ বা ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার করিবেক না। যজ্ঞকালে যদি অযজ্ঞীয় অর্থাৎ অপভাষা বা চলিত ভাষা দৈবাৎ মুখ হইতে নির্গত হয়, তবে সেই অযজ্ঞীয় বাক্যব্যয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে তাঁহাদের অন্য একপ্রকার ভাষা ছিল।

বৈদিক কালে আর্য্যগণ বিবিধপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। তাহাতে সুরা ও নানাবিধ গ্রাম্য ও বন্য পশুর

মাংস প্রদত্ত হইত। এমন কি পাঠকবর্গ শুনিয়া এককালে হতবুদ্ধি হইবেন, যে কোন কোন যজ্ঞে পুরুষ অর্থাৎ নরমাংস পর্য্যন্ত দেবতার উদ্দেশে প্রদান করা হইত। এই রোমহর্ষণ ব্যাপার কেবল শুক্লযজুর্ব্বেদের মাধ্যনিন্দিনী শাখায় বর্ণিত আছে। এই যজ্ঞে পুরুষ, অশ্ব, গো, অজ ও মেষ এই পঞ্চ পশুর মুণ্ড গৃহীত হইত। পুরুষ-শির সম্বন্ধে যথা—

"আদিত্যং গর্ভং পয়সা সমঙ্‌ধি সহস্রস্য প্রতিমাং বিশ্বরূপম্‌।
পরিবৃঙ্‌ধি হরসামাভিমংস্থাঃ শতায়ুষং কৃণুহি চীয়মান।"

("পূর্ব্ব মন্ত্রে* গৃহীত পুরুষশির এই মন্ত্রে উখার মধ্যে উপধান করিবেক।")

চয়নকার্য্যে ব্যবহ্রীয়মান;—"হে পুরুষ! তুমি আদিত্যবৎ তেজস্বী, সহস্রপোষী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এই যজমান পুরুষকে অমৃতে সিঞ্চিত কর, তেজে পরিবর্দ্ধিত কর; তোমার শিরোগ্রহণ করা হইয়াছে, ইহাতে জাতক্রোধ হইও না। প্রত্যুত যজমানকে শতায়ু কর।"†

পুনশ্চ—"হে সহস্রাক্ষ হে অগ্নে! তুমি এই যজ্ঞে চীয়মান, দ্বিপদ পশুর এই মুণ্ড নষ্ট করিও না।"—‡

এতাদৃশ ভয়াবহ যজ্ঞ বৈদিক কালেই লোপ হইয়াছিল।

---

* ৪০ কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে।

† যজুর্ব্বেদ সংহিতা। মাধ্যন্দিনীশাখা ৪১ কণ্ডিকা। ১৩ অধ্যায়। পণ্ডিতবর সত্যব্রতী সামশ্রমী মহোদয় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

‡ ঐ অনুবাদ।

মধ্যকালের আচার্য্যগণ কৃত্রিম পুরুষমুণ্ড যজ্ঞে স্থাপন করিতে বিধি দিয়াছেন।

পূর্ব্বে আর্য্যগণের পশু ও শস্যই প্রধান ধনমধ্যে পরিগণিত হইত। "**পশুকামঃ পুত্রকামো ভার্য্যাকামঃ**" ইত্যাদি ব্রাহ্মণ-বাক্যগত বিধি দৃষ্টে বোধ হয়, যে পশু, পুত্র, ভার্য্যা আর্য্যদিগের প্রধান ধন ছিল। এই জন্যই তাঁহারা এ সকল লাভের নিমিত্ত কামনা পূর্ব্বক "পশ্বেষ্টি" "পুত্রেষ্টি" প্রভৃতি যাগ করিতেন। "**বৃষ্টিকামঃ কারীর্য্যা যজেত**" এই বিধিদৃষ্টে বোধ হয়, তাঁহাদের কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর ছিল, তন্নিমিত্তই তাঁহারা সর্ব্বদা কারীরী নামক যাগ করিতেন। তৎকালে প্রধান শস্য যব, ব্রীহি, গোধূম, তিল, মাসকলাই। এ সকল কৃষ্টপচ্য শস্য, ইহা ভিন্ন অকৃষ্টপচ্য স্বচ্ছন্দজাত শস্যও ছিল। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, নবনীত বেদবাক্যে এসকলেরও উল্লেখ দেখা যায়, যথা— "**আবিস্বদ্‌ব্যামীক্ষাঃ**" "**দধিক্রাব্ণোঽকারিষং**" "**ঘৃতবতী ভুবনানি বিশ্বা**।" ইহা ভিন্ন বৈদিক সময়ের আর্য্যগণ নানাবিধ গ্রাম্য ফল ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা ফলমূল ভিন্ন গো, অশ্ব, অজ, মেষ, মৃগ প্রভৃতি পশুর মাংস ভক্ষণ করিতেন। তাঁহাদের নিকট গোমাংস অতি উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইত। গোভিল, "**নৈষ্ঠা তদ্ধং অষ্টম্যাং গৌঃ**" এই সূত্রে গোমাংসের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে, যে বৈদিক কালে গোমাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করা হইত

এবং ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধান্তে তাহাই আহার করিতেন। মহাভারতেও গোমাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করা ও তদ্ভক্ষণের বিশেষ উল্লেখ আছে। ভট্ট ভবভূতি উত্তর রামচরিতের চতুর্থ অঙ্কে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"सौधातकि। हुं वसिट्ठो!

भाण्डायन। अथ किम्।

सौधा। म-ए उण जाणिदं, वग्घो वा विओ वा एसो-त्ति।

भाण्डा। आः किमुक्तं भवति?

सौधा। जेण परावडिदेण-ज्जेव सा वराइआ कल्लाणिआ मडमडाइदा।

भाण्डा। समांसो मधुपर्क इत्याम्नायं बहुमन्यमानाः श्रोत्रियाय-अभ्यागताय वत्सतरीं महोक्षम्वा महाजम्वा निर्वपन्ति गृहमेधिनः, तं हि धर्म्मसूत्रकाराः समामनन्ति।"

(অর্থ)

"সৌধাতকি। অ্যাঁ! বশিষ্ঠ!

ভাণ্ডায়ন। হাঁ।

সৌধা। তাই হোক্ বাবা! আমি মনে করেছিলাম বুঝি একটা বাঘ বা বৃক এসেছে।

ভাণ্ডা। আঃ! কি পাগলের মত বকিস্।

সৌধা। কেন ভাই! ঐ ব্যাটা আস্‌বামাত্রই ঐ ব্যাচারি গাভিটীর ঘাড় মটকান হলো।

ভাণ্ডা। 'সমাংস মধুপর্ক করিবে' গৃহস্থেরা এই বেদ-বাক্যটী বহুজ্ঞান করিয়া শ্রোত্রিয় অতিথিকে মহাবৃষ কিম্বা মহামেষ বধ করিয়া প্রদান করে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরাও এইরূপ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।" *

চরক, সুশ্রুত, প্রভৃতি প্রাচীন বৈদ্যকাচার্য্যদিগকেও রোগ বিশেষে গোমাংস ভক্ষণের দোষাদোষ বর্ণনা করিতে দেখা যায়। যথা—

"गव्यं केवल वातेषु पीनसे विषमज्वरे ।
शुष्ककास्यश्रमात्यग्नि मांसक्षयहितञ्च तत् ॥"

[অন্নপানবিধি-অধ্যায়]

গর্ব্ভাবস্থায় কিরূপ ভোজন হিতকর ইহার নির্ণয় করিতে গিয়া সুশ্রুত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, গর্ব্ভিণীকে গোমাংস ভক্ষণ করাইলে তদ্গর্ব্ভের পুত্র বলিষ্ঠ ও শ্রমসহশীল হয়; যথা—

"गवां मांसे च बलिनं सर्व्वक्लेश-सहं तथा ।"

"तक्रसिद्धा यवागूः स्याद्घृतव्यापद्विनाशिनी ।
तैलव्यापदि शस्ता तक्रपिण्याकसाधिता ।
गव्यमांसरसे साम्ला विषमज्वरनाशिनी ॥"

চরক সংহিতা।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৎস্য, হরিণ, মেষ, পক্ষী, ছাগ, চিত্রমৃগ,

* উত্তররামচরিত নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ মজুমদারের প্রার্থনায় পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

বহুশৃঙ্গমৃগ, বরাহ, শশক, মাংসদ্বারা যথাক্রমে শ্রাদ্ধ করিতে বিধি দিয়াছেন, যথা—

"মাৎস্যে হারিণে মৌরভ্রে শাকুনিচ্ছাগপার্ষতৈঃ।
ঐণ রৌরব বারাহ শাশৈর্মাংসৈর্যথাক্রমম্॥"

রামায়ণে লিখিত আছে "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।) এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, সজারু, গোসাপ, কচ্ছপও হিন্দুদিগের খাদ্য ছিল। মহাভারতের মতে সকল প্রকার আরণ্যপশু ভক্ষ্য; যথা—

আরণ্যাঃ সর্ব্বদৈবত্যাঃ প্রোক্ষিতা সর্ব্বশোমৃগাঃ।
অগস্ত্যেন পুরা রাজন্ মৃগয়া যেন পূজ্যতে॥

আর্য্যগণ, শূকর, কুক্কুট প্রভৃতি আরণ্য হইলে শুদ্ধ বলিয়া আহার করিতেন শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে পিতৃলোককে মাংস দিয়া যিনি তাহা ভক্ষণ না করিতেন, তিনি নিন্দনীয় হইতেন যথা—

"নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ।
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্॥"

(মনুসংহিতা।)

পূর্ব্বে কেহ স্ত্রীপশু যজ্ঞে বধ করিত না বা খাইত না, যথা—

"অবধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ং প্রাহুঃ তির্য্যগ্যোনিগতেষ্বপি"

(হরিবংশ ও ব্রহ্মপুরাণ।)

মনু বলেন "**देवान् पितॄंश्चार्चयित्वा खादन्मांसं न दुष्यति**" দেবতা ও পিতৃলোকের অর্চ্চনার অবসানে তৎপ্রসাদ স্বরূপ মাংস ভক্ষণ করিলে দোষ হয় না। এতাবতা ইহা বুঝিতে হইবে যে, মনুর সময়ে যজ্ঞকার্য্য ভিন্ন বৃথামাংস ভক্ষণ দোষাবহ হইয়া উঠিয়াছিল। মনুসংহিতায় বেদবিহিত পশুহিংসা, অহিংসা বলিয়া উক্ত হইয়াছে; যথা—

"**या वेद विहिता हिंसा नियतास्मिंश्चराचरे।**
अहिंसामेव तां विद्याद्वेदाद्धर्म्मो हि निर्ब्बभौ॥"

মাংস ভক্ষণের প্রাবল্য হেতুই "**मा हिंस्यात्सर्व्वं भूतानि**" শ্রুতি প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার পর হইতেই পুরাণ, স্মৃতি, সর্ব্বত্র মাংসত্যাগের প্রশংসা বর্ণিত হইল, কেবল যাগ যজ্ঞে ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় মাংস প্রদানের নিয়ম থাকিল।

বৈদিক কালে আর্য্যগণ এক খণ্ড বস্ত্র পরিধান ও এক খণ্ড উত্তরীয় এবং উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া সজ্জিত হইতেন। যথা "**वस्त्राण्यायुक्तांपिने**" (ঋগ্বেদ)। ইহার পরেই আর্য্য-রমণীরা সূত্রনদ্ধ বস্ত্র অর্থাৎ 'ঘাগ্‌রা' পরিতে শিক্ষা করেন। ভাগবতের দশমে "**सूत्रनद्धं**" বলিয়া স্পষ্টতঃ ঘাগ্‌রার উল্লেখ আছে।

"**गोरधित्वचि**" এই ঋগ্বেদ বাক্যে প্রমাণ হইতেছে, যে জল বা রসাদি তরল পদার্থ রাখিবার আধার সমস্ত কাষ্ঠ বা বৃষচর্ম্মে নির্ম্মিত হইত। সে সময় সকলে চন্দন-দ্রব, মৃগনাভি, কুঙ্কুম সেবা এবং তদ্দ্বারা শরীরে অলকা তিলকা রচনা করিত।

ব্রাহ্মণেরা উষ্ণীষের কার্য্যকারী শিখা (বেড়ী) রাখিতেন, সর্ব্বদা উষ্ণীষ বাঁধিতেন না। ক্ষত্রিয়েরা 'জুল্পি' (কাকপক্ষ) রাখিত এবং সধবা স্ত্রীলোকেরা সমস্ত কেশ রক্ষা করিত। পুরুষেরা দাড়ি গোঁপ রাখিতেন। স্মৃতি সংগ্রহ ধৃত বচনে তাহার প্রশংসা দৃষ্ট হয়। যথা—"**केश श्मश्रु धारयन्तां अग्र्या भवन्ति सन्ततिः।**" অনুপদীন অর্থাৎ বুটজুতা (চর্ম্মনির্ম্মিত) পূর্ব্বে ব্যবহার হইত। যথা—"**सोपानत्कः सदा व्रजेत्**" (মনু)। ঋগ্বেদ মধ্যে অশ্ব ও রথের অনেক স্থলে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"**हयः स्वश्वोऽजरो योऽस्ति**" "**यो वामश्विन मनसो जवीयानयः स्वश्वो विश आजि गाति।**" "**नकिः स्वश्वः**" "**मां नरः स्वश्वा वाजयन्तः**" "**स्वश्वो यो अभीमन्यमानः**" "**रश्मिं देव यजसे स्वश्वः**" "**स्वश्वासः**" "**स्वश्वोअमे**" ইত্যাদি এতদ্ভিন্ন বৈদিক কালে সমুদ্রগামী নৌকা ছিল। যথা—"**वेदा यो वीनां पदमन्तरीक्षेण पततां वेद नावः समुद्रियः**" (ঋগ্বেদ) অর্থাৎ যে বরুণ সমুদ্রে অবস্থান করতঃ তত্র প্রচরমান নৌকার গতি অবগত আছেন ইত্যাদি। পূর্ব্বে রাজগণ সুসজ্জিত হস্তীতে আরোহণ করিতেন, তাহারও উল্লেখ বেদ-মধ্যে আছে। নিষ্ক নামক এক প্রকার সুবর্ণ মুদ্রার বিষয় ঋগ্বেদ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হইত, সুতরাং উহা মুদ্রা। বীরবেশধারী রুদ্র তীর, ধনুঃ ও সমুজ্জ্বল নিষ্কের মালা পরিধান করতঃ সুসজ্জিত হইয়া আছেন কল্পনা করিয়া ঋষিগণ এইরূপ স্তব করিয়াছেন—

"अर्हन्बि भर्षि सायकानि धन्वार्हन्निष्कं यजतं विश्वरूपम्।
अर्हन्निदं दयसे विश्वमभ्वं न वा ओजीयोरुद्र त्वदस्ति॥"

(ঋগ্বেদ)

এই সূক্ত পাঠে অনুমান হয়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয়গণ যেরূপ স্বতন্ত্র খণ্ড খণ্ড মোহরের মালা গাঁথিয়া গলদেশে পরিধান করে, সেইমত বৈদিক কালের আর্য্যগণ নিষ্কের মালা গ্রন্থন করিয়া পরিধান করিতেন। পাণিনিসূত্রে নিষ্ক ও দীনার নামক প্রাচীন সুবর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে। মনু শতমান নামক রজতমুদ্রার বিষয় লিখিয়াছেন। এই শতমান সুবর্ণনির্ম্মিতও হইত; যথা—"**हिरण्यम्, सुवर्णम् शतमानम्**" (শতপথ ব্রাহ্মণ।) সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা ভিন্ন পূর্ব্বে তাম্র মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। তাহার নাম কার্ষাপণ। অতি পূর্ব্বকালে কাঁচের গ্লাস জল পানের জন্য ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে কাঁচের গ্লাসে জলপান করিলে প্রাচীনসম্প্রদায় একবারে নব্যগণের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। সুশ্রুত মুনি ইহার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা—

"**सौवर्णे राजते काचे कांस्ये मणिमये तथा।
पुष्पावतंसं भौमे वा सुगन्धि सलिलं पिबेत्॥**"

মহাভারতে "**अनावृताः स्त्रिया आसन्**" ইত্যাদি পাঠে

বোধ হয়, পূর্ব্বে বিবাহের নিয়ম ছিল না ও স্ত্রীলোক স্বাধীন-ভাবে অবস্থান করিত। বিবাহের নিয়ম শ্বেতকেতু নামা ঋষি-পুত্র হইতে সৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় "**জায়েবপত্যুরুশতী সুবাসা**" জায়া অর্থাৎ পত্নীরা স্বামীর মনোরঞ্জনার্থ বেশ-ভূষান্বিতা হইত, এবং পতির অনুগত হইয়া কার্য্যাচরণ করিত। এক্ষণে যেরূপ কামিনীগণ পিঞ্জরবদ্ধা বা অসূর্য্যম্পশ্যরূপা হইয়া আছে, বৈদিক কালে সেরূপ থাকিত না কিন্তু এক্ষণে যেমন স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রিয় "রিফারমার" মহোদয়গণ কুমারী রাজলক্ষ্মী দে, বা বসন্তকুমারী দত্তকে ইউরোপীয় বিবিগণের ন্যায় স্বাধীনতা প্রদান করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, সেমত স্বাধী-নতা পূর্ব্বকালে ভারতীয় যোষাবৃন্দকে কখনই প্রদত্ত হয় নাই। সে সময় তাহারা স্বামীর সহিত সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারিত। কিন্তু একাকিনী বা অন্য কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সহিত কোনস্থলে যাইতে পারিত না। রাজার স্ত্রীরা রাজাসনে বসিয়া স্বামীর সহিত রাজকার্য্য, ব্রাহ্মণের স্ত্রীরা স্বামীর সহিত যজ্ঞকার্য্য, এবং বৈশ্যের স্ত্রীরা স্বামীর সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিত। মনুও স্ত্রীগণকে পরাধীন বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

"**পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।**
পুত্রো রক্ষতি বার্দ্ধক্যে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥"

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে "**স্ত্রিয়ঃ কিমযথাধ্যন্তে গৃহ-পিঞ্জরকোকিলাঃ।**" ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, স্ত্রী-

লোকেরা পূর্ব্বকালেও অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকিতেন, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বা গুরুজনের অভিপ্রায় ভিন্ন বাহিরে আসিতে পারিতেন না।

শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের নিকট স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠন ধারণ করা পূর্ব্বকালের রীতি, আধুনিক নহে, যথা—

"শ্বশুরস্যায়নী যস্মাচ্ছিরঃ প্রচ্ছাদনক্রিয়া"

(গার্গ্যসংহিতা।)

"**পুরুষসূক্তে**" চারিবর্ণের উল্লেখ আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা ঋষিগণ, এই চতুর্বর্ণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে নিয়মবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে প্রাচীন স্মৃতি হইতে কতিপয় বিষয় নিম্নে গ্রহণ করিলাম।

পূর্ব্বকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে দশ দিনের দিন নামকরণ হইত। শর্ম্মা, বর্ম্মা, ঐশ্বর্য্যঘটিত, আর সেবাঘটিত উপাধি যোগ করিয়া যথাক্রমে জ্ঞানমঙ্গলাদি, বলবিক্রমাদি, ধনাদি ও নিন্দনীয় কার্য্যকারণবোধক নাম রাখা হইত। সে নাম শুনিলেই সে ব্যক্তি কোন জাতীয় তাহা জানা যাইত। যথা— শুভশর্ম্মা, বলশর্ম্মা, বসুভূতি, দীনদাস, ইত্যাদি। চারি বর্ণের আচার, বেশভূষা, খাদ্যনিয়ম, পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থার অধীন ছিল।

ক্ষুধা পাইলেই ভোজন করা প্রথমে ব্যবহার ছিল। তৎপরে দুই বারমাত্র আহার করিবার বিধি হয়—

"মুনিভির্দ্বিরশনং প্রোক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্ত্যবাসিনাম্।"

(কাত্যায়ন)

এক্ষণে আর্য্যগণের প্রাত্যহিক কার্য্যসম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। প্রত্যূষকালে শৌচপ্রস্রাবাদি সমাধা করিয়া দন্তধাবন পূর্ব্বক স্নান করিবেক। যথা—

"উষাকালে তু সম্প্রাপ্তে শৌচং কৃত্বা যথার্হতঃ।
ততঃ স্নানং প্রকুর্ব্বীত দন্তধাবনপূর্ব্বকম্॥

(দক্ষ)

প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করিবেক, যথা—"প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নিত্যং" স্নানের পর পবিত্র দ্রব্য সকল স্পর্শ করিবেক। যথা— "স্নানাদনন্তরং তাবদুপস্পর্শনমুচ্যতে" (দক্ষ) তৎপরে সন্ধ্যা-উপাসনা, তাহার পর হোম করিবে; যথা—"সন্ধ্যা-কর্ম্মাবসানেতু স্বয়ং হোমো বিধীয়তে" (দক্ষ) ইহার পর দেবপূজা করিয়া পুনশ্চ মাঙ্গল্য বস্তু দর্শন করিবেক; যথা—"দেবকার্য্যং ততঃ কৃত্বা গুরু মঙ্গলবীক্ষণম্" প্রাতঃকালের কার্য্য সমাধা করিয়া বেদাধ্যয়নাদি করিবেক; যথা—"দ্বিতীয়ে চৈব ভাগেতু বেদাভ্যাসো বিধীয়তে।" শিক্ষা করা ও দেওয়া যে কিছু লেখা পড়ার কার্য্য তাহা এই দ্বিতীয় ভাগে করা হইত। তৎপরে তৃতীয় ভাগে পোষ্যবর্গের এবং অর্থসাধন ঘটিত কার্য্য সমাধা করা হইত। যথা—

"তৃতীয়ে চৈব ভাগেতু পোষ্যবর্গার্থসাধনম্" পুনর্ব্বার চতুর্থ-

ভাগে অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে স্নানাদি করিবেক। যথা—"**চতুর্থে তু তথা ভাগে স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ**" পঞ্চম ভাগে অর্থাৎ আড়াই প্রহরের সময় দেব, পিতৃ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতিকে অন্নাদি খাদ্য দেওয়া হইত; যথা—

"**পঞ্চমেচ তথা ভাগে সম্বিভাগো যথার্হতঃ।**"

সকলকে আহার দিয়া গৃহস্থ শেষে ভোজন করিতেন। যথা— "**গৃহস্থঃ শেষভুক্ ভবেৎ**" (দক্ষ)।

ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ ইতিহাস পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনায় অতিবাহিত হইত। যথা—"**ইতিহাসপুরাণাদ্যৈঃ ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ।**" তাহার পর সূর্য্যাস্তকালে নির্জন অরণ্য কি নদীতীরে যাইয়া নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত উপাসনা করার বিধি দৃষ্ট হয়। তৎপরে দেড় প্রহর রাত্রির মধ্যে আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে হইত; যথা—

"**নিত্যমহনিশ তমশ্নিন্যাং সার্দ্ধমহরযামান্তর্**"

(কাত্যায়ন)

শ্রাদ্ধ করা মনুর সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ব্বে ছিল না। যথা— "**অথৈতন্মনুঃ শ্রাদ্ধশব্দং কর্ম্ম প্রোবাচ**" (আপস্তম্ব-ঋষি) অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নাদি দানের নাম শ্রাদ্ধ এবং এই কার্য্য মনু প্রকাশ করিয়াছেন। পুনশ্চ পুলস্ত্য কহেন—

"**সংস্কৃতং ব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতং।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ তেন শ্রাদ্ধং নিগদ্যতে॥**"

অর্থাৎ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্যঞ্জনাদি যুক্ত সংস্কৃত অন্ন পিতৃলোকের উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয় বলিয়া এই কার্য্যের নাম শ্রাদ্ধ।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা আহার করিতে করিতে গল্প করিতেন না। যথা—"বাগ্যতো ভুঞ্জীত" (শ্রুতি) অর্থাৎ মৌন হইয়া ভোজন করিবেক। তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে পথে ভ্রমণ নিষিদ্ধ ছিল। যথা—"সর্ব্বদৈবাধ্বনাধারঃ পথি তাম্বূলভক্ষণম্।" (মনু)

এখনকার আচার হইয়াছে অন্ন পাক করিলেই তাহা উচ্ছিষ্ট, কিন্তু পূর্ব্বে ভোজনাবশিষ্টই উচ্ছিষ্ট বলা যাইত। অনাস্বাদিত অন্ন, স্পৃষ্ট হইলেই যে হস্ত ধৌত করিতে হয়, ইহার কোন বিধি শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পূর্ব্বে আর্য্যমাত্রেরই এই সকল সদাচার অনুষ্ঠান করিবার বিধি ছিল—

"দয়া ক্ষমানসূয়াচ শৌচমায়াসবর্জনং।
অকার্পণ্যমস্পৃহত্বং সর্ব্বসাধারণানিচ।"

(বৃহস্পতি)

"ক্ষমা সত্যং দয়া শৌচঃ দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং তথা॥"

(বিষ্ণু)

ক্ষমা, সত্য, দয়া, বাহ্য ও অভ্যন্তর উভয়বিধ শৌচ, দান,

জিতেন্দ্রিয়তা, অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থভ্রমণ, ঈর্ষা না করা, সারল্য, আয়াসবর্জ্জন, অকার্পণ্য, বীতস্পৃহতা এই সকল ধর্ম্মের দ্বারস্বরূপ এবং সকল জাতিসাধারণে ইহা আচরণ করিতে পারে।

আর্য্যগণের আচারব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষপে এইমাত্র সমালোচিত হইল। ইহার পর এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় লিখিবার ইচ্ছা আছে।

বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ।

Devadattani árabbha bhásitáni sabbáni játakáni.

DHAMMAPADAM.

(Edited by V. Fausböll.)

বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ।

বৌদ্ধগণের জাতক নামে এক প্রকার ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে। "খুদ্দকনিকেয়" দশম ভাগ "জাতকম্" নামে খ্যাত। বৌদ্ধেরা কহে "পন্নাস ধিকানি পন্নাশ জাতকা, শতানি" অর্থাৎ ৫৫০ শত জাতক আছে। এই সকল গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পালিভাষায় রচিত। ইহার টীকা সিংহলীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই টীকা অশোক-পুত্র মহেন্দ্র খৃষ্ট জন্মের ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রপ্রবীণ বুদ্ধঘোষ নামক মগধদেশীয় ব্রাহ্মণ ৫০০ শত খৃষ্টাব্দে জাতক গ্রন্থের কোন কোন অংশের অবতরণিকা লিখিয়া প্রকাশ করেন। এই সকল জাতকে বুদ্ধের পূর্ব্বজন্মের বিবরণ, তথা নানা উপদেশপূর্ণ গল্প আছে। বৌদ্ধেরা কহেন, জাতকনিচয় শাক্যসিংহের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে এবং এজন্যই ইহা ধর্ম্মপুস্তকের অন্তর্গত। সকল জাতকেই বুদ্ধদেবের অলৌকিক ক্ষমতা ও তাঁহার গুণাবলী বর্ণিত আছে। যথা— "দেব দত্তম্ অরভ ভাবিতানি সবানি জাতকানি" আমরা অদ্য "দশরথ জাতকের" বিবরণ নিম্নে অনুবাদ

করিয়া দিতেছি। ইহাতে বৌদ্ধেরা শ্রীরামচরিত যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

একজন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পিতৃবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতর হইলে, তাহার শোকসন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য বুদ্ধদেব গল্পচ্ছলে তাহাকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন।

পুরাকালে বারাণসীতে দশরথ নামক একজন প্রবল পরাক্রমশালী নৃপতি বাস করিতেন। তিনি কিছুকাল সাংসারিক বৃথা আমোদে কালক্ষেপ করিয়া অবশেষে ন্যায়পরতার সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র পত্নী ছিল। তাহার মধ্যে প্রধানা মহিষীর দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছিল। ইহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম ও অপর কুমার লক্ষ্মণ এবং কন্যার নাম সীতা।* কিছুকাল পরে রাজ্ঞী লোকান্তর গমন করিলে রাজা শোকে অত্যন্ত কাতর হইলেন। পারিষদবর্গের সান্ত্বনাবাক্যে নৃপতি শোকবেগ সম্বরণ করিলেন এবং পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করতঃ তাহাকে প্রাধানা মহিষীর স্থলাভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার গর্ভে একটী পুত্র জন্মিল, তাহার নাম ভরত রাখিলেন। রাজা পুত্রমুখ নিরীক্ষণে

---

* "অথ বারাণস্যাম দশরথ-মহারাজ নাম অগাতি-গমনম পহায় ধম্মেন রাজ্য-মকরেসি। তস্য ষোলসম্ন-মইত্থি-সহস্সনম্ জেঠ্‌ঠিকা অগ-মহেষি দ্ব পুত্ত একন স ধিতরম বিজয়ি। জ্যেঠ্‌ঠ পুত্তো রাম পণ্ডিতো অহোষি। দুতীয় লক্ষন কুমারো, ধিতা সীতা দেবী নাম॥" ইত্যাদি।

পুলকিত হইয়া রাজ্ঞীকে তাঁহার অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা করিতে অনুমতি করিলেন; রাজ্ঞী তাহার কোন উত্তর না করিয়া প্রফুল্ল আননে নীরবে রহিলেন। রাজকুমার ভরত অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে, রাজ্ঞী নৃপতিকে কহিলেন, "আপনি আমার যে অভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা সফল করিতে আজ্ঞা হউক।" রাজা দশরথ প্রফুল্ল আননে সম্মত হইয়া রাজ্ঞীর অভিলাষ ব্যক্ত করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজ্ঞী প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহারাজ! রাজপুত্র ভরতকে আপনার রাজ্য প্রদান করুন।" রাজা এতচ্ছ্রবণে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, "পাপিয়সি! আমার দুই পুত্র অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তুই স্বপুত্রের রাজ্য-লাভের আশা করিস্।" রাজার ক্রোধ-হুতাশন প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া রাজ্ঞী ভীতচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার আশা নিবৃত্তি হইল না। তিনি কিছুকাল পরে পুনরায় রাজাকে তাঁহার অভিলাষ জ্ঞাপন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচিতা হইলেন না। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়া ভাবি-লেন, "স্ত্রীলোক কখনই কৃতজ্ঞা নহে, তাহাদের দ্বারা নানা বিপদ ঘটিবার সম্ভব, সুতরাং আমার পত্নী গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া রামলক্ষণের প্রাণ বিনাশ করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে পারে।" এই মত চিন্তা করিয়া পুত্রদ্বয়কে সমীপে

আনয়ন করতঃ তাহাদিগের আশু বিপদের বিষয় জ্ঞাত করিয়া কহিলেন; "হে কুমারদ্বয়! এখানে অবস্থিতি করিলে তোমাদিগের বিপদের আশঙ্কা আছে। এজন্য আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তোমরা কোন নগরে কিম্বা অরণ্যে বাস কর, তৎপরে আমার পরলোকান্তে রাজ্যাধিকার করিতে যত্নশীল হইবে।" এই বলিয়া তিনি গ্রহাচার্য্যকে তাঁহার মৃত্যুকাল নির্ণয় করিতে আদেশ করায়, তাঁহার দ্বাদশ বৎসর ধরামণ্ডলে জীবিত থাকিবার বিষয় অবগত হইলেন, এবং কুমারদ্বয়কে সেইকাল অন্তে স্বরাজ্য অধিকার করিতে আসিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহারা পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্য সজল নেত্রে পিতার চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় লইলেন। রাজকুমারী সীতাও পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গিনী হইলেন। তাঁহারা তিন জনে হিমালয় সন্নিকটে কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ ফলমূল আহারে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সীতা ও লক্ষণ সর্ব্বদা ফলমূল আহরণ করিয়া রামচন্দ্রকে প্রদান করিতেন।

ইহাঁদিগের বন গমনের নয় বর্ষ মধ্যেই রাজা দশরথের পুত্রশোকে মৃত্যু হইল। ভরত পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া সিংহাসনারূঢ় হইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মন্ত্রীগণ রাম জীবিত থাকিতে তিনি রাজ্যাধিকারী নহেন কহিলেন, সুতরাং ভরত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অসংখ্য

সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে রামের উদ্দেশে বনে গমন করিলেন। পর্ণকুটীরে অরণ্য মধ্যে রামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি দেখিলেন, শান্তমূর্ত্তি রাম স্পন্দরহিত হইয়া বসিয়া আছেন। ভরত তাঁহাকে ভক্তিসহকারে প্রণিপাত করিয়া পিতার মৃত্যুসংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন। রাম পিতৃবিয়োগ সংবাদ শ্রবণে গম্ভীরভাবে রহিলেন, কিছুমাত্র শোক করিলেন না। ভরত এককালে শোকে বিহ্বল হইলেন। এমত সময়ে ফলমূল লইয়া কুমার লক্ষণের সহিত সীতা প্রত্যাগমন করিলেন। রাম ভাবিলেন, লক্ষণ ও সীতা পিতার মৃত্যুসংবাদে শোকবেগ সম্বরণ করিতে পারিবেন না, সুতরাং ইহাদিগকে "পিতার পরলোক হইয়াছে" হঠাৎ এ কথা বলিলেই শোকে অধীর হইয়া উঠিবেক। তিনি এজন্য কৌশল করিয়া তাহাদিগকে সম্মুখস্থ নদীর জলে অবতরণ করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন "তোমরা অদ্য আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করায় এই শাস্তি দিলাম।" তৎপরে এই কবিতার্দ্ধ কহিলেন।

'ইথ লক্ষণ সীতাস
উভ উতরথোদকানতি,

এই কবিতার্দ্ধ শ্রবণে লক্ষণ ও সীতা উভয়ে জলে অবতরণ করিলেন, তৎপরে রাম অপরার্দ্ধ পাঠ করিরেলন। যথা—

"ইবম্ ভরতো আহ রাজা দশরথো মতোতি।"

এই কথায় দশরথের মৃত্যু বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহারা শোকে

অধীর হইলেন। রাম তিনবার এই শ্লোক উচ্চারণ করিলেন, এবং তচ্ছ্রবণে লক্ষণ ও সীতা তিনবারই জ্ঞানশূন্য হইলেন; ভরতের সঙ্গিগণ তাঁহাদিগকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া আনিলেন। তখন লক্ষণ, ভরত ও সীতা সকলেই শোকে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভরত রামকে শোকসন্তপ্ত না দেখিয়া, তাঁহাকে সাদরে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্ঞানী রাম প্রত্যুত্তর করিলেন; সংসারের যুবা, বৃদ্ধ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র, সকলই মৃত্যুর অধীন। যথা—

"ধহরা স হি বুদ্ধ স ই বল ই স পণ্ডিত
অধ্ব স ইব দালিদ্দ স সব্বি মাস্সু পরায়ণ"

যেমন পক্ক ফল শীঘ্র ভূপতিত হইয়া থাকে সেই মত জীব মাত্রই সর্ব্বদা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি? যথা—

"ফলনম্ ইব পকননম্, নিস্সম্ পপাতন্ ভয়ম্,
ইবম্ যাতানম্ মস্সানম্, নিস্সম্ মরণতো ভয়ম্,"

নির্ব্বোধ লোক কেবল পরিতাপ করিয়া ক্লেশের বৃদ্ধি করে, তাহাতে আপনার কিছুই উপকার দর্শে না এবং মৃত ব্যক্তিও প্রত্যাগত হয় না। মনুষ্য একাকী সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, এবং একাকীই সংসার হইতে গমন করিবে। সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, এজন্য শোকাকুল হওয়া কখনই জ্ঞানিব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। রামের মুখবিনিঃসৃত এতাদৃশ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ

প্রাপ্ত হইয়া সকলেই বিলাপ পরিত্যাগ করিলেন। ভরত রামকে বারাণসীতে গমন করিয়া পিতার শূন্য সিংহাসনে আসীন হইতে কহিলেন, তাহাতে রাম প্রত্যুত্তর করিলেন, 'ভ্রাতঃ! পিতা আমাকে দ্বাদশ বর্ষ পরে বারাণসীতে গমন করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন; এক্ষণে নয় বৎসর মাত্র গত হইয়াছে, এ সময় গৃহস্থাশ্রমে গমন করিলে পিতৃ-আজ্ঞা উলঙ্ঘন করা হয়, এজন্য এক্ষণে তুমি লক্ষণ ও সীতা সমভিব্যাহারে বারাণসীতে গমন কর এবং বর্ষত্রিতয় আমার তৃণনির্ম্মিত এই পাদুকা সিংহাসনোপরি স্থাপন করিয়া আমার সদৃশ হইয়া রাজ্য শাসন করিবে। এতচ্ছ্রবণে ভরত, লক্ষণ, সীতা ও সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে রামের তৃণ-নির্ম্মিত পাদুকা সিংহাসনে সংস্থাপন করিলেন এবং কুমার ভরত প্রতিনিধি স্বরূপে শাসন করিতে লাগিলেন। রাম তিন বৎসর পরে বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সীতাকে বিবাহ করিলেন। প্রজা ও মন্ত্রীবর্গ মহাসমারোহের সহিত এই নবদম্পতীকে সিংহাসনারূঢ় করিলেন।* এই কম্বুগ্রীব মহাবলপরাক্রান্ত রাম ১৬০০০ বর্ষ রাজ্য করিয়া পরলোক গমন করেন। যথা—

দশবষ্‌স সহস্‌সানি,
ষট্‌ঠী বষ্‌স শতানি চ।

---

* "তস্‌সাগতভাবাম্‌ নট্ঠকুমার অমস্‌সপরিবত্তুনম্‌ গন্ত সীতাম্‌ অগমহেষিম্‌ কত্ব উভিন্নম্‌ পি অভিষেকম্‌ করিম্‌সু।"

কম্বুগীব মহাবাহু,
রামোরাজ্জম্ অকারোতি ॥

পাঠকগণ দেখুন্ বৌদ্ধগণের হস্তে রামায়ণ কীদৃশ বিকৃত-ভাব ধারণ করিয়াছে। এই জাতকে লিখিত আছে, "তদা দশরথ মহারাজা সুদ্ধোদনমহারাজ অহোসি, মাতা মহামায়া, সীতা রাহুল মাতা, ভরতো আনন্দো, লক্ষণো সারিপুত্তো, পরিষা বুদ্ধ-পরিষা, রাম পণ্ডিতো অহম্ ইব" ইতি (দশরথ-জাতক) অর্থাৎ সেই সময় দশরথ মহারাজ, সুদ্ধোদন মহারাজ, রাম-মাতা মহামায়া, সীতা রাহুলের মাতা, ভরত আনন্দ, লক্ষণ সারিপুত্র, বুদ্ধ পার্ষদগণ তাঁহাদের সঙ্গী ও মন্ত্রীবর্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সুপণ্ডিত রামরূপে আমি স্বয়ং (বুদ্ধবাক্য) জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলাম। বৌদ্ধেরা এইরূপ কৌশলে রামায়ণ লিখিয়াছে। এইরূপ হেমচন্দ্র ও জৈন রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে জৈনধর্ম্মাবলম্বী লিখিয়া গিয়াছেন।

স্বরবিজ্ঞান।

"স স্বরো যঃ শ্রুতিস্থানে স্বনন্
হৃদয় রঞ্জকঃ ॥"

স্বর-বিজ্ঞান।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত সমুদয় বিবরণ সংক্ষেপে একটী প্রস্তাবে সমালোচনা করিয়াছি। তদ্ভিন্ন নাট্য ও নৃত্য সম্বন্ধে দুইটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার কণ্ঠ-সঙ্গীত সম্বন্ধে কতিপয় প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই সকল প্রবন্ধে বিলুপ্তপ্রায় ঋষিপ্রণীত এবং সঙ্গীতাচার্য্য-গণদ্বারা নির্ম্মিত বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সারাংশ সমুদ্ধৃত হইবে এবং ইহার আলোচনা দ্বারা পাঠকগণ ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

গান করা মনুষ্য মাত্রের প্রকৃতিসিদ্ধ। গান মনুষ্যের সুখের সামগ্রী। গীতরস পশুপক্ষী প্রভৃতিকেও আর্দ্র করে, এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে—"**शिशुर्वेत्ति पशुर्वेत्ति वेत्ति गीतरसं फणी**" শিশু, পশু, অধিক কি সর্প যে এমন ক্রূর জাতি, তাহারাও গীতরসে মুগ্ধ হয়।

"**अज्ञातविषयास्वादो बालः पर्य्यङ्कशायी यः।**
रुदन् गीतामृतं पीत्वा हर्षोत्कर्षं प्रपद्यते॥"

কোন বিষয়েরই আস্বাদ জানে না, ঈদৃশ পর্য্যঙ্কশায়ী শিশুও রোদন করিতে করিতে গীতামৃতে শান্ত হয় এবং আহ্লাদে মগ্ন হয়।

এই গীতরস জীবমাত্রের আস্বাদ্য হইলেও তাহার বিশেষ আছে। যে অংশ উহার বিদ্যা, সে অংশের আস্বাদ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন ভোগ করিতে পারেন না, এবং তজ্জন্যই পণ্ডিতেরা নানা গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন যথা—

"ব্রহ্মা-নন্দি-ভরত-দুর্গা-নারদ-কোহলাঃ।
রাবণ-বায়ু-রম্ভাদ্যাঃ সঙ্গীতস্য প্রকাশকাঃ॥"

আদি শরীরী ব্রহ্মা, তৎপরে নন্দী, তৎপরে ভরত, দুর্গাদেবী, নারদ, কোহল, রাবণ, বায়ু, রম্ভা, ইহাঁরা সঙ্গীত বিদ্যার সম্প্রদায় কর্ত্তা। নিম্নতন সঙ্গীতাচার্য্যদিগকে ইহাঁদিগের প্রদর্শিত পথেই চলিতে হইয়াছে। নব আচার্য্যেরা সঙ্গীত বিজ্ঞানের কোন নূতন বীজ সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহারা পুরাতন সঙ্গীত বিদ্যাকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন মাত্র। অতি আদিম কালের গীত একপ্রকার ছিল, এখন তাহার আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। এখন যেরূপ তাল, গমক (স্বরের কম্পন), মূর্চ্ছনা (স্বর হইতে স্বরান্তরে প্রবেশ), কোমল, তীব্র (তিয়র), প্রভৃতি নানা পরিচ্ছদে বিভূষিত গীত উচ্চারিত হইয়া থাকে, আদিকালে এরূপ ছিলনা। শুদ্ধ স্বরকে কিরূপে

বিকৃত করিয়া ঐ সকল নূতন নূতন আকার নির্ম্মাণ করা যায়, তাহার কৌশলও বোধ হয় তাৎকালিক লোকেরা জ্ঞাত ছিলেন না। সেই জন্যই আদিম কালের গান এখন আর কাহারও চিত্ত হরণ করিতে পারে না।

আদিমকালে শুদ্ধ স্বর অবলম্বন করিয়াই গীত হইত। ইউরোপীয় জাতির গান এবং আমাদের বৈদিক গান তাহার সাক্ষী। ইউরোপীয়গণ বরং কিছু উন্নতি করিয়াছেন, কেননা, তাঁহারা শুদ্ধ স্বর ও বিকৃত স্বর ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা গমক (স্বরের কম্পন) কৌশল জানেন না এবং রীতিশুদ্ধ মূর্চ্ছনাও জ্ঞাত নহেন। আমাদিগের বেদগান আর উন্নত হইল না, লৌকিক গানই সমধিক উন্নত হইয়াছে। বৈদিক গান কেবল হা ঁ হী—বু—ইউরোপীয়গণের গানেও হাউ হার্উ হু—উচ্চ মধ্যম বা স্বরিত স্বরমাত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাতে গমক মূর্চ্ছনাদির ঔৎকর্ষ নাই।

বেদ গানে ৩টি মাত্র স্বর লাগে। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। কিন্তু লৌকিক গানে ইহার নাম গন্ধও নাই। বৈদিক গানে দেখা যায়, ৩টি স্বর; কিন্তু লৌকিক গানে ৭টী স্বর, স ঋ গ ম প ধ নি অর্থাৎ ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ। পুরাতন কালের উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিতের সঙ্গে এখনকার স রি গ ম প ধ নির সঙ্গে যে কিরূপ যোগ আছে, তাহা বুঝা ভার। কেননা, কোন সঙ্গীতগ্রন্থে উদাত্ত

অনুদাত্তের উল্লেখ নাই। নব্যতম লৌকিক গানের পুস্তকে উদাত্তাদির নাম লক্ষণাদি না থাকায় কেহ কেহ অনুমান করেন এবং বলেন, পূর্ব্বকালের উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত আর কিছুই না, উহা স্বরোচ্চারণের স্থানবিশেষ মাত্র। আমরা এখন যাহাকে উদারা মুদারা তারা বলিয়া থাকি, তাহাই পূর্ব্বকালের উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত। এ কথা বা এ সিদ্ধান্ত আমাদিগের ভাল বোধ হয় না। কারণ স্বর-বিচারস্থলে কাশিকাকার বলিয়াছেন যে,

"उच्चैरिति च श्रुतिप्रकर्षो न गृह्यते।
उच्चैर्भाषते उच्चैः पठतीति।"

উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতেছে, উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছে, এইরূপ কর্ণগোচর উচ্চতাকে উদাত্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই।

অপিচ, উদারা, মুদারা, তারা; এই ত্রিবিধ স্বরের প্রত্যেকটিতে স ঋ গ ম প ধ নি অনুগত আছে; কিন্তু বৈদিক উদাত্তে তাহা নাই এবং থাকিবার সম্ভাবনাও দেখা যায় না।

কেহ কেহ বলেন, উহা স্বরে পরিমাণবিশেষের নাম। ইংরাজিতে ইহাকে টোন্ কহে। বৈদিক স্বরে যেমন তিন প্রকার পরিমাণ দেখা যায়, ইংরাজিতে সেইরূপ তিন প্রকার টোন্ আছে।' মেজার টোন্' (১),' মাইনর টোন্' (২), এবং' সেমী টোন্' (৩)। এই কল্পনা কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা

যায় না। পরন্তু এ বিষয়ে আমরা নিম্ন-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিতে চাহি।

শিক্ষাগ্রন্থে ২ দ্বিশ্রুতি স্বরকে উদাত্তজাতীয় বলা হইয়াছে। যথা—

"**উদাত্তৌ নিষাদ-গান্ধারৌ**" শিক্ষা।

ত্রিশ্রুতি স্বরকে অনুদাত্ত জাত বলা হইয়াছে। যথা—

"**অনুদাত্তৌ ঋষভ-ধৈবতৌ।**" শিক্ষা।

আর ৪ শ্রুতি স্বরকে স্বরিত বলা হইয়াছে। যথা—

"**স্বরিত-প্রভবা হ্যেতে ষড়্জ-মধ্যম-পঞ্চমাঃ।**" শিক্ষা।

কিন্তু সঙ্গীত শাস্ত্রে স্বরের পরিমাণ এইরূপ আছে। যথা—

স—৪ শ্রুতি।
ঋ—৩ শ্রুতি।
গ—২ শ্রুতি।
ম—৪ শ্রুতি।
প—৪ শ্রুতি।
ধ—৩ শ্রুতি।
নি—২ শ্রু। *

উপরোক্ত শিক্ষাগ্রন্থের রচনানুসারে উদাত্তাদি স্বরত্রয়ের সহিত স রি গম ইত্যাদি সপ্ত স্বরের এইরূপ সামঞ্জস্য হয়— নি গ ২ শ্রুতিতে গঠিত সুতরাং নি গ উদাত্ত জাতীয়।

---

* "**চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়্জমধ্যমপঞ্চমা দ্বে দ্বে নিষাদগান্ধারৌ ত্রিস্ত্রিঋষভধৈবতৌ॥** (সঙ্গীতসিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ।)

রি, ধ অনুদাত্ত-জাতীয়। স ম প স্বরিত হইতে উৎপন্ন। যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে ইহাই জানা যাইতেছে যে, বৈদিক স্বরত্রয় ভাঙ্গিয়া লৌকিক সপ্তস্বর নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈদিক কালের গান ত্রিস্বরেই হইত, অথবা বিকৃত স্বরগুলি গান কালে প্রকাশ পাইত, কিন্তু তাহা বৈদিক কালের হিন্দুগণ ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন না।

পাণিনীয় স্বর-বিচারে বৃত্তিকার উদাত্তাদির লক্ষণ যাহা দেখাইয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকটিত করিতেছি।

(**उच्चैरुदात्तः पा, १, २, २९**)

বৃত্তি—**उदात्तादिशब्दः स्वरे वर्णधर्म्मौ लोकवेदयोः प्रसिद्धः। उच्चैरुपलभ्यमानो योऽच् स उदात्तसञ्ज्ञो भवति। उच्चैरिति च श्रुतिप्रकर्षो न गृह्यते। उच्चैर्भाषते उच्चैः पठतीति। किं तर्हि? स्थानकृतमुच्चत्वं संज्ञिनोविशेषणम्। ताल्वादिषु हि भागवत्सु स्थानेषु वर्णा निष्पद्यन्ते। तत्र यः समाने स्थाने ऊर्द्धभागनिष्पन्नोऽच् स उदात्तसञ्ज्ञो भवति। यस्मिन्नुच्चार्य्यमाणे गात्राणामायामो निग्रहो भवति। रुक्षता स्नि-ग्धता स्वरस्य। संवृतता कण्ठविवरस्य।**

অর্থ—উদাত্ত, অনুদাত্তাদি শব্দ, স্বরের এবং বর্ণের ধর্ম্ম। যাহা উচ্চ বলিয়া বোধ হয় তাহাই উদাত্ত। এই উচ্চতা শ্রবণ-গত উৎকর্ষ অর্থাৎ বড় শব্দ হইলেই যে উদাত্ত হয় তাহা নহে। তবে কি? কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানের উর্দ্ধভাগ অবলম্বন

করিয়া উচ্চতম প্রযত্নে যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাই উদাত্ত স্বর। উদাত্ত স্বর উচ্চারণ করিতে গেলে শরীরে নিগ্রহ উপস্থিত হয়, টান পড়ে (কষ্ট হয়), স্বরটি বা ধ্বনিটি রুক্ষ ও তীব্র অর্থাৎ অস্নিগ্ধ ভাবে প্রকাশ পায় (স্নিগ্ধতা থাকে না।) কণ্ঠ-বিবর সঙ্কোচ করিয়া ইহা উচ্চারণ করিতে হয়।

পাঠকগণ! এখন বুঝিয়া লউন যে উদাত্ত স্বরটি কি?

(**अनुदात्त—" नीचैरनुदात्तः "** (पा, ३०)

বৃত্তি—**नीचैरुपलभ्यमानो योऽच् सोऽनुदात्तसंज्ञो भवति। नीचभागे निष्पन्नो योऽच् स अनुदात्तः। यस्मिन्नुच्चार्य्यमाणे गात्राणामन्ववसर्गो भवति। अन्ववसर्गो मार्दवम्। स्वरस्य मृदुता स्निग्धता। कण्ठविवरस्य उरुता महत्ता च।**

অর্থ—যাহা অনুচ্চ বা নীচ বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই অনুদাত্ত। ইহাও ছোট স্বর হইলে হইবে না। উচ্চারণ স্থানের নিম্ন বা নীচ ভাগে অবলম্বন করিয়া উঠাইলে তবে তাহা অনুদাত্ত হইবে। ইহার উচ্চারণকালে শরীর শিথিল ভাব অর্থাৎ মৃদুতা প্রাপ্ত হয়। স্বরটি মৃদু ও স্নিগ্ধ ভাবে প্রকাশ পায়। কণ্ঠ-বিবর বড় হয় (হাঁ করিতে হয়)। অনুদাত্ত স্বর কি? তাহা এতদ্দ্বারা বুঝিয়া লউন।

স্বরিত—"**समाहारः स्वरितः।**" (পা, ৩১)

বৃত্তি—**उदात्तानुदात्तस्वरसमाहारः स्वरितः। तौ समाह्रियेते यस्मिन् तस्य स्वरित-इत्येषा संज्ञा।**

অর্থাৎ যাহাতে কথিত দুই স্বরের (অনুদাত্ত ও উদাত্ত) সংগ্রহ হয়, দুই স্বরের সমাবেশ বা সংযোগ হয়, তাহাই স্বরিত।

"**তস্য আদিত উদাত্তমর্দ্ধহ্রস্বম্**" (পা, ৩২)

এই স্বরিত স্বরের প্রথমে অর্দ্ধমাত্রাত্মক অংশ উদাত্ত হইয়া অবশিষ্ট অনুদাত্ত হইবে অর্থাৎ উদাত্ত স্বরে আরম্ভ এবং অনুদাত্ত স্বরে সমাপ্তি। আরম্ভের পরেই গমকের (কম্পন) মত ভঙ্গ থাকিবে।

এতদ্ভিন্ন আর এক স্বর আছে, তাহার নাম "এক শ্রুতি স্বর" ইহাতে উদাত্তানুদাত্ত স্বরিতের বিভাগ থাকেনা। অবিভাগে গীত হয়। দূর হইতে আহ্বান করিবার কালে ও রোদন সময়ে এই "একশ্রুতি" স্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বরিত স্বর এতদ্দ্বারা বুঝিয়া লইবার বিচিত্র নাই।

কথিত আছে যে বৈদিকগান হইতেই লৌকিক গান নির্ম্মিত তাহা সম্ভব বটে। আদিম কালের ত্রৈস্বর্য্যগান উন্নত হইয়াই ক্রমে ঊনবিংশ স্বর হইয়াছে।—(শুদ্ধস্বর ৭, বিকৃত ১২)। এবং তাহার কোমল তিওর, তদুপরি গমক মূর্চ্ছনাদির পরিপাটী বৃদ্ধি হওয়াতে লৌকিক গান এত মধুর হইয়াছে। পর পর উৎকর্ষ সাধনই হইয়া থাকে।

বৈদিক কালের উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরের কথা এখন আর সঙ্গীত ব্যবসায়িদিগের মুখে শুনা যায় না। তাঁহাদের

গ্রন্থে ইহার নাম গন্ধও নাই। তাঁহারা গানকালে যে প্রতি নিয়তই উদাত্ত অনুদাত্তের ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহারা জানেন না যে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরটী কিরূপ।

নব্যসঙ্গীত গ্রন্থে উহার নামোল্লেখ না থাকিলেও বৈদিক শিক্ষা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, লৌকিক গানের ৭টি স্বর বৈদিক ত্রিস্বর হইতে লব্ধ অর্থাৎ উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর হইতেই স ঋ গ ম প ধ নি, এই সাতটী স্বর গঠিত হইয়াছে। যথা—

"उदात्तौ निषाद-गान्धारौ
अनुदात्तौ ऋषभ-धैवतौ।
स्वरित-प्रभवा ह्येते—
षड्ज-मध्यम-पञ्चमाः॥"

উদাত্ত স্বর লইয়া নিষাদ ও গান্ধার (নি, গ) স্বর গঠিত হইয়াছে। অনুদাত্ত হইতে ঋ, ধ, অর্থাৎ ঋষভ ধৈবত; আর স্বরিত স্বর হইতে স, ম, প অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বর উৎপন্ন হইয়াছে।

উদাত্ত=নি—গ। অথবা গ=নি।

অনুদাত্ত=ঋ—ধ। অথবা ধ=ঋ।

স্বরিত=স—ম প। এইরূপ হইবে।

(।) এইরূপ চিহ্নটিতে, উদাত্ত সঙ্কেত, ইহা বেদের মন্ত্রের উপরে থাকে। —এই চিহ্নটী উপরে থাকিলে স্বরিত এবং উহা নিম্নে থাকিলে অনুদাত্ত।

বৈদিক স্বর উচ্চারণ করিবার নিয়ম যথা—

निवेश्य दृष्टिं हस्ताग्रे शास्त्रार्थमनुचिन्तयन् ।
समानुच्चारयेद्वर्णं हस्तेन च मुखेन च ॥
यथैवोच्चारयेद्वर्णांस्तथैवैनान् समापयेत् ।

নারদীয় শিক্ষা।

অর্থাৎ হস্তাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া শাস্ত্রার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যুগপৎ হস্ত ও মুখ উভয় দ্বারাই উদাত্ত অনুদাত্তাদি ক্রমে উচ্চারণ করিবে। যে ক্রমে বর্ণের উচ্চারণ করিতে হয়, সেই ক্রমেই হস্ত দ্বারা সমাপ্ত করিতে হয়। *

বেদের মন্ত্রগুলি যদি শিক্ষা-কথিত নিয়মে অর্থাৎ উদাত্ত অনুদাত্তগুলিকে স রি গ ম প্রভৃতি স্বরে উপনীত করিয়া গান করা যায়, তাহা হইলে শুনিতে মন্দ হয় না এবং তাহাকে সপ্তস্বর্য্য গান বলা যায়। এই সপ্তস্বর্য্য গানই লৌকিক গানের বীজ। ত্রিস্বর্য্য গানের পরেই এই সপ্ত স্বরের সৃষ্টি এবং সেই সপ্ত স্বরেই গান হইত। কুশীলব যখন রাম-সভায় রামায়ণ গান করিয়াছিলেন, তখন তাহা শুদ্ধ সপ্ত স্বরেই গীত হইয়াছিল। বিকৃত ১২ স্বর যোগ ছিল কি না সন্দেহ।

বাল্মীকি রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়া কুশীলবকে শিক্ষা

---

* আমরা দেখিতেছি, ইহা এক-প্রকার তাল বিশেষ। এই হস্ত নিয়ম হইতেই ক্রমে তালের সৃষ্টি ও ক্রমে বাদ্যের সৃষ্টি।

দিলে আচার্য্য ভরত তাহাতে স্বর-যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। যথা—

মূল—"**তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্ব্বাচার্য্যবিনির্ম্মিতাম্।**"

টীকা—**গায়কানাং গান-সিদ্ধয়ে পূর্ব্বাচার্য্যেণ ভরতেন নির্ম্মিতাম্।**

ককুৎস্থবংশজ রাম সেই অশ্রুত-পূর্ব্ব কাব্যগান শুনিতে পাইলেন, যাহা সঙ্গীতাচার্য্য ভরত নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

এস্থলে দেখিতে হইবে যে, বাল্মীকি-রচিত কাব্যকে কবি ভরত-রচিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, সুতরাং ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বাল্মীকি-রচিত কাব্যে ভরতের স্বরসন্নিবেশ করা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার নির্ম্মাণ সম্ভবে না।

পুনশ্চ—"**অপূর্ব্বাং পাঠ্য-জাতিঞ্চ গেয়েন সমলঙ্কৃতাম্।**
প্রমাণৈর্বহুভির্বদ্ধাং তন্ত্রীলয়সমন্বিতাম্॥"

টীকা—"**পাঠ্যজাতিং পাঠ্যস্য গেয়স্য জাতিং ষড়্জাদিস্বররূপাম্। গেয়েন গানধর্ম্মেণ স্বরবিশেষেণ সমলঙ্কৃতাম্। প্রমাণৈর্ধ্বনিপরিচ্ছেদসাধনৈঃ দ্রুত-মধ্য-বিলম্বিতাবৃত্তিভির্বহুভির্বহুপ্রকারাভির্বদ্ধিতাম্।**"

কথিত শ্লোকটির এতাদৃশ ব্যাখ্যায় জানা যাইতেছে যে রামায়ণটি গান ধর্ম্ম যাবৎ স্বরে গীত হইয়াছিল। কিন্তু অন্য এক টীকাকারের ব্যাখ্যায় জানা যায় যে, তাহা ষড়জাদি স্বর ভিন্ন অন্য কোন বিকৃত স্বরের যোগে গীত হয় নাই। কেননা

পাঠ্যজাতি শব্দকে গানাধার শব্দরাশির স্বরূপ উচ্চারণ এবং গেয় শব্দে গান ধর্ম্ম ষড়জাদি স্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে দেখা যায়। ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে বাল্মীকির রামায়ণ-কাব্যখানির সহিত ভরতের সম্বন্ধ আছে ইহাতে আর সংশয় নাই। বিকৃত স্বরগুলির ব্যবহার থাকিলেও তৎকাল সে সকলের বিশেষ বিশেষ নাম ও তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে ধর্ত্তব্য ছিলনা বলিয়াই বোধ হয়।

এইরূপে ত্রিস্বর হইতে সপ্তস্বর এবং সপ্তস্বর হইতে ক্রমে আর ১২টী স্বর জন্মিয়া এক্ষণে সংগীতটি পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে। একমাত্র ধ্বনি অবলম্বন করিয়া তাহাকে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত প্রভেদ করিবার যে কৌশল, তাহা হইতে সপ্তস্বর এবং সেই সপ্তস্বর হইতে অন্যবিধ ১২টী স্বর প্রভেদ করিবারও সেই কৌশল। কৌশল এক হইলেও আদিম মানব হৃদয়ে তাহার সর্ব্বাংশ স্ফূর্ত্তি পায় নাই বলিয়াই একবারে ১৯ স্বরের জন্ম হয় নাই। ইহাও ক্রমে হইয়াছে।

কি প্রকারে একমাত্র ধ্বনি অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ স্বর ও বিকৃত স্বর নির্ম্মাণ হইয়াছে, তাহা বলা যাইতেছে।

সকলেই জানেন যে, সেতার বা বীণাতন্ত্রীতে আঘাত পাইলেই ধ্বনি উত্থিত হয়, বংশীতে ফুৎকার দিলেও ধ্বনি হয়। এইরূপ দেহদণ্ডের অভ্যন্তর যন্ত্রে আঘাত পাইলেও ধ্বনি হয়। কে আঘাত করে? সঙ্গীত-বিজ্ঞানে লিখিত আছে। যে—

"आत्मना प्रेरितं चित्तं वह्निमाहन्ति देहजम्।
ब्रह्मग्रन्थिस्थितं प्राणं स प्रेरयति पावकः॥
पावकप्रेरितः सोऽयं क्रमादूर्द्धपथे चरन्।
अतिसूक्ष्मध्वनिं नाभौ हृदि सूक्ष्मं गले पुनः॥
पुष्टं शीर्षे त्वपुष्टञ्च कृत्रिमं वदने तथा।"

আত্মার প্রযত্ন (উচ্চারণেচ্ছা) বশতঃ দৈহিক তাপ বা উষ্মতা (তড়িৎ) বেগপ্রাপ্ত হয়। সেই বেগ উদর-কন্দ-রের বায়ুকে আঘাত বা প্রেরণা করে। তদুভয়ের সঙ্ঘর্ষে উদরাকাশে নাদ বা সূক্ষ্ম ধ্বনি উৎপন্ন হয়। সেই ধ্বনি গল-গহ্বরে আসিয়া পুষ্ট (মোটা) বা স্থূল হয় এবং বাগ্‌যন্ত্র (জিহ্বা, দন্ত, তালু প্রভৃতি) দ্বারা তাহা কৃত্রিম স—ঋ—গ—ম ইত্যাদি নানা আকারে পরিণত হয়। যেরূপ বংশীর বা সেতারের একমাত্র সরল ধ্বনিকে বংশীর ছিদ্র চাপিয়া কি সেতারের পর্দ্দা চাপিয়া কৃত্রিম (নানা আকার) করা যায়, গল-গহ্বরের ধ্বনিও সেইরূপ তাল্বাদি স্থান চাপিয়া নানা আকারে পরিণত করা যায়।

পর্দ্দা না ধরিয়া সেতারের তারে আঘাত করিলে যে ধ্বনি হয়, প্রথম সপ্তকের প্রথম পর্দ্দা চাপিয়া আঘাত করিলে তদপেক্ষা উচ্চ ধ্বনি হইবে। দ্বিতীয় পর্দ্দা চাপিয়া আঘাত করিলে তদপেক্ষা উচ্চ ধ্বনি হইবে। কণ্ঠধ্বনিপক্ষেও এইরূপ প্রক্রিয়া বা নিয়ম দৃষ্ট হয়। হৃদয়, কণ্ঠ, মূর্দ্ধা, এই কএকটি

উচ্চতা বা ওজনের নিরূপক স্থান। কণ্ঠবিবরস্থ শিরা, পেশী, জিহ্বা ও ক্ষুদ্র জিহ্বা প্রভৃতি স্বর ভেদক যন্ত্র বা চাপিবার সাধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। হৃদয়াদি-ত্রিস্থানোৎপন্ন ত্রিবিধ ক্রমোচ্চ ধ্বনি তিনটির নামান্তর মন্দ্র, মধ্য, তার। হিন্দুস্থানীয় ভাষায় ইহাকে উদারা, মুদারা, তারা বলিয়া থাকে।

মন্দ্র স্বরের যে ওজন, মধ্যস্বর তাহার দ্বিগুণিত এবং তার-স্বর তাহার দ্বিগুণিত। সঙ্গীত দর্পণকার ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যথা—

"हृदि मन्द्रो गले मध्यो मूर्द्ध्नि तार इति क्रमात्।
द्विगुणः पूर्व्वपूर्व्वस्मादूर्ध्वं स्यादुत्तरोत्तरः॥
एवं शारीरवीणायां दारव्यान्तु विपर्य्ययः॥"

প্রযত্ন দ্বারা উর্দ্ধভাগ চাপিয়া নাভি বা হৃদয়-কন্দর হইতে ধ্বনি বাহির করিলে তাহা মন্দ্র, উর্দ্ধ ও অধোভাগ চাপিয়া কেবল গল-গহ্বর বিস্তৃত করিয়া ধ্বনি করিলে তাহা মধ্য, হৃদয় পর্য্যন্ত চাপিয়া (প্রযত্ন দ্বারা) তালু স্থান হইতে ধ্বনি বহির্গত করিলে তাহা তার। ইহারা পর পর দ্বিগুণ-ওজন-যুক্ত কিন্তু কাষ্ঠ-রচিত বীণায় ইহার ব্যতিক্রম আছে। সে ব্যতিক্রম এইরূপ—শরীর যন্ত্রের নিম্নভাগ হইতে উপরে উঠিলে উচ্চ হয়, আর সেতার বা বীণার উপর হইতে নীচে আসিলে উচ্চ হয়।

এক মাত্র খাড়া ধ্বনিকে এইরূপ প্রভেদ করিয়া আদিম

কালে ত্রৈস্বর্য্য গান প্রস্তুত হইয়াছিল। ক্রমে তদ্রূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া তৎপরবর্ত্তী কালে সপ্তস্বরের সৃষ্টি হয়। যথা—কোহলীয় সঙ্গীতগ্রন্থে—

"तं नादं सप्तधाऽकार्षीत्तथा षड्‌जादिभिः स्वरैः।

সেই আহত ও অনাহত দ্বিবিধ নাদ-নামক ধ্বনিকে সপ্ত প্রকারে ভেদ করিয়া তাহাতে ষড়্‌জাদি স্বরের (স—ঋ—গ—ম—প—ধ—নি—) ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ষড়্‌জাদি স্বর-গুলি স্থূল, ইহারই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ওজনঘটিত অংশগুলির নাম শ্রুতি।

সংগীতজ্ঞ* পণ্ডিতেরা বলেন, যে নাদাত্মক ধ্বনি হইতে শ্রুতি নির্ণয় করিয়া তাহার দ্বারাই ষড়জাদি স্বরের শরীর গঠিত হইয়াছে এবং সেই স্বর হইতে মূর্চ্ছনাদির জন্ম হইয়াছে। যথা—

"नादाच्च श्रुतयो जातास्ततः षड्‌जादयः स्वराः।
तेभ्यश्च मूर्च्छनाः प्रोक्तास्तानाख्या ग्रामसम्भवाः॥"

নাদাত্মক ধ্বনি হইতে কিপ্রকারে শ্রুতি জন্মিল এবং শ্রুতি হইতেই বা কি প্রকারে ষড়্‌জাদি স্বর উৎপন্ন হইল, তাহা সরল পদবী অবলম্বন করিয়া বলা যাইতেছে।

* শ্রুতি কি? সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিরা সংগীত অনুশাসন করিতে করিতে তাহা অনুভব করিতে পারেন। ফল, শ্রুতি অতি সূক্ষ্ম

স্বরাংশ। স্বরের আয়তনের নহে, ওজনের অংশ। উহা শ্রবণ-গ্রাহ্য স্বর-ধর্ম্ম বিশেষ বলিয়াও ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা—

"স্বরূপমাত্র শ্রবণাৎ নাদোঽনুরণনাত্মকঃ।
শ্রুতিরিত্যুচ্যতে ভেদাস্তস্যা দ্বাবিংশতির্মতাঃ॥"

যত নিম্ন হইতে পারে তত নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া যত উচ্চ হইতে পারে তত উচ্চ একটী ধ্বনি-রেখা কল্পনা কর। রেখা পদার্থ কি? তাহা সকলেই জানেন। রেখা কতকগুলি পর-পর সংযুক্ত বা সংলগ্ন বিন্দুর সমষ্টি সুতরাং ধ্বনি-রেখাটিও কতকগুলি উত্তরোত্তর সংলগ্ন ধ্বনি-বিন্দুর সমষ্টি। ইচ্ছানুসারে এই ধ্বনি-রেখার কোন একটী স্থানকে বা কোন এক বিন্দুকে ভিত্তি বা মূল সীমা করিয়া তাহার ঊর্দ্ধভাগের কোন এক বিন্দুকে শেষ সীমা কল্পনা কর। এই বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী স্বর-রেখাকে ক্রমোচ্চরূপে অগ্রে এইরূপে উচ্চারণ কর—যেরূপ উচ্চারণ করিলে সা হইতে নি পর্য্যন্ত স্বরটি অবিভাগে উচ্চারিত হয়। মনে কর, যেন প্রথম বিন্দুকে অবলম্বন করিয়া, স রি গ ম ইত্যাদি বর্ণোচ্চারণ না করিয়া, কেবল অবিভাগে ও ক্রমোচ্চ-রূপে সা-আ-আ-আ-আ-আ-আ—এইরূপ উচ্চারণ করিলে। এই ধ্বনি রেখাটিকে যদি ভাগ করিতে হয় তবে যুক্তি ইহাকে অনেক ভাগ করিতে বলিবে। কিন্তু অত্যন্ত অনেক ভাগ করিলে তাহা অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে এজন্য সঙ্গীতাচার্য্যেরা উহাকে

স্থূলতঃ বা মোটামুটি সাত ভাগ করিয়া গিয়াছেন। সেই সাত ভাগ সাত স্বর বলিয়া গ্রহণ কর। কিন্তু দেখিবে যে, সেই সাত ভাগ সমান সাত ভাগ নহে। যেহেতু ভাগলব্ধ স্বরগুলি পরস্পর সমান্তরাল বা উত্তরোত্তর সম-পরিমাণে উচ্চ নহে। সুতরাং তাহা ঠিক সমান সাত ভাগ নহে। সমান সাত ভাগ না হইবার হেতু এই যে স্বরগুলিকে ছোট বড় নানা আকারে প্রকাশ করিতে না পারিলে গান ক্রিয়া উত্তম হয় না। অতএব সেই ন্যূনাধিক সাত ভাগকে একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুগত রাখিবার উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে। সে উপায় এই—পূর্ব্বোক্ত অখণ্ড দণ্ডায়মান ধ্বনি-রেখাকে সাত ভাগ না করিয়া, ২২ ভাগ করিয়া তাহার ২। ৩। ৪ অংশ একত্র করিয়া এক একটী স্বরকে এক একটি নির্দ্দিষ্ট নাম দিয়া গ্রহণ কর। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে সপ্তধা বিভক্ত স্বরের মধ্যে কোনটিতে ২। কোনটিতে ৩। কোনটিতে ৪ বিন্দু আছে। এই বিন্দু গুলিই শ্রুতি। এইরূপ শ্রুতি নির্ণয় করিয়া স্বর নির্ম্মাণ করিবার দ্বিতীয় ফল এই যে, শ্রুতির হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া লইলে সেই সেই স্বর বিকৃত হইয়া এক একটি অভিনব আকারের স্বর হইবে। এই জন্যই কি মনুষ্যকণ্ঠ কি বীণাতন্ত্রী কি অন্য কোন বস্তুজাত ধ্বনির নীচ হইতে উচ্চতা-যুক্ত ধ্বনি-রেখাকে ২২ অংশ করিয়া ২২ শ্রুতি অবধারিত করা হইয়াছে এই ২২ শ্রুতিতে ৭ স্বর শুদ্ধ এবং তাহার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া

বিকৃত ১২ স্বর রচনা করিবার প্রথা নিম্নলিখিত রেখা দৃষ্টে অনুভব করা যাইতে পারে।

এই একত্রিত চারি শ্রুতির নাম সা অর্থাৎ ষড়্‌জ।
১— এই একত্রিত তিন শ্রুতিতে রি অর্থাৎ ঋষভ।
২— এই একত্রিত দুই শ্রুতিতে গ অর্থাৎ গান্ধার।
৩— এই একত্রিত চারি শ্রুতিতে ম অর্থাৎ মধ্যম।
৪— এই একত্রিত চারি শ্রুতিতে প অর্থাৎ পঞ্চম।
৫— এই একত্রিত তিন শ্রুতিতে ধ অর্থাৎ ধৈবত।
৬— এই একত্রিত দুই শ্রুতিতে নি অর্থাৎ নিষাদ।
৭—

শ্রুতি ও শ্রুতিতে স্বর স্থাপনার বিষয় শার্ঙ্গদেব ও সিংহ ভূপাল অতি বিশদরূপে উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শ্রুতি ও স্বর কি? যদি বুঝিতে চাও—তবে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন কর। দুইটি বীণা সর্ব্বাংশে সমানরূপে প্রস্তুত কর। "**এক বীণেব ভাসেতে যথা দ্বে অপি ধ্বনতঃ**।" দুইটি বাজাইলে যেন ঠিক একটি বীণা বাজিতেছে বলিয়া জ্ঞান হয়। প্রত্যেক-টিতে ২২ বাইশটি করিয়া তন্ত্রী থাকিবেক। যতদূর মন্দ্র হইতে পারে অথচ রঞ্জকতার ব্যাঘাত না হয় এরূপ মন্দ্র করিয়া প্রথম তন্ত্রটি বাঁধ। "**দ্বিতীয়স্তু ধ্বনির্মনাক্**" দ্বিতীয়টি তাহা অপেক্ষা অল্পোচ্চ করিয়া বাঁধ। "**মধ্যে ধ্বন্যন্তরাশ্রুতেঃ**" দ্বিতীয়টি

এরূপ অল্প উচ্চ হইবে যে তদুভয়ের মধ্যে যেন আর স্বতন্ত্র বিসদৃশ ধ্বনি উৎপন্ন হয় না। তাহার নীচে আর একটি তন্নিম্নে আর একটি, — ক্রমে বাইশটি তন্ত্রী বাঁধ। এই দ্বাবিংশতি তন্ত্রী হইতে উৎপন্ন দ্বাবিংশতি ধ্বনি ঐ শ্রুতি শব্দের বাচ্য। এই দ্বাবিংশতি শ্রুতিতে সপ্তস্বর স্থাপনের বিধি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্ত্রীগুলিকে যদি বিন্দু মনে কর— তবে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তন্ত্রী লোপ করিয়া চতুর্থ তন্ত্রী বা বিন্দু স্থানে ষড়্জ অর্থাৎ সা স্থাপন কর। সপ্তম বিন্দু স্থানে রি; নবম বিন্দু স্থানে গ; ত্রয়োদশ বিন্দু স্থানে ম; সপ্তদশ বিন্দু স্থলে প; বিংশ বিন্দু স্থানে ধ; দ্বাবিংশ বিন্দু বা তন্ত্রী স্থানে নি স্থাপনা কর। শার্ঙ্গদেব ও সিংহ ভূপাল এইরূপে শ্রুতি ও স্বরস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া তাহার পরীক্ষা ও শ্রুতি বিষয়ক সুজ্ঞানের নিমিত্ত একটি "সারণা" নামক প্রকরণের উপদেশ করিয়াছেন। তাহা এ স্থানে ব্যক্ত করিতে গেলে গ্রন্থ বাহুল্য হয়। এক্ষণকার স্বরস্থাপনার রীতির সহিত এই প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীয় স্বরস্থাপনার অনেক প্রভেদ আছে। এক্ষণকার গায়কেরা ও গীতাচার্য্যেরা চতুর্থশ্রুতিতে সা-স্বরের স্থাপনা না করিয়া প্রথম শ্রুতিতেই সা-স্বরের স্থাপনা করেন। এই রীতিতে একটি মহান্ দোষ আছে। মনে কর, যদি প্রথম বিন্দু বা প্রথম শ্রুতি স্থানে ষড়জ স্বরের স্থিতি হয় তাহা হইলে নিষাদের এক শ্রুতি মধ্যসপ্তকের অধিকারে যাইয়া পড়ে। ইহা সঙ্গীত

শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। সপ্তক শব্দের সারার্থ এই যে, প্রথম স্বরবিন্দুকে ভিত্তি করিয়া অপর একবিংশতি স্বরবিন্দু অবিভাগে উচ্চারিত হইয়া যে একটি স্বর-রেখার উৎপত্তি করিয়াছে এবং সেই বিন্দুময় স্বর রেখাকে বিভাগ করিয়া যে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন স্বর উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারই নাম প্রথম সপ্তক। এই প্রথম সপ্তকের শেষ বিন্দুকে আদি-সীমা করিয়া যদি পুনশ্চ দ্বাবিংশতি বিন্দুময় স্বররেখা করিয়া তন্মধ্য হইতে সা রি গ ম প ধ নি বাহির করা যায়, তাহা হইলে তাহা দ্বিতীয় সপ্তক হইবে। মনুষ্য কণ্ঠে সার্দ্ধ দ্বিসপ্তক ও তন্ত্রীতে ত্রিসপ্তক পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইতে পারে।

শ্রুতি কি? এবং স্বর ও শ্রুতির প্রভেদ কি? ইহা নির্ণয় করিতে গিয়া সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, স্বর ও শ্রুতির প্রভেদ দুগ্ধ ও দধির প্রভেদের ন্যায়। অর্থাৎ দুগ্ধ হইতে যেমন দধি প্রকাশ পায় সেইরূপ শ্রুতি হইতেই ষড়্জাদি স্বর প্রকাশ পায়। যথা—

"তাভ্যঃ শ্রুতয়ঃ স্বর-রূপেণ জায়তে।"

সেই সকল শ্রুতি (সংযুক্ত হইয়া পুষ্ট ও) স্বর রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে,

"শ্রুতিস্থানে স্বরান্ বক্তুং নালং ব্রহ্মাপি তত্ত্বতঃ।
জলেষু চরতাং মার্গো মীনানাং নোপলভ্যতে॥"

অর্থাৎ জলেতে মৎস্য বিচরণের পথ যেমন উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ স্বর মধ্যে শ্রুতি সঞ্চরণ লক্ষ্য হয় না।

এক্ষণে নির্ণয় হইল যে, ২২ শ্রুতি হইতে ৭ স্বরের উদ্ভব হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন্ স্বরে কত শ্রুতি আছে? ইহার প্রমাণ ও তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"চতুর্ভ্যোজায়তে ষড়্জো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা।
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং গনী ষৌ রিধৌচ ত্র্যাত্মকৌ তথা।"

সা	৪
রি	৩
গ	২
ম	৪
প	৪
ধ	৩
নি	২
	২২

দোহাঁ।

"খরজ মদ্ধম পঞ্চম চারি।
দোদো গান্ হার নিখাদ বিচারি॥
রিখব ধৈবত তিনো জান।
বাঈস শ্রোরত হসাই জান॥"

শুদ্ধ ৭ স্বর বিশেষ বিশেষ স্থানে উচ্চারিত হয় বলিয়া অর্থাৎ মন্দ্র, মধ্য, ও তার-স্থান অবলম্বনে উচ্চারিত (উত্থান)

হয় বলিয়া তাহার ৩ প্রকার কল্পনা হইয়া থাকে। সে পক্ষ ধরিলে ২১ বিশুদ্ধ স্বর বলা যাইতে পারে। যথা—

"শুদ্ধাঃ সপ্ত স্বরাস্তে চ মন্দ্রাদিস্থানতস্ত্রিধা।

কথিত প্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া যদি স্বর সংস্থাপন করা যায় তাহা হইলেই সেই সেই স্বর গুলি বিকৃত হইয়া দাঁড়ায়। কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্বরের নির্দ্দিষ্ট শ্রুতি ভাঙ্গিয়া লইয়া অন্য এক স্বরে যোগ করিলে সেই উভয় স্বরই বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয় (তাহা এক্ষণে কোমল ও তীওর প্রভৃতি নামে চলিতেছে)। পরন্তু এতৎ পক্ষে একটু বিশেষ নিয়ম আছে এবং সেই নিয়ম বশতঃ বিকৃত স্বর ১২ টির অধিক হয় না।

স	২	প্রকার
রি	১	প্রকার
গ	২	ঐ
ম	২	ঐ
প	২	ঐ
ধ	১	ঐ
নি	২	ঐ

সঙ্গীত রত্নাকর এই বিষয়টি বিস্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যথা—

"তত্রৈব বিকৃতাবস্থা দ্বাদশ প্রতিপাদিতাঃ।
চ্যুতোঽচ্যুতো দ্বিধা ষড়্জো দ্বিশ্রুতির্বিকৃতোভবেৎ॥
সাধারণে কাকলিত্বে নিষাদস্য চ দৃশ্যতে॥
সাধারণে শ্রুতিং ষাড়্জী মধ্যমশ্চেৎ সমাশ্রয়েৎ।
চতুঃশ্রুতিত্বমাযাতি তদৈকোবিকৃতোভবেৎ॥
সাধারণে ত্রিশ্রুতিঃ স্যাদন্তরত্বে চতুঃশ্রুতিঃ।
গান্ধার ইতি তদ্ভেদৌ দ্বৌনিঃশঙ্কেন কীর্ত্তিতৌ॥
মধ্যমঃ ষড়্জবদ্দ্বেধাঽন্তরসাধারণাশ্রয়াৎ।
পঞ্চমোমধ্যমগ্রামে ত্রিশ্রুতিঃ কৈশিকে পুনঃ॥
মধ্যমস্য শ্রুতিং প্রাপ্য চতুঃশ্রুতিরিতি দ্বিধা।
ধৈবতোমধ্যমগ্রামে বিকৃতঃ স্যাচ্চতুঃশ্রুতিঃ॥
কৈশিকে কাকলিত্বে চ নিষাদস্ত্রিচতুঃশ্রুতিঃ।
প্রাপ্নোতি বিকৃতৌ ভেদৌ দ্বাবিতি দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥
তৈঃ শুদ্ধৈঃ সপ্তভিঃ সার্দ্ধং ভবন্ত্যেকোনবিংশতিঃ॥

এই সকল শ্লোকের সংক্ষেপার্থ এই যে, ষড়্জ স্বরটি দুই প্রকারে বিকৃত হয়। একের নাম চ্যুতষড়্জ, অপরের নাম অচ্যুতষড়্জ। ষড়্জসাধারণ অর্থাৎ নিষাদ স্বরটি যখন দ্বিতীয় সপ্তকীয় ষড়জের আদ্য শ্রুতি আশ্রয় করে তখন এই ষড়্জ স্বরটি আপনার স্থান চতুর্থশ্রুতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তৃতীয় শ্রুতিতে গিয়া অবস্থান করে, সুতরাং তখন ইহা বিকৃত এবং স্থান-চ্যুততা-হেতুক ইহা চ্যুতষড়্জ বলিয়া উক্ত হয়। আর

নিষাদ যখন কাকলী হয় অর্থাৎ তাদৃশ ষড়্জের দুই শ্রুতি গ্রহণ করে, তখন ষড়্জস্বরটির আয়তন দুই শ্রুতি হইয়া পড়ে কিন্তু স্বস্থানে অর্থাৎ চতুর্থশ্রুতিতেই থাকে, সুতরাং ষড়্জ স্বরটি স্বস্থানে থাকিলেও দুই শ্রুতির ন্যূনতাহেতু বিকৃত এবং তাহা অচ্যুতষড়্জ নামে উক্ত হয়। এইরূপে বিকৃতাব ষড়্জ স্বরটি দ্বিবিধ।

ঋষভ স্বরটি এক প্রকারেই বিকৃত হইয়া থাকে। ষড়জ সাধারণ অর্থাৎ নি-স্বরের পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যবস্থাকালে ঋষভ ষড়জ-স্বরের অন্তিম শ্রুতিটি গ্রহণ করে। ত্রিশ্রুতিক ঋষভ চতুঃশ্রুতি হইলে সুতরাং তাহাকে বিকৃত ঋষভ বলিতে হয়। রি এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকার হয় না।

গান্ধার স্বরটিরও দুই প্রকার বিকৃতি। সাধারণগান্ধার ও অন্তরগান্ধার। গ নিজে ২ শ্রুতি, কিন্তু যখন মধ্যমের প্রথম শ্রুতিতে উচ্চারিত হয়, তখন ত্রিশ্রুতি হইয়া সাধারণ গান্ধার এবং যখন দ্বিতীয়া শ্রুতিতে উচ্চারিত হয়, তখন ৪ শ্রুতি হইয়া অন্তরগান্ধার নামে খ্যাত হয়। গান্ধারের এই দুই প্রকার ভিন্ন অন্য প্রকার বিকৃতিত্ব নাই।

ষড়্জের ন্যায় মধ্যম স্বরটিরও দ্বিবিধ বিকৃতি। তাহা মধ্যম সাধারণে ও গান্ধারের অন্তরতা কালেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মধ্যম গ্রামে, পঞ্চম স্বরটি স্বীয় উপান্ত্য শ্রুতিতে অর্থাৎ

তৃতীয় শ্রুতিতে প্রকট হইলে একশ্রুতি হীন হওয়ায় ত্রিশ্রুতিক হইয়া পড়ে। ইহা এক প্রকার বিকৃত পঞ্চম। এবম্ভূত পঞ্চম মধ্যমের এক শ্রুতি লইলে অর্থাৎ মধ্যম স্বীয় উপান্ত্য শ্রুতিতে উচ্চারিত হইলে, চতুঃশ্রুতিত্ব লাভে বিকৃতভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পঞ্চমেরও দ্বিবিধ বিকৃতি।

ধৈবতের এক প্রকার মাত্র বিকার। ধ-স্বরটী পঞ্চমের অন্ত্যশ্রুতি লাভে (মধ্যম গ্রামে) চতুঃশ্রুতি সম্পন্ন হইয়া তাদৃশ বিকার প্রাপ্ত হয়।

নিষাদ স্বরটি স্বরূপতঃ দ্বিশ্রুতিক, কিন্তু প্রথোমক্ত ষড়্‌জ সাধারণতা কালে দ্বিতীয় সপ্তকীয় ষড়জের প্রথম শ্রুতি আশ্রয় করিয়া ত্রিশ্রুতিক এবং যখন কাকলী হয় তখন তাহার দুই শ্রুতি গ্রহণ করিয়া চতুঃশ্রুতিক হইয়া দাঁড়ায় সুতরাং নিষাদের দুই প্রকার বিকার। এইরূপ ব্যবস্থা অনুসারে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সমুদায়ে দ্বাদশ প্রকার বিকৃত স্বর আছে।

শ্রুতির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিত এই সকল বিকৃত স্বরগুলি কণ্ঠ-গীতে ছাত্রের পক্ষে সহজ বোধ্য নহে। সেতারের পর্দাতে ইহা উত্তম বুঝা যাইতে পারে। শ্রুতি ও তদনুগত নিয়ম অনু-সারে আবদ্ধ ১৯ খানি পর্দায় তিন সপ্তকের ২১ খানি শুদ্ধ স্বর সহজেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। বিকৃত স্বরগুলি প্রকাশ করিতে হইলে তন্ত্রী আকর্ষণ করিয়া অথবা পর্দা সরাইয়া প্রকাশ

করিতে হয়। পর্দ্দার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে, পর্দ্দাগুলি সম অন্তর বাঁধা নহে। সমান্তর না হইবার অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে স্বরগুলি সম-অন্তর নহে, ইহা ও একটি কারণ। কোন্ কোন্ স্বর ৪ শ্রুতি এবং কোন্ কোন্ স্বর ২।৩ শ্রুতির সমষ্টি, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সেতার

⋮ _স (৪ শ্রুতির মাথায়)
⋮ _রি (৩ শ্রুতির মাথায়)
: _গ (২ ,, মাথায়)
⋮ _ম (৪ ,, মাথায়)
⋮ _প (৪ ,, মাথায়)
⋮ _ধ (৩ ,, মাথায়)
: _নি (২ শ্রুতির মাথায়)
⋮ _সা (৪ শ্রুতির মাথায়)

এক্ষণে পর্দ্দা সরাইয়া বিকৃত (কোমল তিওর) কর। সা নি—স্বরের ১ শ্রুতি লইতে পারে। লইলে তাহা অচ্যুত ষড়জ হইবে। নীর পর্দ্দাখানি সা'র দিকে ১ শ্রুতি সরাইয়া লইলেই উহা সম্পন্ন হইবে। আর এক শ্রুতি ত্যাগ (নির দিকে) করিলে তাহা চ্যুত ষড়জ হইবে।

এইরূপে শুদ্ধ ৭ স্বর, তৎপরে তাহার বিকার ১২ স্বর, সমুদায়ে ১৯ স্বর, গীত হইত। তৎপরে ক্রমে রাগ রাগিণীর

সৃষ্টি। রাগ রাগিণী আর কিছুই নহে, কেবল উল্লিখিত স্বর শ্রেণীকে ছন্দঃ ও অলঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত করিয়া এক একটী আকৃতি নির্ম্মাণ করা মাত্র। তাহা কর্ণে প্রবেশ করিলে মন মোহিত হয় ও অনুরক্তি জন্মে বলিয়া রাগ নাম হইয়াছে।

এই স্বরের মধ্যে আবার ৪ প্রকার ভেদ আছে। বাদী (১) সংবাদী (২) বিবাদী (৩) অনুবাদী (৪)। যথা—

ते वादि-सम्वादि-विवाद्यनुवाद्यास्त्रिधा पुनः।
स्वरास्त्वनुविधाः प्रोक्तास्तत्र स वादी कथ्यते॥
प्रचुरो यः प्रयोगेषु वक्ति रागादिनिश्चयम्।
समश्रुतिश्च सम्वादी पञ्चमस्य समः क्वचित्॥
गनी विवादिनौ स्यातां रिधयोर्वा तु तौ तयोः।
अनुवादी भवेच्छेष इति पण्डितसम्मतम्॥

অর্থাৎ গীত প্রয়োগ সময়ে, যে স্বর প্রাচুর্য্য হেতুক রাগের বোধক হয়, তাহা বাদী স্বর। পঞ্চমের সম শ্রুতি স্বর সম্বাদী। গান্ধার আর নিষাদ, ঋষভ ও ধৈবতের ক্রমান্বয়ে বিবাদী; এইরূপ ঋষভ ও ধৈবত, গান্ধার আর নিষাদের ক্রমান্বয়ে বিবাদী। বাদী সম্বাদী বিবাদী লক্ষণ স্পর্শ না করিলেই তাহা অনুবাদী হইবে।

সংগীতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করে যে, উচ্চ উচ্চ স্বর হইলেই উচ্চ উচ্চ গ্রাম হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে। গ্রামের একটু বিশেষ নিয়ম আছে। যথা—

"স্বরাণাং সুব্যবস্থানাং সমূহো গ্রাম উচ্যতে।"
"পঞ্চমস্থে নির্বিকারঃ ষড়জগ্রামস্তদোচ্যতে।
সোপান্তশ্রুতি-সংস্থোঽয়ং গ্রামঃস্যান্মধ্যমস্তথা ॥"
"গ্রামঃ স্বর-সমূহঃ স্যান্মূর্চ্ছনাদেঃ সমাশ্রয়ঃ।
তৌ দ্বৌ ধরাতলে তত্র স্যাৎ ষড়্জগ্রাম আদিমঃ॥
দ্বিতীয়ো মধ্যমগ্রামস্তয়োর্লক্ষণমুচ্যতে।
ষড়্জগ্রামঃ পঞ্চমে স্বচতুর্থশ্রুতিসংস্থিতে॥
স্বোপান্ত্যশ্রুতিসংস্থেঽস্মিন্ মধ্যম-গ্রাম ইষ্যতে।
যদা ধস্ত্রিশ্রুতিঃ ষড়্জে মধ্যমে তু চতুঃশ্রুতিঃ।
রিময়োঃ শ্রুতিমেকৈকাং গান্ধারশ্চেৎ সমাশ্রয়েৎ।
প শ্রুতিং ধো নিষাদস্তু ধ শ্রুতিং সশ্রুতিং শ্রিতঃ।
গান্ধারগ্রামমাচষ্টে তদা তং নারদোমুনিঃ।
প্রবর্ত্ততে স্বর্গলোকে গ্রামোঽসৌ ন মহীতলে॥"

অর্থ—মূর্চ্ছনাদির আশ্রয়ভূত স্বর সমূহের সুব্যবস্থার নাম গ্রাম। তন্মধ্যে ধরাতলে ২ গ্রাম গীত হইয়া থাকে। আদিম ষড়জ গ্রাম, ২য় মধ্যম গ্রাম। এই দুইয়ের লক্ষণ উক্ত হইতেছে। যথা পঞ্চম স্বর স্বীয় চতুর্থ শ্রুতিতে থাকিলে অর্থাৎ নির্বিকার থাকিলে তৎ-সম্বলিত স্বরসমূহ ষড়্জ গ্রাম, আর সেই পঞ্চম উপান্ত্যশ্রুতিস্থ হইলে তৎসংযুক্ত স্বরসমূহ মধ্যম গ্রাম।

গ্রাম হইতে মূর্চ্ছনার জন্ম। মূর্চ্ছনা প্রতি গ্রামে প্রধানতঃ সাত সাতটি। ক্রমান্বয়ে আরোহণ অবরোহণ ক্রিয়া সম্বদ্ধ

স্বরসমূহের নাম মূর্চ্ছনা। এই মূর্চ্ছনা বীণাযন্ত্রে সুস্পষ্টবোধ্য। কোহলীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয়। যথা—

সপ্তৈব মূর্চ্ছনাস্তাশ্চ প্রতিগ্রামং প্রকীর্ত্তিতাঃ।
আদিদ্বিত্রিচতুঃ পঞ্চ ষট্ সপ্তস্বরসংমতাঃ॥
ষড্জান্নিষাদপর্য্যন্তং নিষাদাদ্ধৈবতান্তকম্।
ধৈবতাৎপঞ্চমান্তন্তু পঞ্চমান্মধ্যমান্তকম্॥
ঋষভাৎ সান্তমিত্যাহুঃ ষড্জগ্রামস্য মূর্চ্ছনাঃ॥

অস্য প্রয়োগঃ।

স রি গ ম প ধ নি, নি স রি গ ম প ধ, ধ নি স রি গ ম প, প ধ নি স রি গ ম, ম প ধ নি স রি গ, গ ম প ধ নি স রি, রি গ ম প ধ নি স।

সঙ্গীতে প্রধানতঃ প্রতি গ্রামে সাতটি করিয়া মূর্চ্ছনা কথিত হইয়াছে তাহা প্রথম, দ্বি, ত্রি, চতুঃ, পঞ্চ, ষট্ ও সপ্ত স্বরে অনুগত। ষড়জ হইতে নিষাদ পর্য্যন্ত—নিষাদ হইতে ধৈবত পর্য্যন্ত—ধৈবত হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত—পঞ্চম হইতে মধ্যম পর্য্যন্ত—মধ্যম হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত—গান্ধার হইতে ঋষভ পর্য্যন্ত—ঋষভ হইতে পুনরপি সা পর্য্যন্ত। এইরূপ স্বর পরিচালনাত্মক মূর্চ্ছনাকে ষড়জ-গ্রামীয় মূর্চ্ছনা বলে। (উপরের লিখিত উদাহরণ দেখ।)

অনন্তর মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

" अथोच्यन्ते पुरोधाय मध्यम-ग्राममूर्च्छना।
माद्‌गान्तं गाद्‌वृषभान्तं ऋषभात् सान्तमिष्यते ॥
सान्नन्तं नैधैवतान्तं धात् पान्तं पाच्च मान्तकम्।"

অস্যোদাহরণম্।

ম প ধ নি স রি গ, গ ম প ধ নি স রি, রি গ ম প ধ নি স,
স রি গ ম প ধ নি, নি স রি গ ম প ধ, ধ নি স রি গ ম প,
প ধ নি স রি গ ম।

ম হইতে গ পর্য্যন্ত,—গ হইতে রি পর্য্যন্ত,—রি হইতে সা পর্য্যন্ত,—সা হইতে নি পর্য্যন্ত,—নি হইতে ধ পর্য্যন্ত,—ধ হইতে প পর্য্যন্ত,—প হইতে ম পর্য্যন্ত। এইরূপ স্বর-ব্যবস্থাঘটিত মূর্চ্ছনা মধ্যম-গ্রামীয় মূর্চ্ছনা। (উপরের লিখিত উদাহরণ দেখ।) গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা লৌকিক গীতের অনুপযোগী বলিয়া বিশেষ করিয়া বলেন নাই। "**गमपध नि सरीति गान्धारग्राममूर्च्छना**" এইরূপ সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন।

অপিচ, সঙ্গীত শাস্ত্রে মূর্চ্ছনার নাম কল্পনা করা আছে। যথা—

" ललिता मध्यमा चित्रा रोहिणी च मतङ्गजा।
सौवीरी शुद्धमध्या च षड्‌ज-मध्या च पञ्चमी ॥
मत्सरी मृदुमध्या च शुद्धान्ता च कलावती।
तीव्रा रौद्री तथा ब्राह्मी वैष्णवी खेचरा चरा ॥

सदावती विशाला च विष् ग्रामेष् मूर्च्छना।
एकविंशतिरित्युक्ता मूर्च्छनास्वन्द्रमोलिना॥

ইহার অর্থ সহজ, মূর্চ্ছনার নাম ভিন্ন ইহাতে অন্য কিছু নাই। এই একবিংশতি মূর্চ্ছনা প্রধান, ইহা ভিন্ন অন্যান্য বহুতর মূর্চ্ছনা আছে।

কোহল-কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ অপেক্ষা সঙ্গীত-দর্পণে কিছু এই সকল বিষয়ের বৈশদ্য দেখা যায়। ভারতবর্ষে এক সময়ে সঙ্গীত ও সংস্কৃত ভাষার কি পর্য্যন্ত চর্চ্চা হইয়াছিল তাহা বোধ-গম্য করাইবার নিমিত্ত সঙ্গীত-রত্নাকর হইতে মূর্চ্ছনানিয়ামক কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

" क्रमात् स्वराणां सप्तानामारोहश्चावरोहणम्।
मूर्च्छेनत्युच्यते ग्रामत्रये ताः सप्त सप्त च॥
स्थान-त्रय-समायोगे मूर्च्छनारम्भसम्भवः।
तत्र मध्यस्थ-षड्जेन षड्ज-ग्रामस्य मूर्च्छना॥
पूर्व्वमारभ्यते नेस्तु निषादाद्यैरधस्तनैः।
मध्य-मध्यम-मारभ्य मध्यमग्राम-मूर्च्छना॥
आद्या नेस्तदधोधस्तः स्वरानारभ्य षट्क्रमात्।
षड्जेनुत्तर-मन्द्राद्या रजनी चोत्तरायता॥
शुद्धषड्जा मत्सरीकृतास्वक्रान्ताभिरुद्गता।
सौविरी मध्यमग्रामे हारिणाश्वा ततःपरम्॥
स्यात् कलोपनता शुद्धा मध्यमा चैव सौरवी।

हृष्यका सप्तमी प्रोक्ता मूर्च्छनेत्यभिधा इमाः ॥
नन्दा विशाला सुमुखी विचित्रा रोहिणी सुखा।
आलापाचेति गान्धार-ग्रामे स्युः सप्त मूर्च्छनाः ॥
पृथक् चतुर्विधाः शुद्धाः काकलीकलितास्तथा ।
सान्तरास्तद्द्वयोपेताः षट्पञ्चाशत्तु मूर्च्छनाः ।
यदा निषाद-संज्ञैकः श्रुति-द्वन्द्वं समाश्रयेत् ।
तदूर्द्ध्वमाद्य काकली तदा सा कथ्यते बुधैः ॥
यदाश्रयति गान्धारोमध्यमस्य श्रुतिद्वयम् ।
तदासावन्तरः प्रोक्तोमुनिभिश्चर्तुसन्धिवत् ॥
मूर्च्छनायां यावतिथौ भवेतां षड्जमध्यमौ ।
ग्रामयोस्तावतिथ्यैव मूर्च्छना सा प्रकीर्त्तिता ॥
प्रथमादिस्वरारम्भादेकैका सप्तधा भवेत् ॥
तासूच्चार्य्यान्त्यस्वरान् तान् पूर्व्वानुच्चारयेत् क्रमात् ॥
ते क्रमाः कथितास्तेषां संख्या नेत्राङ्करामतः ॥ इत्यादि ।

পূর্ব্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তদ্দ্বারাই এই সকল শ্লোক গতার্থ হইয়াছে। সুতরাং ইহার আর অনুবাদ দিলাম না। ফল,

"यत्र स्वरोमूर्च्छित एव रागतां
प्राप्तश्च तामाऊरतश्च मूर्च्छनाम्।
ग्रामोद्भवास्ततुस्वर-सम्प्रयुक्ता
स्ताना भवेयुः पुनरेकविंशतिः ॥

যেহেতু স্বর সকল মূর্চ্ছিত অর্থাৎ বর্দ্ধিত ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট

হইয়াই রাগভাব প্রাপ্ত হয়, এই হেতু ইহার নাম মূর্চ্ছনা। আবার এইরূপ স্বর-প্রয়োগের প্রভেদ হইতেই তানের উৎপত্তি, এবং তাহারও সংখ্যা প্রধানতঃ ২১ একবিংশতি।

মূর্চ্ছনা হইতে তানের জন্ম। এই তান দ্বিবিধ। শুদ্ধ ও কূট। তাহারই ভেদ অপূর্ণতান ও পূর্ণতান।

যদা তু মূর্চ্ছনাঃ শুদ্ধাঃ ষাড়বৌড়বিতীকৃতাঃ।
তদা তু শুদ্ধতানা স্যুঃ মূর্চ্ছনাস্বাত্র ষড়্জগাঃ॥
সপ্ত-ক্রমাত্ যদা হীনাঃ স্বরৈঃ সরিপসপ্তমৈঃ।
তদাষ্টাবিংশতি-তানাঃ ষাড়বাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

অর্থ,—মূর্চ্ছনা যখন শুদ্ধ থাকে ও যখন তাহাকে ষাড়ব ঔড়ব করা হয় তখনই শুদ্ধ তান এবং এই শুদ্ধ তানে ষড়্জ-থাকে। ক্রমে স রি গ ও সপ্তম স্বর দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া গামিনী মূর্চ্ছনা ষাড়ব তান সংখ্যা অষ্টাবিংশতি হয়।

যদা তু মধ্যমগ্রামে মূর্চ্ছনা সরিগোজ্‌ঝিতাঃ।
সপ্ত ক্রমাত্ যদা তানাঃ স্যুস্তদা ত্বেকবিংশতিঃ॥

মর্ম্মার্থ এই যে—যখন মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা স রি গ বর্জ্জিত হয় তখন ক্রমানুযায়ী ২১ ষাড়ব তান হয়।

এবমেকোনপঞ্চাশন্মিলিতাঃ ষাড়বা মতাঃ।
সপাভ্যাং দ্বিশ্রুতিভ্যাঞ্চ রিধাভ্যাং সপ্ত বর্জ্জিতাঃ॥
ষড়্জগ্রামে পৃথক্ তানা একবিংশতিরৌড়বাঃ।

মর্ম্মার্থ।

ষাড়ব তান সমুদায়ে ৪৯। স প ও গ নি তথা রি ধ ক্রমা-ন্বয়ে মূর্চ্ছনায় বর্জিত হইলে ষড়জ গ্রামে ২১ ওড়ব তান হয়।

ত্রিশ্রুতিভ্যাং দ্বিশ্রুতিভ্যাং মধ্যমগ্রামমূর্চ্ছনাঃ।
যদা হীনাস্তদা তানাশ্চতুর্দ্দশ সমীরিতাঃ॥
ঔড়বা মিলিতাঃ পঞ্চ ত্রিংশৎ গ্রামদ্বয়ে স্থিতাঃ।
সর্ব্বে চতুরশীতিঃ স্যুর্মিলিতাঃ ষাড়বৌড়বাঃ॥

তাৎপর্য্যার্থ এই যে, মধ্যম গ্রামে ত্রিশ্রুতি ও দ্বিশ্রুতি অর্থাৎ গ নি ক্রমান্বয়ে বর্জিত হইয়া অর্থাৎ প রি ১৪ ঔড়ব তান হয়। সমুদায়ে ৩৫ তান। এইরূপে ২ গ্রামে ৮৪ টি শুদ্ধ অসম্পূর্ণ তান আছে।

অসম্পূর্ণাশ্চ সম্পূর্ণা ব্যুৎক্রমোচ্চারিতাঃ স্বরাঃ।
মূর্চ্ছনাঃ কূটতানাঃ স্যুরিতি শাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥

তাৎপর্য্য—মূর্চ্ছনা স্বর ব্যুৎক্রমে (অর্থাৎ উল্লুতপ্লুত রীতিতে) অসম্পূর্ণা বা সম্পূর্ণা উচ্চারিত হইলে গীতশাস্ত্রে ঐ ঐ মূর্চ্ছ-নাকে কূট তান কহে।

পূর্ণাঃ পঞ্চসহস্রাণি চত্বারিংশদ্যুতানি চ।
একৈকস্যাং মূর্চ্ছনায়াং—

এক এক মূর্চ্ছনাতে ৫০৪০ পাঁচ হাজার চল্লিশটি করিয়া শুদ্ধ, কূট ও পূর্ণ তান আছে, অপূর্ণ তান ইহার অনেক অধিক।

প্রধান মূর্চ্ছনার নাম—ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিণী, মতঙ্গজা, সৌবীরা, মধ্যমধ্যা, ষড়জমধ্যা, পঞ্চমী, মৎসরী, মৃদু-মধ্যা, শুদ্ধান্তা, কলাবলী, তীব্রা, রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, খেচরা, চরা, সদাবতী, বিশালা (২১)।

কাব্যে যেমন স্থায়ীভাব ও সঞ্চারীভাব প্রভৃতি আছে, গানের মধ্যেও তাহা আছে। কাব্যের যেমন রস আত্মা, গানেরও তদ্রূপ। সুতরাং গান-কার্য্যেও স্থায়ী আদি লক্ষণ আছে।

গান-ক্রিয়া বর্ণ নামে উক্ত হইয়াছে। সেই বর্ণ ৪ প্রকার নিরূপিত আছে। স্থায়ী, অবরোহী, আরোহী ও সঞ্চারী। যথা—

गान-क्रियोच्यते वर्णः स चतुर्द्धा निरूपितः।
स्थाय्यारोह्यावरोहीच सञ्चारीत्यथ लक्षणम् ॥
स्थित्वा स्थित्वा प्रयोगः स्यादेकैकस्य स्वरस्य यः।
स्थायी वर्णः स विज्ञेयः परावन्वर्थनामकौ ॥
एतत् सम्मिश्रणाद्वर्णः सञ्चारी परिकीर्त्तितः ॥

থাকিয়া থাকিয়া এক এক স্বরের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইলে তাহাকে স্থায়ী বর্ণ কহে। আরোহী ও অবরোহী বর্ণের লক্ষণ এই যে, উহার যেমন নাম তেমনি অর্থ (অর্থাৎ কার্য্যেও আরোহী অবরোহী)। ইহা মিশ্রিত করিয়া লইলে তাহা সঞ্চারী নামে কথিত হয়।

স্থায়ী বর্ণের আর একটি স্পষ্ট লক্ষণ আছে তাহা এই—

यत्रोपविश्यते रागः स्वरः स्थायी स कथ्यते।

যে রাগটি যাহাতে উপবেশন করে সেই স্বর স্থায়ী নামে উক্ত হয়।

(গ্রহাদি।)

"गीतादौ स्थापितो यस्तु स ग्रहस्वर उच्यते।
न्यासस्वरस्तु विज्ञेयोयस्तु गीत-समापकः।
बहुलत्वं प्रयोगेषु स अंशस्वर उच्यते।"

অর্থাৎ গীতের প্রারম্ভে যে স্বর স্থাপনা করা যায় তাহার নাম গ্রহস্বর। যে স্বরে গিয়া গীতটি সমাপ্ত হয় তাহাকে ন্যাসস্বর এবং প্রয়োগ কাল মধ্যে যে যে স্বর প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে অংশস্বর বলে। আবার কাব্যের ন্যায় গানেও অলঙ্কার আছে। গানের অলঙ্কার কি তাহা গীতানভিজ্ঞদিগের বোধগম্যের নিমিত্ত এস্থলে তাহার আংশিক লক্ষণ ব্যক্ত করিতেছি।

"विशिष्ट-वर्ण-सन्दर्भमलङ्कारं प्रचक्षते।
एकैकस्यां मूर্চ্ছनायां त्रिषष्टिर्गदिता बुधैः॥"

বিশেষ বিশেষ বর্ণ (স্থায়িপ্রভৃতি) সন্দর্ভের নাম অলঙ্কার। সংগীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে এক এক মূর্চ্ছনাতে ৬৩টি করিয়া অলঙ্কার আছে।

অলঙ্কারের প্রস্তারের অর্থাৎ সাজান নিয়মের নিদর্শন

স্বরূপ একটি উদাহরণ এই ঃ—সরি সরি গ, রিগ রিগ ম, গম গম প, মপ মপ ধ, পধ পধ নি, ধনি ধনি স।

(এইটি দ্বিতীয়)

স রি গ, রি গ ম, গ ম প, মপ ধ, প ধ নি, ধ নি স।

এইরূপ স্বর প্রস্তারের নাম অলঙ্কার। কলাবতেরা ইহা অত্যধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। অলঙ্কারের অত্যধিক ব্যবহারে কি মনুষ্য, কি কাব্য, কি সঙ্গীত কাহারও শোভা থাকে না।

স্বরবিজ্ঞানের বিষয় অত্যধিক বিস্তার না করিয়া এই স্থানেই শেষ করিলাম এতদ্দ্বারা অনুভূত হইবে যে, এক মাত্র ধ্বনি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যেরা কতদূর পর্য্যন্ত মনশ্চালনা করিয়াছিলেন।

সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রস্তাবটি লিখিবার সময় আমার পরমবন্ধু সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হুগ্‌লী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ ঘোষ আমার অনেক সহায়তা করিয়াছেন।

পাণিনি।

"Panini's work is indeed a kind of natural history of the Sanskrit language."

PROFESSOR GOLDSTÜCKER.

পাণিনি।

সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তিভূমি বা প্রথম প্রচার ভূমি এক্ষণে কোথায় ও কি নামে লোক-গোচর হইয়া আছে তাহা কে বলিতে পারে? এ ভাষার নির্ম্মাতা কে? কোন্ সময়ে ইহার সূত্রপাত হয়, এবং কোন্ সময়েই বা কোন দেশের লোকেরা ইহার প্রচার করিয়াছিল? কে কে ইহার উন্নতি করিয়াছিল? ইহা কি আদিমতম ভারতবাসিদিগের মাতৃভাষা ছিল? না তাঁহাদের অন্যবিধ ভাষা ছিল তাহাই সংস্কার পূর্ব্বক নিয়মবদ্ধ করিয়া, সংস্কৃত নাম দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন? এ সকল নির্ণয় করে কাহার সাধ্য। এই বর্ষীয়সী ভাষার উৎপত্তিকাল নির্ণয় করে কাহার সাধ্য। উপরে যে "পাণিনি" মুকুটার্পণ করিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলাম, উনি এই বর্ষীয়সী ভাষার কত নিম্নের বালক তাহা বলা যায় না। এমনি শুনিতে পাণিনি বৃদ্ধতম, কিন্তু এই ভাষার ক্রোড়ে বসাইয়া দেখিলে উহাঁকে সদ্যঃপ্রসূত শিশু বলিয়া বোধ হইবে।

এই ভাষার উৎপত্তিকাল চিন্তার পরপারে লুক্কায়িত

আছে। বুদ্ধির অগম্য পথে প্রোথিত আছে। আর তাহা পাওয়া যাইবে না।

যাহাঁরা সংস্কারক বা উন্নতি কারক তাঁহাদ্দিগকেও পাওয়া যাইবে না, তাঁহারা ইহলোকে নাই—অনেক শত বর্ষ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আর তাঁহাদিগকে পাওয়া যাইবে না! তবে আমাদেরই দুই পাঁচ জন পূর্ব্ব পুরুষ, যাঁহারা সংস্কৃত লইয়া কিঞ্চিৎকাল মাত্র ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুই একজনের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব পূর্ণ করিব মানস করিয়াছি। তন্মধ্যে পাণিনি, শীর্ষকে যাঁহার নাম অঙ্কিত করিয়াছি, তাঁহারই বিষয় যথাসাধ্য বলিবার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সংস্কৃত ভাষা এদেশীয়দিগের যত্নের ধন। এক সময়ে এদেশীয়েরা ইহার দ্বারা স্বর্গীয় সুধা পানের ক্ষোভ নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। ভাগুরি, ঔপমন্যব, যাস্ক, গালব, শাকল্য, জৈমিনী প্রভৃতি ঋষিকুলের নিকট ইনি দেবভাষা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা যত্নের সহিত ইহার পুষ্টিসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতঃপর এই সংস্কৃত ভাষা ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলী, শাকটায়ন, ব্যাড়ি, পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি প্রভৃতি আচার্য্যকুলের নিকট বিশেষ সমাদৃতা ছিলেন, তাঁহারাও যথাসাধ্য ইহাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত আচার্য্যদিগের মধ্যে

পাণিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। এখন আর পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত চলে না, সর্ব্বকনিষ্ঠ পাণিনির মতই এক্ষণে প্রবল। যদিও দুই একটি মত প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ চলে না, সে সকল গ্রন্থ লোপ হইয়াছে।

পাণিনির মত এত প্রবল কেন? তাঁহারই বা এত মান্য কেন? তিনি কোন্ দেশের লোক? কোন্ সময়ের লোক? কাহার্ পুত্র? এ সকল জানিবার জন্য অনেকেরই কুতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ইতঃপূর্ব্বে অনেক মহাত্মাকে সেই কুতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমিও তৎপথে পদার্পণ করিতেছি। যদি বল প্রয়োজন কি?—প্রয়োজন না থাকিলে অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তিরও বিষয়-প্রবৃত্তি হয় না। পাণিনির সময়াদি নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতা দোষে লিপ্ত হইয়াছেন, এবং নির্ম্মূল কল্পনার আশ্রয়ে থাকিয়া জিজ্ঞাসুদিগকে ভুল বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই জন্যই আমি তাঁহাদের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না থাকিয়া, স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছি।

আমারও যে ভুল হইবে না, ইহাও প্রত্যাশা করা যায় না; কেন না, অতীত বস্তুর যাথার্থ্য নির্ণয় দুঃসাধ্য। অতীত বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষের প্রভুতা নাই। প্রত্যক্ষ কেবল বর্ত্তমান লইয়াই থাকে। অনুমানও কখন কখন ভ্রম বুঝাইয়া দিয়া থাকে, যেহেতু অনুমান-প্রমাণটি প্রত্যক্ষ-সংসৃষ্ট। ভ্রান্ত

অনুমান বস্তুর দোষেও হয়, দেখিবার দোষেও হয়। আর একটি প্রমাণ আছে তাহার নাম 'ঐতিহ্য'। ঐতিহ্য কি? তাহা বলিতেছি। যাহা বৃদ্ধপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে তাহাই ঐতিহ্য। যদি কোন প্রবাদ বহুকাল হইতে অবিচ্ছেদে চলিয়া আইসে, তবে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করার রীতি আছে, কিন্তু তাহা সত্য না হইতেও পারে। অতএব অতীত বস্তুর যাথার্থ্য নির্ণয়পক্ষে যখন এত বাধা আছে, তখন আমিও যে অভ্রান্ত নির্ণয় করিতে পারিব ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে পদ্ধতিতে অতীত বস্তুর নির্ণয় হওয়া সুসম্ভব, সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, স্বেচ্ছাচারিতা দোষ ত্যাগ করিয়া, নির্ম্মূল কল্পনা বর্জন করিয়া, অতি সাবধানে নির্ণয় করিব, ইহাতে যতটুকু সত্যের আকর্ষণ সম্ভব, পাঠকগণ তাহাই পাইবেন।

পুরাতত্ত্ব জানিবার দুইটি মাত্র উপায় আছে। যুক্তি ও ঐতিহ্য। অবিচ্ছেদে ও ধারাবাহিকরূপে সমাগত বিশ্বাসযোগ্য জনপ্রবাদ, তৎকালের কি তৎপরবর্ত্তী কালের লিপি, ঘটনা-বিশেষের লুপ্তাবশেষ, প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্য, এ সমস্তই উহার আলম্বন। এই সকল অবলম্বন করিয়াই যুক্তি ও ঐতিহ্যের দ্বারা প্রাচীন বস্তু অনুসন্ধান করিতে হয়। যে যুক্তির কোন মূল নাই, যে যুক্তি পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ, এদিকে সংলগ্ন, অন্যদিকে অসংলগ্ন, এমন যুক্তি পরিত্যজ্য। ঐতিহ্য পক্ষেও

এই রীতি। এই রীতির অনুগত থাকিয়াই পাণিনির জীবনী নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

আচার্য্য হেমচন্দ্র স্বকৃত অভিধানচিন্তামণির মর্ত্যকাণ্ডে পাণিনির নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"**अथ पाणिनौ, शालातुरीयदाक्षेयौ।**"

শালাতুরীয় ও দাক্ষেয় এই দুইটি শব্দ পাণিনি নামক মুনি-বোধক। হেমচন্দ্রের এই লিপির দ্বারা ৭৫০ বৎসরের সংবাদ পাওয়া গেল। পাণিনি যে ৭৫০ বৎসর পূর্ব্বের লোক তাহা এই প্রমাণে নির্ণীত হইল। কিন্তু কত পূর্ব্বের? তাহা জানিবার জন্য প্রমাণান্তর অনুসন্ধেয়। বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচারক শঙ্করাচার্য্যকেও পাণিনির নামোল্লেখ করিতে দেখা যায়। যথা—

"**न च पाणिनिस्मृतिविरोधः—**"

(১ম অং)

এই লিপি অনুসারে নির্ণয় হইতেছে যে, পাণিনি ১০৮৯ বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, কেন না, শঙ্করাচার্য্য উক্ত পরিমিত কালের লোক। এতৎসম্বন্ধে "**निधिनागेऽभवन्नब्दे**" ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

জৈমিনীসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী* শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা বহুপ্রাচীন। কেননা শঙ্করাচার্য্য স্বকৃত বেদান্ত ভাষ্যের ১ম

* ইনি দীপ্ত স্বামীর পুত্র। ইহাঁর কৃত মীমাংসা দর্শনের টীকা ভিন্ন লিঙ্গানুশাসনের এক খানি টীকা আছে।

অধ্যায়ে "**यत्तु ब्राह्मणात्पर्य्यंविदामनुक्रमणम्**" এই উক্তি করিয়া, শবরস্বামীর বাক্য উল্লেখ করতঃ তাঁহাকে বৃদ্ধোচিত পূজা করিয়াছেন। এই বৃদ্ধতম শবরস্বামীও পাণিনির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"**नहि वृद्धिशब्देन अपाणिनेर्व्यवहारत**
आदैः प्रतीयेरन् पाणिनिकृतिमननुमन्य—"

(১ অং, ১ পাদ)

অতএব ইহার দ্বারা স্থির হইতেছে যে পাণিনি অন্যূন ১২।১৩ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। যেহেতু শবরস্বামীর কাল এক্ষণে উহার ন্যূন নহে। অমর সিংহকেও পাণিনির অনুসরণ করিতে দেখা যায়, সুতরাং পাণিনি ৫০০ খৃষ্টাব্দের বহুকাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা নিশ্চিত হইতে পারে। *

মগধেশ্বর শেষনন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের সমকালিক চাণক্য মুনিকেও পাণিনির সূত্রোল্লেখ করিতে দেখা যায়। যথা—'**अस्तेर्भूः**' '**ब्रुवोवचि**' '**आधारोऽधिकरणम्**' '**ध्रुवमपायेऽपादानम्**' এই সকল পাণিনিসূত্র তিনি স্বকৃত ন্যায়ভাষ্যে উদ্ধার করিয়াছেন। চাণক্য যখন পাণিনির উল্লেখ করিয়াছেন তখন নিশ্চয় হইতেছে যে, তিনি অবশ্য ২৩ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন এক অনির্দ্দিষ্ট কালের লোক।

* ভট্টকর্ণের মতে অমরসিংহ ৫০০ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

এস্থলে ন্যায়ভাষ্যজ্ঞ পাঠকের একটি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। সে সংশয় এই যে, ন্যায়-ভাষ্যে লেখা আছে তাহা বাৎস্যায়নকৃত; কিন্তু আমি বলিলাম উহা চাণক্যকৃত। এই সংশয়-ভঞ্জনের জন্য, চাণক্য ও বাৎস্যায়ন যে এক ব্যক্তি, এস্থলে তাহাও প্রমাণ করা যাইতেছে।

চাণক্যের একটি নাম নহে। পূর্ব্বকালে গুণ, বংশ, কার্য্য, ইত্যাদি বহু কারণবশতঃ এক ব্যক্তির বহু নাম থাকিত; সুতরাং চাণক্যেরও বহু নাম ছিল দেখা যাইতেছে। তাঁহার বাৎস্যায়ন, মল্লনাগ, কৌটিল্য, চাণক্য, দ্রামিল, পক্ষিলস্বামী, বিষ্ণুগুপ্ত ও অঙ্গুল এতগুলি নাম ছিল। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র স্বকৃত অভিধানচিন্তামণিতে এই সমস্তনামগুলিই পর্য্যায়বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"वात्स्यायने मल्लनागः कौटिल्यश्चणकात्मजः ।
"द्रामिलः पक्षिलस्वामी विष्णुगुप्तोऽङ्गुलश्च सः ।"

(মর্ত্যকাণ্ড।)

ন্যায়ভাষ্য যে চাণক্য-বাৎস্যায়নের কৃত তাহারও প্রমাণ আছে। উদ্যোতকর মিশ্র কৃত বার্ত্তিক, এবং বাচস্পতি মিশ্র-কৃত তাৎপর্য্য-টীকায় এই গ্রন্থ পক্ষিল স্বামী-কৃত বলিয়া উল্লেখ আছে। ন্যায়শাস্ত্রে যে পক্ষিল স্বামীর একটি স্বতন্ত্র মত আছে তাহা আধুনিক নৈয়ায়িকগণও অবগত আছেন। মল্লনাগ, পক্ষিল স্বামী, বাৎস্যায়ন এক ব্যক্তি এবং তিনিই চাণক্য।

এই চাণক্য নীতিশাস্ত্রে ও শব্দশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। শব্দশাস্ত্রে ইনি কোটিল্য-নামে বিখ্যাত। সংস্কৃত "মুদ্রারাক্ষস" নাটকের বহুতর স্থলে চাণক্যকে "কৌটিল্য" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এসকল আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, এজন্য এ সম্বন্ধের বিশেষ বিশেষ প্রমাণ-প্রয়োগ উদ্ধৃত করিলাম না।

চাণক্য পণ্ডিত যখন পাণিনির উল্লেখ করিতেছেন, তখন অবশ্য তিনি চন্দ্রগুপ্তের বা শেষনন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহার দ্বারা তদীয় কালসংখ্যাস্থলে অন্যূন ২৩০০ শত বৎসর গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতঃপর আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা কোন একটি নির্দ্দিষ্টকাল স্থির করা যাইতে পারে। আরোহ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ২৩০০ শত বৎসরে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। এক্ষণে অবরোহ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখা যাউক তাহাতেই বা কোথায় দাঁড়াইতে হয়।

কোন একটি নির্দ্দিষ্টকাল কেন্দ্র করিয়া অবরোহ প্রণালীতে ক্রমে অবতরণ করিয়া আসিতে হইবে।

কোন্ কালটিকে কেন্দ্র করা যাইবে? সর্ব্বসংহারক কাল যে সময়ে এই ভারতবর্ষে ভীষণ সংক্ষয় উপস্থিত করিয়াছিল, যে দিনটির অবসানে কালরাত্রিতুল্য করালরাত্রের মধ্যভাগে বটবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া দ্রোণপুত্র, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য

জীবশূন্য পৃথিবী দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, যে সংক্ষয়ের পর ভারত আর জাগ্রত হইল না, সেই সময়টিকে কেন্দ্র করিয়া নিম্নে আগমন করা যাইতেছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালটির উল্লেখ মহাভারতে আছে; কিন্তু তাহাতে একটি নির্দ্দিষ্টকাল-সংখ্যা পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থের অনুসরণ করা যাইতেছে। বরাহসংহিতানামক জ্যোতিগ্রন্থে এই কালটির স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণী নামক প্রাচীন ইতিবৃত্ত-গ্রন্থেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা—*

“ गतेषु षट्सु सार्द्धेषु त्र्यधिकेषु च वत्सरे ।

———————— अभवन् कुरुपाण्डवाः ॥

* কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়। উক্ত গ্রন্থকারেরা জনশ্রুতি মাত্র অবলম্বন করিয়া উক্ত কালসংখ্যা লেখেন নাই। জ্যোতির্গণনা ও অব্দব্যবহার তাহাতে প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের সময়েও যৌধিষ্ঠিরাব্দ প্রচলিত ছিল। বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ আরম্ভের সময় যৌধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ ছিল। এইরূপ আর্য্যভট্টীয় গ্রন্থেও যৌধিষ্ঠিরাব্দ বর্ত্তমান থাকার উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের বৃত্তান্তঘটিত মহাভারত, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের

রাজ্যকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল (সাত ভেয়ে তারা) মঘা নক্ষত্রে ছিল। ইহা অবলম্বন করিয়া উক্ত জ্যোতির্বেত্তারা বলিয়াছেন, যে উক্ত সপ্তর্ষিমণ্ডল শত বৎসর করিয়া এক এক নক্ষত্রভোগ করে। শত বৎসরান্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য নক্ষত্রে গমন করেন। সূর্য্যেয় যেমন এক মাসে এক রাশি ভোগ হয়, সেইরূপ সপ্তর্ষিমণ্ডলের ২২৫ বৎসরে এক রাশি ভোগ হয়। এতাদৃশ সপ্তর্ষিমণ্ডল যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে মঘা নক্ষত্রে ছিল, এক্ষণে আমরা উহাকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে দেখিতেছি। এই সকল প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় হইয়াছে, যে কলির ৬৫৩ বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহার পরেও যুধিষ্ঠিরেরা অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন। তাহাতে অনধিক ৭০০ বৎসর ধরা যাইতে পারে। এই যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ অর্জ্জুন, তৎপুত্র অভিমন্যু, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, তৎপুত্র জনমেজয়; এই জনমেজয়ের সমকালে নৈমিষারণ্যীয় ঋষিদিগের দ্বারা মহাভারত প্রচার হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আর মহাভারত প্রচার, এতন্মধ্যে অন্যূন ৩০০ শত বৎসর ব্যবধান আছে, ইহা বলিলে বোধ হয় সমধিক দোষ হয় না, এবং তাহা হইলে কলির সহস্র বৎসরান্তে মহাভারত প্রচার হইয়াছে ইহাও বলা যাইতে পারে। এই মহাভারতে পুরাতন কালের এবং তৎসমকালের যে কোন মহাত্মা, সকলেই সন্নিবিষ্ট আছেন, কিন্তু ইহাতে যাস্ক, পারস্কর, শাকটায়নাদির

উল্লেখ নাই। কেবল মহাভারত নহে, মহাভারতের পরবর্ত্তী অন্যান্য পুরাণেও নাই। যখন মহাভারতের পরবর্ত্তী বিষ্ণু-পুরাণ প্রভৃতি পুরাণসমূহের উৎপত্তিকালে যাস্ক পারস্করাদির অসত্তা নির্ণীত হইতেছে, তখন তাঁহারা নিশ্চিত তদপেক্ষা অন্যূন ৫০০ শত বৎসরের পরভাবিক। পাণিনি মুনি স্বীয় সূত্রে ঐ সকল ব্যক্তি অর্থাৎ যাস্ক, পারস্কর, শাকটায়ন, এবং ভারতীয় ব্যাস, তৎশিষ্য ও তৎপ্রশিষ্যাদির উল্লেখ করিয়া নিজের অনেক নিম্নবর্ত্তিত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল আলোচনা করিয়া দেখিলে। অবরোহ প্রণালীতে, কলির দুই সহস্র বৎসর বাদ দেওয়া যাইতে পারে। এখন পাঠকগণ দেখুন, পাণিনি মুনি কালপ্রাসাদের কোন্ সোপানটিতে বসিয়া ব্যাকরণসূত্র রচনা করিতেছেন, যুক্তি-চক্ষুতে দেখুন, বর্ত্তমান সময় হইতে অন্যূন ২৩০০ বৎসরের পূর্ব্বে এবং কলি-প্রবৃত্তির ২০০০ বৎসর পরে তিনি এই সন্ধি-স্থানটি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।

যুক্তি অবলম্বন করিলে পাণিনির সময় নির্ণয় সম্বন্ধে এতদাতিরিক্ত সত্যলাভ হইতে পারে না। এক্ষণে দেখা যাউক, ঐতিহ্য অবলম্বন করিলে কি হয়।

ঐতিহ্য অবলম্বন করিলেও উপরোক্ত নির্ণয় স্থির থাকে এবং তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না, বরং যুক্তিলভ্য সত্যটি দৃঢ় হয়। ঐতিহ্য গ্রহণ করিবার অবলম্বন অধিক নাই,

বৃহৎ-কথা এবং তাহারই সঙ্কলন কথাসরিৎসাগর* ও বৃহৎ-কথামঞ্জরী,† এই গ্রন্থত্রয় মাত্র আছে। এই গ্রন্থত্রয়েই পাণিনির জীবনীর ঐক্য আছে। অতএব বৃহৎ কথার উল্লেখমাত্র করিয়া তাহা হইতে ঐতিহাসিক সার কথা কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। পাঠকগণ ইহা মিলাইয়া দেখিলে যুক্তিলভ্য সত্যের সহিত বড় অধিক ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন না।

বৃহৎকথা বলেন, পাণিনি উপবর্ষ পণ্ডিতের ছাত্র। উপ-বর্ষ নামক একজন শব্দ-শাস্ত্রের আচার্য্য ছিলেন, তাহা আমরা গ্রন্থান্তরেও পাইয়াছি। যথা ;—

* সোমদেব ভট্ট এই গ্রন্থ, পৈশাচী ভাষায় রচিত গুণাঢ্যকৃত বৃহৎ কথা হইতে অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। বৃহৎকথা দুই সহস্র বৎসর গত হইল লিখিত হইয়াছে। সোমদেব ও রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থকর্ত্তা কহ্লণ পণ্ডিতের সমসাময়িক। ইহাঁরা উভয়ে কাশ্মীরদেশে অন্যূন এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

† এই গ্রন্থ ক্ষেমেন্দ্রকৃত। ইহা কথাসরিৎসাগর রচনার অতি অল্পকাল পূর্ব্বে বৃহৎকথা হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। ক্ষেমেন্দ্র আপনাকে ব্যাসদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি অনন্তদেবের সময় কাশ্মীর প্রদেশে শৈবদার্শনিক অভিনব গুপ্তাচার্য্যের নিকট অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার কৃত বৃহৎকথা-মঞ্জরীব্যতীত ভারতমঞ্জরী, রামায়ণমঞ্জরী, কালবিলাস, দশাবতারচরিত্র, সময়-মাতৃকা, ব্যাসাষ্টক, সুবৃত্ততিলক, লোকপ্রকাশ ও রাজাবলি প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে বর্ত্তমান আছে।

"যদাহ ভগবানুপবর্ষঃ বর্ণা এব হি শব্দাঃ"

(সূত্রভাষ্য ২ অং)

বৃহৎকথা বলেন, পাণিনি মধ্যদেশে ছিলেন। পাণিনি নিজেই 'শালাতুরীয়' নাম দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। শালাতুর নামক প্রদেশ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বাসভূমি ছিল, কিন্তু তিনি স্বয়ং তদ্দেশবাসী নহেন। ইহা পশ্চাৎ প্রতিপাদিত হইবে।

বৃহৎকথা বলিয়াছেন যে, পাণিনি নন্দের সমসাময়িক, পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তিতেও প্রায় তাহাই পাওয়া গিয়াছে।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে বৃহৎকথার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য লুক্কায়িত আছে। কেবল বৃহৎকথা কেন, কথাগ্রন্থমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে সত্য আছে। কোন এক সত্যভিত্তির উপর কথারচকেরা অলঙ্কার দিয়া বাহুল্য রচনা করিয়া থাকেন, ইহাই কথারচকদিগের স্বভাব। তদ্ভিন্ন আকাশকুসুমের ন্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলে উহা কথাগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত না, যেহেতু কথাগ্রন্থের লক্ষণই ঐরূপ। যথা ;—

"প্রবন্ধ-কল্পনাং স্তোকসত্যাং প্রাজ্ঞাঃ কথাম্বিদুঃ।
পরম্পরাশ্রয়া যা স্যাৎ সা মতাখ্যায়িকা বুধৈঃ॥"

অতএব যুক্তি-লভ্য অর্থের সহিত বৃহৎকথার যে যে অংশের সামঞ্জস্য আছে, তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? বৃহৎকথা পাণিনিকে নন্দের সমকালিক বলিয়াছেন, তাহা শেষ নন্দ না হইয়া নবনন্দের তৃতীয় কি চতুর্থ নন্দ হউক।

বৃহৎকথা বলিয়াছেন, পাণিনি ও ব্যাড়ি তুল্যকালিক, যুক্তি ও পাণিনি নিজে তাহাই বলিতেছেন।

আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকরের মতে পাণিনি খৃষ্টজন্মের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। ইউরোপীয় অন্যান্য পণ্ডিতগণের মতে তিনি খৃষ্টজন্মের ৪০০ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। তিব্বত-দেশীয় লামা তারানাথ তাঁহাকে নন্দের সমকালিক এই মাত্র বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন্ নন্দের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। যদি শেষ নন্দ হয় তবে তিনি তদীয় মতে খৃষ্টজন্মের ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। বঙ্গদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাচস্পতি তারানাথও এইরূপ স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি যে নন্দের তুল্যকালজন্মা চাণক্য-পণ্ডিত অপেক্ষা পাণিনি বহুল প্রাচীন এবং যাস্ক পারস্করাদির বহু অর্বাচীন। তখন তিনি কোন প্রকারেই শেষনন্দের সমকালিক হইতে পারেন না। আমাদিগের মতে তিনি দ্বিতীয় কি তৃতীয় নন্দের সমকালিক। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারি না, কেন না, তাহা হইলে তিনি ব্যাসের অধস্তন পঞ্চমশিষ্য এবং যাস্ক প্রভৃতিকে চিনিতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে স্বকৃত ব্যাকরণ-সূত্রে আনিতে পারিতেন না।

পাণিনি কোন্ দেশীয় লোক? তাঁহার বাসভূমি কোথায় ছিল? এ বিষয়েরও অন্বেষণ করা যাউক।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পাণিনির আর দুইটি নাম আছে, শালাতুরীয় এবং দাক্ষেয়। শালাতুরীয় নামটি দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শালাতুর নামক গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি বা বাসভূমি নির্ণয় করিয়াছেন। শালাতুর গ্রামটি গান্ধার (কান্দাহার) প্রদেশের অন্তর্গত, আধুনিক 'অটক' নামক স্থানের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে তিনি জন্মিয়াছিলেন বা এই স্থানে বাস করিতেন, ইহার কোন কথাটিতেই আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ, পাণিনি নিজেই শালাতুরগ্রাম তাঁহার বাসভূমি বলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—চতুর্থ অধ্যায়ে ৯০ সূত্রে, '**অভিজনশ্চ**।' এই সূত্র আর তাঁহার শালাতুরীয় নাম, এই দুই একত্র হইয়া একটি গূঢ় সত্য প্রকাশ করিতেছে। সেইটি এই যে, শালাতুর গ্রাম তাঁহার বাসভূমিও নহে এবং জন্মভূমিও নহে, তবে কি? উহা তাঁহার কুল-পুরুষদিগের জন্মভূমি এবং বাসভূমি। যথা—পাণিনি '**অভিজনশ্চ**' সূত্রের পূর্ব্বে '**সোহস্য নিবাসঃ**' এই একটি সূত্র করিয়াছেন। ইহার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, নিবাস ও অভিজন এই দুয়ের মধ্যে অবশ্য কিছু প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদটি বৃত্তিকার দেখাইয়া দিয়াছেন। যথা—

"**যত্র সংপ্রত্যুষ্যতে স নিবাসঃ যত্র পূর্ব্বৈরুষিতং সোঽভিজনঃ**"

যেস্থানে পূর্ব্ব পুরুষের বাস ছিল, তাহা অভিজন এবং যাহা বর্ত্তমান বাসস্থান তাহা নিবাস। এতাদৃশ অভিজন অর্থে

পাণিনি নিজে 'শালাতুরীয়' নামটি নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেন না,—'অভিজনশ্চ' এই সূত্রের পরে, অভিজন অর্থটির আকর্ষণ করিয়া, 'তূদীশলাতুরবর্ম্মতীকূচবারাড্ঢক্ছণ্ঢঞ্যকঃ' (৪। ৩। ৯৪) এই সূত্রটি নির্ম্মাণ করিয়া, শালাতুর শব্দের উপরে অভিজন অর্থে ঢক্ প্রত্যয় করিয়া 'শালাতুরীয়' রূপনির্ম্মাণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। অতএব পাণিনি নিজে যখন "শালাতুর" গ্রাম আপনার অভিজন বলিয়া জানিতেন, তখন আমরা তাঁহাকে শালাতুরবাসী বলিতে পারি না। সুতরাং পাণিনিকে বৃহৎকথার লিখিত মগধদেশবাসী বলিতে হইল। কেন না "অভিজনশ্চ" এই অর্থে নিষ্পন্ন শালাতুরীয় নামের দ্বারা বৃহৎকথার ঐতিহাসিক সত্যতা সপ্রমাণ হইতেছে।

বৃহৎকথার ইতিহাসাংশ যে কিয়ৎপরিমাণে সত্য, এবং পাণিনি যে এদেশীয়, তাহা পাণিনির 'দাক্ষেয়' এই তৃতীয় নাম দ্বারাও প্রকাশ পাইতেছে। যথা—"জীবতি তু বংশ্যে যুবা" এবং "অপত্যং পৌত্রপ্রভৃতি গোত্রম্" এই দুই সূত্রে, বংশ-পুরুষ জীবিত থাকিলে তদীয় প্রপৌত্র প্রভৃতি দূর-বংশীয়েরা 'যুবন্' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে বলিয়াছেন। এতদনু-সারে 'দাক্ষি' নামক ব্যক্তির জীবিত কালের মধ্যে, তৎ-পৌত্র কি প্রপৌত্র দাক্ষায়ণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দাক্ষায়ণ ও ব্যাড়ি এক ব্যক্তি। কেন না, পতঞ্জলি ব্যাড়ি-

কৃত লক্ষশ্লোকাত্মক-সংগ্রহ নামক গ্রন্থকে দাক্ষায়ণের কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

'**শোভনা খলু দাক্ষায়ণস্য সংগ্রহস্য কৃতিঃ**' ইত্যাদি।

অতএব, ব্যাড়ি বা দাক্ষায়ণের পিতামহ কি প্রপিতামহের নাম দাক্ষি এবং এই দাক্ষির কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম দাক্ষী। "**দক্ষস্যাপত্যং পুমান্ দাক্ষিঃ, দক্ষস্যাপত্যং স্ত্রী দাক্ষী।**" এই নির্ব্বচনলভ্য অর্থের অপ্রামাণ্য আশঙ্কা কস্মিন্ কালেও নাই। পাণিনি এই দাক্ষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, ইহাও তদীয় 'দাক্ষায়ণ' নাম দ্বারা লব্ধ হয় এবং '**দাক্ষী-পুত্রস্য ধীমতা**' ইত্যাদি স্পষ্ট প্রমাণ-বাক্যও আছে। এতদনুসারে, দাক্ষায়ণ বা ব্যাড়ির পিতামহ বা প্রপিতামহ দাক্ষির সহিত দাক্ষেয় বা পাণিনির মাতুল ভাগিনেয় সম্বন্ধ দাঁড়াইতেছে। দাক্ষির জীবদ্দশাতেই ব্যাড়ির পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল, এবং ব্যাড়ির জীবৎকালেও তদীয় পিতামহ বা প্রপিতামহ দাক্ষি নিশ্চিত জীবিত ছিলেন, তাহা না থাকিলে ব্যাড়ির 'দাক্ষায়ণ' নাম হইতে পারিত না। অতএব ব্যাড়ির নাম দাক্ষায়ণ *।

---

* ব্যাড়ির মাতার দাক্ষী নামটি গোত্রানুসারে হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত নাম নন্দিনী। এতদনুসারে ইহাঁর 'নন্দিনী-তনয়' একটি নাম। দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন বলিয়া 'বিন্ধ্যবাসী' নামও ছিল। আচার্য্য হেমচন্দ্র "**অথ ব্যাড়িঃ বিন্ধ্যবাসী নন্দিনীতনয়শ্চ সঃ।**" নামমালায় গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

আর পাণিনির নাম দাক্ষেয়, এই নাম দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, ব্যাড়ি ও পাণিনির বয়োগত ন্যূনাধিক্য থাকিলেও তাঁহারা পরস্পরকে দেখিয়া ছিলেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু ব্যাড়ি অপেক্ষা পাণিনি বয়োবৃদ্ধ হওয়াই অধিক সম্ভব। ইহা নিম্ন প্রদর্শিত চিত্র দেখিলেই প্রতীত হইবে।—

(বংশ পুরুষ)

দক্ষ।

দাক্ষি (পুত্র) — দাক্ষী (কন্যা)

দাক্ষি → ০ → ০ → ব্যাড়ি বা দাক্ষায়ণ

দাক্ষী → পাণিনি বা দাক্ষেয়

"**জীবতি তু বংশ্যে তদপত্যং যুবা**" পাণিনির এই লিপি অনুসারে দাক্ষির জীবদ্দশার সন্তান ভিন্ন যে দাক্ষেয় ও দাক্ষায়ণ নাম নিষ্পন্ন হয় না, সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকরের দৃষ্টিতে তাহা পতিত হয় নাই। সেই জন্যই তিনি পাণিনি ও ব্যাড়িকে তুল্য-কালিক বলিতে পারেন নাই এবং ঐ ভুলটি তাঁহার সকল সিদ্ধান্তের মূল শিথিল করিয়া রাখিয়াছে।

যুক্তি ও ঐতিহ্যের দ্বারা এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, পাণিনি অন্যূন সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসরের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; নবনন্দের দ্বিতীয় কি তৃতীয় নন্দকে তিনি জানিতেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা গান্ধার প্রদেশের শালাতুর গ্রামে বাস করিত, এবং তিনি স্বয়ং মগধাদি প্রদেশের কোনও একস্থানে বাস করিতেন। তিনি দক্ষ গোত্রের ও পণিন্ উপাধি-প্রাপ্ত কোন এক বিখ্যাত বংশের সন্তান, তাঁহার মাতার নাম দাক্ষী এবং তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। দাক্ষিণাত্যবাসী ব্যাড়ির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং দেখা সাক্ষাৎও ছিল। ইহাঁর পিতার নাম ঠিক্ জ্ঞাত হওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাম দেবল। কোন্ দেবল তাহা জানা যায় না। ফল মহাভারতীয় ঋষি দেবল নহেন। এক্ষণে আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকরের মত সমালোচিত হইতেছে।

গোল্‌ডষ্টুকরের মতে পাণিনি খৃষ্টজন্মের ৬০০ বৎসরের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু নন্দের তুল্যকালিক, ন্যায়-ভাষ্যে পাণিনি-সূত্র উদ্ধৃত হওয়াতে এই মতের মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে। এইরূপ অন্যান্য বহুবিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদিগের মতের অনৈক্য হওয়ায় আমরা দুঃখিত হইতেছি। কি করি, ঐতিহ্য ও যুক্তির বলে যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হয় তাহার অপমান করিতে পারি না। অতএব,

সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গ এবিষয়ে আমাদের প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন।

আচার্য গোল্‌ডষ্টুকর কেবল মাত্র ব্যাকরণ সূত্রের কতকগুলি কথা লইয়া তদীয় কাল, দেশ এবং তদানীন্তন গ্রন্থাবলীর যে স্বত্বা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক। বৈয়াকরণিক সঙ্কেত কেবল প্রচলিত সাধুশব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ দেখিয়া, তাহার সাধুতা সপ্রমাণ করিয়া দেয় মাত্র। এতদ্ভিন্ন কোন ইতিহাস নির্ণয় করিয়া দেয় না। প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগ ও সাধন-প্রণালী প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশেষ শব্দকে অর্থ বিশেষে ব্যবস্থাপনা করাই ব্যাকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু পারিভাষিক বা নিগূঢ় সঙ্কেতযুক্ত শব্দের উপর ব্যাকরণের কিছুমাত্র প্রভুতা নাই, সুতরাং ব্যাকরণের সহিত তাদৃশ শব্দের কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই। ইহা সত্য কি অসত্য, নিদর্শন দেখাইতেছি। পুরাণে একটি শব্দ আছে "**পঞ্চাম্র**" "**পঞ্চাম্ররোপী নরকং ন যাতি**" যে পঞ্চাম্র রোপণ করে তাহার নরকে গমন হয় না। এই পঞ্চাম্র শব্দটির অর্থ পাণিনি বলিবেন, পাঁচটি আম্রবৃক্ষ। বস্তুতঃ তাহা নহে। নিম্ব, অশ্বথ, বট, জাতিপুষ্প, দাড়িম্ব, এই সকল বৃক্ষ একত্র রোপণ করিলে তৎসমুদায়কে পঞ্চাম্র বলে, ইহাতে আম্রের নাম গন্ধও নাই, অথচ ইহা পঞ্চাম্র হইল।

যদিও পঞ্চাম্র শব্দটির উৎপত্তি পাণিনির পরে হইয়া থাকে

এমতও হয়, তথাপি তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যেরা বা ব্যাকরণ-কর্ত্তারা তাহা ত্যাগ করিবেন কেন? ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ব্যাকরণ-নিয়মের মধ্যে তাদৃশ শব্দের সমাবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই এবং তজ্জন্যই ব্যাকরণে তাদৃশ শব্দের বর্জন আছে।

আর একটী শব্দ আছে "ষোড়শী"। এই শব্দের অর্থ পাণিনি বলিবেন, ষোল সংখ্যার পূরণী। কাব্য লেখকেরা বলিবেন "যুবতী স্ত্রী।" পুরাণে বর্ণিত আছে, তীর্থস্থলে প্রদত্ত উনবিংশ পিণ্ড, আবার বেদে বলে, একটি যজ্ঞপাত্র অর্থাৎ সোমরস গ্রহণের পাত্র। এই ষোড়শী শব্দটি পাণিনি কি অন্য কোন ব্যাকরণের মতে যজ্ঞপাত্র বুঝা যায় না। যুক্তিতে দেখা যায়, ইহা পাণিনির পূর্ব্বে উৎপন্ন হইলে পাণিনি ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বস্বধন সোমের পাত্র বিস্মৃত হইয়া ষোল সংখ্যার পূরণ মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন না!! কিন্তু পাঠকগণ, বলিয়া দিতেছি, ইহা পাণিনির চিরপরিচিত যজুর্ব্বেদের সহস্র স্থানে আছে। **"अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति"** ইত্যাদি। অতএব, কেবল মাত্র ব্যাকরণ সূত্রের দ্বারা কোন ইতিবৃত্ত নির্ণয় হইতে পারে না। যেমন একমাত্র ব্যাকরণের দ্বারা কোন ইতিহাস নির্ণয় হয় না, সেইরূপ, এক শব্দকে দুই ব্যক্তি দুই অর্থে ব্যবহার করিল বলিয়া সেই দুই জনের মধ্যে একটা লম্বমান কালনিবেশ করাও যায় না।

এইরূপ শিথিল-মূল যুক্তির আশ্রয় লইয়া আচার্য্য গোল্ড-ষ্টুকর ন্যায়, সাঙ্খ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, উপনিষদ, আরণ্যক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমুদয় আর্ষ গ্রন্থকে পাণিনির পরভাবী বলিয়া লোকের বৃথা মোহ জন্মাইয়া দিয়াছেন। উল্লিখিত সমস্ত শব্দই পারিভাষিক। পারিভাষিক শব্দের দ্বারা যে ব্যাকরণের কাল নির্ণয় হয় না তাহা তিনি কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন নাই।

পাণিনির একটি সূত্র আছে "**অরণ্যান্ মনুষ্যে**" মনুষ্য অভিধেয়ে "**আরণ্যকঃ**" এই পদ নিষ্পন্ন হইবে। যথা—"**আরণ্যকো মনুষ্যঃ**" অর্থাৎ অরণ্যবাসী মনুষ্য। ইহা দেখিয়াই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনির পূর্ব্বে বা সময়ে আরণ্যক নামক বেদাংশ ছিল না। কিন্তু উহা মনু প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদিগের সময়ে ছিল। এই জন্যই বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার উল্লিখিত সিদ্ধান্তে ভ্রম আছে।

ন্যায় দর্শন ও সাঙ্খ্যদর্শন এই দুইটী পারিভাষিক শব্দ। পরিভাষাগুলি শিষ্যসম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে আমরা যাহাকে যোগদর্শন ও পাতঞ্জল-দর্শন বলি, তাহার প্রকৃত নাম "সাঙ্খ্য-প্রবচন"। আমরা যাহাকে উত্তর মীমাংসা ও বেদান্তদর্শন বলি, তাহার প্রকৃত নাম "উত্তরকাণ্ড"। এইরূপ উপনিষদ শব্দও সাঙ্কেতিক। পাণিনি মুনি, ব্যাস ও তাঁহার ক্রমানুসারে নিম্নবর্ত্তী পাঁচজন শিষ্যকে অর্থাৎ শিষ্য

প্রশিষ্য প্রভৃতিকে চিনিতেন, যুধিষ্ঠিরাদি রাজন্যবর্গকে চিনিতেন, ইহা তদীয় সূত্রে প্রকাশ আছে। ন্যায়, সাঙ্খ্য, আরণ্যক প্রভৃতি পাণিনির জ্ঞাত ছিল না, কিন্তু তাঁহার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী উল্লিখিত ব্যক্তিদের জ্ঞাত ছিল, ইহা কিরূপ সত্য! বিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করুন। উল্লিখিত ব্যক্তিরা যে উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় জ্ঞাত ছিলেন, তাহা সকল আর্ষ গ্রন্থেই প্রকাশ আছে। একটি নহে, দুইটি নহে, বহু পরিমাণ বচন আছে। এক দেশের নহে, দুই দেশের নহে, সকল দেশের পুস্তকেই তুল্য পাঠ আছে। অতএব সেই শ্লোকগুলি আধুনিক বলাও অল্প সাহসের কার্য্য নহে।

"**নির্ব্বাণোঽবাতে**" "**আশ্চর্য্যমনিত্যে**" এই সকল সূত্র দেখিয়া এবং ইহার "**অদ্ভুত ইতি বক্তব্যম্**" ইত্যাদি বৃত্তি ও ভাষ্য দেখিয়া গোল্‌ডষ্টুকর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনির পূর্ব্বে নির্ব্বাণ শব্দের মুক্তিবাচকতা দূরে থাকুক, সামান্য নিবিয়া যাওয়া অর্থও ছিলনা। আশ্চর্য্য শব্দেরও অদ্ভুতার্থদ্যোতকতা ছিলনা। আমরা এবিষয়ে তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না; যেহেতু তাহা নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র বলি যে, তিনি কি জন্য "**পানং দেশে**" এই সূত্র লইয়া বিচার করেন নাই? বোধ হয় তিনি, পান শব্দে তরল খাদ্য বুঝাইত কিনা তাহা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই বলিয়াই, ঐ সূত্রটীর আর উল্লেখ করেন নাই। পাঠকগণ কি "**পানংদেশে**" সূত্র আছে বলিয়া বলিতে

পারেন যে, পাণিনির পূর্ব্বে বা পাণিনির সময়ে 'পান' শব্দে দেশ বা স্থান বুঝাইত—তরল খাদ্য বুঝাইত না? ফলতঃ মহামহোপাধ্যায় গোল্‌ডষ্টুকর এই সকল স্থানে যে যে তর্ক উদ্ভাবন করিয়াছেন সমস্তই অমূলক। কেননা, পাণিনি সূত্রস্থান মাত্র রচনা করিয়া ছিলেন, বৃত্তি কি ভাষ্য তাঁহার নহে। অতএব অন্যের প্রদত্ত উদাহরণ দ্বারা পাণিনির সাময়িক ব্যবহার নির্ণয় হইতে পারেনা। এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একটী শব্দকে দুই ব্যক্তি দুই প্রকার অর্থে ব্যবহার করিলে যে তদুভয় ব্যক্তির মধ্যে একটী সুদীর্ঘকাল ব্যবধান থাকিবেক, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

আর একটি গুরুতর বিচার উত্থাপিত হইতেছে। পণ্ডিতবর গোল্‌ডষ্টুকর পাণিনি-সূত্রের মধ্যে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ দেখিতে পান নাই বলিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, পাণিনি অথর্ব্ববেদ অবগত ছিলেন না। অথর্ব্ববেদটী পাণিনির পর রচিত হইয়াছে। এইরূপ বাক্য ব্যক্ত করাতে তাঁহার বিলক্ষণ ভ্রম প্রকাশ পাইতেছে কি না, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন—"**আথর্ব্বণিক-স্যেকলোপশ্চ**" (৪।৩) "**কপি বোধাদাঙ্গিরসে**" "**দাণ্ডিনায়ন হাস্তিনায়নাথর্ব্বণিক**—" (৬।৪) এই সকল সূত্রে যে অথর্ব্ব-শব্দ আছে এবং আঙ্গিরস শব্দ আছে, তাহার অর্থ তৎকালে কি ছিল? আমরা দেখিতেছি, অথর্ব্ব শব্দের চতুর্থবেদবোধকতা ভিন্ন অন্য কোন অর্থ ছিল না। অথর্ব্ব শব্দের যদি চতুর্থ বেদ

কি তৎপ্রণেতা মুনি ভিন্ন অন্য অর্থ থাকিত, তবে তিনি তাহা দেখাইতে পারেন নাই কেন? এবিষয়ে তাঁহার হেতুবাদ এই যে, পাণিনি যখন অথর্ব্ববেদ বা অথর্ব্বাঙ্গিরস এইরূপ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই তখন তিনি তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের এই যুক্তিকৌশল দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। পাণিনি কেবল "**ছন্দসি**" "**ছন্দসি**" "**দৃষ্টং সাম**" বলিয়া গিয়াছেন। বেদ বা সামবেদ, যজুর্বেদ, ঋগ্বেদ,কোথাও এরূপ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তবে তাঁহার মতে বেদও ছিল না, বলা যাইতে পারে। পাণিনির সময়ে যদি কোন বেদই না থাকে তবে অথর্ব্ব বেদও থাকিবে না, ইহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। ফল, পাণিনির বহু পূর্ব্বের ঋগ্বেদেও অথর্ব্ব শব্দের উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদে যে যে স্থানে 'অথর্ব্বন্' শব্দ আছে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি। প্রথমতঃ ৬, ১৬, ১৪। পুনশ্চ ১০, ১৮, ২। তৎপরে ১০, ২১, ৫। ৮, ৯৭। পুনশ্চ ১০। ৮৭। ১২। —৯ ১১। ২। পুনশ্চ ১০, ১৪, ৬। ১। ৮০। ১৬। ৮৩। ৫। ৬। ১৬। ১৩। পুনরায়। ১০। ১২০। ৯। ১। ১১২। ১০। ঋগ্বেদ সংহিতা দেখ।

অনেকের ভ্রম আছে, অথর্ব্বাঙ্গিরস মুনি অথর্ব্ববেদের রচক। কিন্তু অথর্ব্বাঙ্গিরস ব্যক্তিটি কে? তাহা অধিকাংশ ব্যক্তি জানেন না। মহর্ষি ব্যাস উদ্যোগপর্ব্বে ইহাঁর পরিচয় দিয়াছেন।

ইনি বৃহস্পতি। দেবতাদিগের গুরু এবং অঙ্গিরা ঋষির পুত্র। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে অথর্ব্বাঙ্গিরস উপাধি প্রদান করেন, কারণ ইনি অথর্ব্ব-বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রের স্তব স্তুতি করিয়াছিলেন এবং এই বেদে ইহাঁর বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

পাণিনিসূত্রে যাস্কের উল্লেখ থাকায় আচার্য্য গোল্‌ড্‌ষ্টুকর তাঁহাকে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই-ক্ষণে সেই যাস্কপ্রণীত নিরুক্ত মধ্যে অথর্ব্বাঙ্গিরস মুনির অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে। ইহা ভিন্ন তৎকৃত নৈঘণ্টুককাণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে "আঙ্গিরস" এবং "আথর্ব্বণিক" শব্দ আছে। ইত্যাদি।

এইরূপ পণ্ডিতবর গোল্‌ড্‌ষ্টুকর যে সিদ্ধান্তে পাণিনিবিচার করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে না; কিন্তু তিনি যে, পাণিনি সম্বন্ধে অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্বরূপ চিরকাল সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল করিয়া থাকিবে, ইহাও নিশ্চিত আছে।

অতঃপর পাণিনির ব্যাকরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

সর্ব্বাদৌ কি আকারের ভাষা মানবকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ফল, সেই ভাষার পরিণাম বা সংস্কার হইয়া সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হয়। সংস্কৃত ভাষা আর্য্যদেশে ব্যাপ্ত হইলে, ঋষিরা সানন্দ চিত্তে স্তোত্র, শস্ত্র

(স্তব বিশেষ), গীতি প্রচার করিতে লাগিলেন। এই ভাষা তৎকালের লোকের অতীব হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্রমে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন আরম্ভ হইল। তৎপরে শিক্ষার সুগম উপায় করিবার নিমিত্ত সঞ্জাত শব্দের জাতিবিভাগ ও লক্ষণাদি নির্ব্বাচিত হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা অধ্যেতৃগণের অনেক আয়াস লঘু হইয়া আসিল। ভাগুরি, গালব, ব্যাঘ্রপাৎ, মিমত, তৌকায়ন প্রভৃতি ঋষিরা উহার সূত্রপাত করেন। শাকটায়ন, যাস্ক, ব্যাড়ি প্রভৃতি ঋষিদিগের দ্বারা তাহার পূর্ণতা জন্মে। এতৎপরে অধিক সহজ উপায় অর্থাৎ সর্ব্বতোমুখ সূত্র রচনার উপায় স্থিরীকৃত হয়। সূত্রনির্ম্মাতাদিগের মধ্যে পাণিনি মুনিই শ্রেষ্ঠ।

সূত্র দ্বিবিধ—সূচক ও সর্ব্বতোমুখ। সূচককারের সূত্র বহু পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বতোমুখ সূত্র মহাত্মা ইন্দ্রদত্ত কর্তৃক প্রথম বিরচিত হয়। ইন্দ্রদত্তের ঐন্দ্র ব্যাকরণ, চন্দ্রাচার্য্যের চান্দ্র, কাশমুনির অঙ্গব্যাকরণ, কৃষ্ণাচার্য্যের ব্যাকরণ, আপিশলির আপিশল সূত্র, এতৎপরে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্র, তৎপরে অমরসিংহের বর্গসূত্র এবং অবশেষে জিনেন্দ্র বুদ্ধিপাদআচার্য্যের সংগ্রহসূত্র জন্মলাভ করে।

এত উন্নতির সময়েও, ভাষার অধিকার এত অধিক হইলেও, অনেক শব্দের রূপ নিষ্পত্তি সূত্র দ্বারা নির্ব্বাহ হইত না। "**উপসর্গ-নিপাতাঃ**" এই বলিয়া যাস্কাদি আর্ষ সময়েও নিপাতের প্রয়োজন হইয়াছিল। "নিপাত" শব্দের অর্থ এই যে

" **यद्यल्लक्षणेनानुत्पन्नं तत्सर्वं निपातनात्सिद्धम्** (কাতন্ত্রীয়ে দুর্গসিংহ) লক্ষণ দ্বারা যে সকল পদের রূপনিষ্পত্তি না হয়, সে সমস্ত নিপাতন-সিদ্ধ জানিবে।

যাস্ক বলিয়াছেন " **निपतन्ति उच्चावचेष्वर्थेषु इति निपाताः**" '**উচ্চাবচ**' অর্থাৎ শব্দ সকল বিচিত্র অর্থে নিপতিত হইয়া নিষ্পন্ন হইলে তাহা নিপাত নাম প্রাপ্ত হয়। এইরূপ নিপাতের প্রয়োজন পাণিনির সময়েও ছিল, পাণিনিও ইহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অর্থাৎ সর্ব্বতোমুখ সূত্রদ্বারাও সকল শব্দকে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। পাণিনি সংজ্ঞাপ্রকরণে বলিয়াছেন,"**प्रागीश्वरान्निपाताः**" অর্থাৎ ঈশ্বর শব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিপাতের অধিকার। এই নিপাতের ন্যায় আর এক প্রকার সঙ্কেত আছে। তাহার নাম পৃষোদরাদি। ইহাও একপ্রকার নিপাতের জাতি। ইহার বলে নূতন বর্ণের আগম, স্থিতবর্ণের বিপর্য্যয় ঘটনা প্রভৃতি হইয়া থাকে, তাহা সূত্র দ্বারা হয় না। সিংহ শব্দ পৃষোদরাদি-সিদ্ধ। হিস্ ধাতু ঘঞ, সকারের স্থান পরিবর্ত্তন ও অনুস্বারের আগম ঐ পৃষোদরাদি নিয়মে হইয়াছে। পাণিনিকেও এই নিয়মের অধীন থাকিতে হইয়াছিল।

পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, বর্ষ, উপবর্ষ, ব্যাড়ি, ভাগুরি, প্রভৃতি বৈয়াকরণিক আচার্য্যেরা বৈদিক ভাষার পরিবর্ত্তন করেন। তৎপূর্ব্বেও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কোন নিয়মের মধ্যে ছিল না। বৈদিক ভাষার উচ্ছেদ না হয়

এবং তাহা বুঝিতে পারা যায়, এই মাত্র রক্ষা করা উল্লিখিত আচার্য্যগণের উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল আচার্য্যগণের মধ্যেও পাণিনি বৈদিক ভাষার জন্য এবং তাহার বাক্যবিন্যাস ও তাহার রূপনিষ্পত্তির আকার কিরূপ তাহা দেখাইবার জন্য 'ছান্দস' প্রকরণ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। এটী কাজে কাজেই ঘটিয়াছে, কেন না সে সকল বিষয় সূত্রনিয়মে আবদ্ধ হইতে পারে নাই। সেই জন্য কেবল "ছন্দসি" "আর্ষে" ইত্যাদি প্রকার বলিয়াছেন। বৈদিক পদ পদার্থ আর কেহ বলেন নাই, কেবল পাণিনিই বলিয়াছেন। লৌকিক ব্যাকরণে লকার দশটী, কিন্তু বৈদিক ব্যাকরণে ১১টী, সেই অতিরিক্তটীর নাম 'লেট্'। এই 'লেট্' লকারের রূপ 'লট্' ল-কারের তুল্য, কিন্তু তাহার অর্থ ভিন্ন। "**বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন**" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যস্থ "**বিবিদিষন্তি**" এই ক্রিয়াতে "লেট্" লকারের ব্যবহার হইয়াছে।

বেদের ব্যাকরণের জন্য প্রাতি-শাখ্য পৃথক্‌রূপে রচিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য * অতি প্রাচীন। ইহা পাণিনির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। অধ্যাপক গোল্‌ডষ্টূকর

---

* আনন্দপুর (কাশী ?) বাসী বজ্রাতের পুত্র, উয়টভট্ট ইহার টীকাকার। এই টীকার নাম পার্ষদ-ব্যাখ্যা। উয়ট ভোজ দেবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

ও ওয়েষ্টর গার্ড, ইহা যে পাণিনির পরবর্ত্তী বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। ভট্ট মোক্ষমূলর, মস্যুর রেণিয়ার ও সুপণ্ডিত বর্ণেল, ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য পাণিনির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহা স্বীকার করিয়াছেন।—তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য * ও বাজসনেয়ী বা কাত্যায়নপ্রতিশাখ্য† নামক যজুর্ব্বেদের প্রাতিশাখ্য ও অথর্ব্ববেদের প্রতিশাখ্য আছে। নাগোজী ভট্ট সামবেদের প্রাতিশাখ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা "**সামলক্ষণম্ মানিষ্যাখ্যেন্**" কিন্তু এক্ষণে উহা এক প্রকার লোপ হইয়াছে বলিতে হইবেক। অধ্যাপক হোগ সাহেব কহেন সামবেদের কোন প্রকার প্রাতিশাখ্য এখনও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ‡

---

* তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের অনেক ভাষ্য ছিল, তন্মধ্যে এক্ষণে ত্রিভাষ্য রত্ন নামক ভাষ্যই প্রচলিত। এতৎ-পূর্ব্বে ইহার বররুচির আত্রেয় ও মাহেষী ভাষ্য ছিল।

† উয়ট ভট্ট ই[illegible] টীকাকার। ইহা ভিন্ন রামচন্দ্র-কৃত প্রাতিশাখ্যের-জ্যোৎস্না নামক একখানি আধুনিক টীকা আছে।

‡ "Ich Zweifle nicht, dass noch weitere Prāticá-khyas aufgefunden werdon ; so vermisse ich bis jetztdas Zuder Maitrāyanī Samhitá, die so veiles Eigenthümliche hat, und gewiss ein beson-deres Prāticā khya besitzt."

এই প্রস্তাব লেখার পর অবগত হওয়া গেল যে পণ্ডিতবর বর্ণেল সাহেব মান্দ্রাজ প্রদেশে সামবেদের প্রাতিশাখ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রাতিশাখ্য এক প্রকার ব্যাকরণ। ব্যাকরণের সমস্ত লক্ষণই ইহাতে আছে। কেবল লৌকিক শব্দের জন্ম-বিবরণ নাই। ফল, বেদব্যাখ্যার জন্যই ইহার নির্ম্মাণ। প্রাতিশাখ্যে সংজ্ঞা, সন্ধি, কারক, তদ্ধিত, সমাস, সকলই আছে। কিন্তু তাহা কেবল বৈদিক পদসাধনের উপযোগী। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের প্রথম সূত্র এই—"**अथ वर्ण-समाम्नायः**" এই সূত্র দ্বারা বর্ণ উচ্চারণ, অধ্যয়ন এবং প্রযত্নাদি ভেদের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। তৎপরে ক্রমে অন্যান্য সূত্রে অন্যান্য প্রকার সাধনের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—"**अथ नवादितः समानाक्षराणि**" (২) "**द्वे द्वे सवर्णे ह्रस्व दीर्घे**" (৩) "**न प्लुत पूर्व्वम्**" (৪) "**षोड़शादितः स्वराः**" (৫) "**शेषो व्यञ्जनानि**" (৬) ইত্যাদি।

পাণিনির পূর্ব্বে যে ব্যাকরণ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ পাণিনি স্বয়ং ৫ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—"**खार्य्याः प्राचाम्**" অর্থাৎ খারী-শব্দান্ত দ্বিগু ও অর্দ্ধ শব্দের উত্তর টচ্ প্রত্যয় হওয়া পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত। এইরূপ—"**लङः शाकटायनस्य**" ইত্যাদি অনেক আছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পণিনির পূর্ব্বে ব্যাকরণের আচার্য্য ছিল।

ব্যাড়ি-কৃত লক্ষ-শ্লোকাত্মক সংগ্রহ নামক ব্যাকরণ গ্রন্থ পাণিনির পরবর্ত্তী, কারণ পাণিনি-ব্যাকরণের বিরুদ্ধ মত ইহাতে দেখা যায়। যিনি যিনি ব্যাকরণ করিয়াছেন সকলকেই পাণি-

নির নিয়মানুগত থাকিতে হইয়াছে ; কিন্তু ব্যাড়ি-কৃত ব্যাকরণ তদ্বিরুদ্ধ-মতাক্রান্ত এবং ভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রথিত। পাণিনি ইহা জ্ঞাত থাকিলে অবশ্যই ইহার বিরুদ্ধবাদিতার বিষয় স্বগ্রন্থে উল্লেখ করিতেন। ই, উ, ঋ, ৯, বর্ণের পরে স্বরবর্ণ থাকিলে মধ্যে য, ব, র, ল, ব্যবধান হওয়া কেবল ব্যাড়ি ও গালব এই দুই ব্যক্তির মত। যথা—"**ত্রিযম্বকং সংযমিনং দদর্শ**" কালিদাসঃ। ত্রি + অম্বক। এই বিষয়ে পদ্মনাভ-কৃত পঞ্চাধ্যায়ী ব্যাকরণে এক সূত্র আছে যথা—

"**যণা ব্যবধানং ব্যাড়ি-গালবয়োঃ।**"

এতদ্ভিন্ন ভাগুরি-প্রোক্ত ব্যাকরণ ছিল। ইহাঁর মতে অব ও অপি এই উপসর্গ দ্বয়ের অকার লোপ হইয়া যায়, কিন্তু পাণিনির মতে তাহা হয় না।

কথিত আছে, পাণিনি মহেশ্বরের নিকট বর্ণমাত্রের উপদেশ পাইয়া ব্যাকরণ রচনা করেন যথা—

"**যেনাক্ষর-সমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।**
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥"

[লিঙ্গানুশাসনের বৃত্তিকার প্রভৃতি]

এই মহেশ্বর মনুষ্য কি মহাদেব তাহা বলা যায় না। বৃহৎ-কথায় লিখিত আছে যে, মহাদেবের তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করেন। যাহাই হউক, পাণিনি মুনি মহেশ্বরের নিকট যে বর্ণোপদেশ পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ং

লিখিয়াছেন, যথা অ ই উ ন্। ঋ ৯ ক্। এ ও ঙ। ঐ ঔ চ। ইত্যাদি ক্রমে বলিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, "**ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণি**" অর্থাৎ এই সকল মহেশ্বরপোদিষ্ট সূত্র। কেহ কেহ বলেন "**ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণি**" এই বাক্য পাণিনির মুখ-নির্গত বাক্য নহে। ইহা বার্ত্তিক-কারের বাক্য।

পাণিনির ব্যাকরণ ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত, এজন্য ইহার নাম "অষ্টাধ্যায়ী।" প্রত্যেক অধ্যায়ে ৪টী করিয়া পাদ আছে। ইহার সূত্র সংখ্যা ৩৯৬৫। পাণিনি এই গুলি সূত্রদ্বারা সন্ধি, সুবন্ত, কৃদন্ত, উণাদি, আখ্যাত, নিপাত, উপসংখ্যান, স্বরবিধি, শিক্ষা, তদ্ধিত প্রভৃতি যে কিছু বৈয়াকরণিক বস্তু আছে সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্বে এই সকল বিষয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে পাঠ করিতে হইত; এক্ষণে আর তাহা হয় না। তজ্জন্য পৌর্ব্বকালিক শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ ও নিরুক্ত গ্রন্থ প্রভৃতি বিরল-প্রচার হইয়া উঠিয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণ যথার্থ সর্ব্বতোমুখ হওয়াতে লোক-সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। ইহার উপর বৃত্তি, বার্ত্তিক, ভাষ্য, টীকা লিখিত হইয়াছে এবং ঐ সকলের মতসমালোচন ও প্রয়োগাদির পরিদর্শন করিয়া বহুতর গ্রন্থ জন্মিয়াছে, তাহার একটী নামমালা এই প্রস্তাবের যথাস্থানে প্রদর্শিত হইল।

চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙের (ফরাশীস অনুবাদিত) জীবনচরিতে লিখিত আছে, তিনি খৃষ্টীয় সপ্ত শতাব্দীতে

ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পাণিনি ব্যাকরণের মূল সূত্র ও তাহার সংশোধিত সূত্র দর্শন করিয়াছিলেন। বর্ণেল মহোদয় এই কথায় আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের মতে এ কথা যুক্তি-সিদ্ধ নহে, কেননা পাণিনি-ব্যাকরণের পাঠ পরিবর্ত্ত হইলে তাহা অদ্যতনীয় আচার্য্যগণের গ্রন্থে অবশ্যই উল্লেখ থাকিত। বেদার্থ-প্রকাশক সায়নাচার্য্য, ভট্টভাস্কর, ও ভরতস্বামী বেদ-ভাষ্যে পাণিনির অনেক সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে পরিবর্ত্তিত পাঠ কিছু মাত্র লক্ষিত হয় না।

কাত্যায়ন পাণিনি-সূত্রের বার্ত্তিক-কর্ত্তা। ইহাঁর নামান্তর বররুচি, মেধাজিৎ, ও পুনর্ব্বসু। বৌদ্ধ কাত্যায়ন ও ধর্ম্মশাস্ত্র-বক্তা কাত্যায়ন হইতে ইনি পৃথক্ ব্যক্তি, কাত্যায়নের বার্ত্তিকের উপর পতঞ্জলি "**মহাভাষ্য**" লিখিয়াছেন। পতঞ্জলির অপর নাম গোনর্দ্দীয়। ইনি গোনর্দ্দবাসী এবং ইহাঁর মাতার নাম গোণিকা; যোগশাস্ত্র-প্রণেতা পতঞ্জলি ও মহাভাষ্যকর্ত্তা পতঞ্জলি উভয়ে পৃথক্ ব্যক্তি। আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকরের মতে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি ১৪০ হইতে ১২০ খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। পণ্ডিতবর রামকৃষ্ণ গোপালভাণ্ডারকর পতঞ্জলিকে পাটলীপুত্রাধিপতি পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক স্থির করিয়াছেন, এবং তাঁহার মতে মহাভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায় ১৪৪ হইতে ১৪২ খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু

অধ্যাপক ওয়েবর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি এই তিন জনে ব্যাকরণের পূর্ণ অবয়ব প্রদান করিয়াছেন। এই তিন জন সংস্কৃত ভাষায় যে কীদৃশ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যের টীকার নাম ভাষ্যপ্রদীপ। কৈয়ট * ইহার প্রণেতা। কৈয়টের টীকার উপর নাগোজী ভট্ট টীকা লিখিয়াছেন; তাহার নাম "**ভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত**" কৈয়টের টীকার আর এক খানি টীকা আছে, তাহার নাম ভাষ্য-প্রদীপ-বিবরণ, ইহা ঈশ্বরানন্দ কৃত।

কাত্যায়নের ন্যায়, বামন পাণিনির এক খানি বৃত্তি লিখিয়াছেন, উহার নাম কাশিকা-বৃত্তি। ইহা অতি মান্য গ্রন্থ, এবং আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট। যিনি একবার এই গ্রন্থ দেখিয়াছেন, তাঁহার আর সিদ্ধান্ত-কৌমুদী স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হয় না। সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর গ্রন্থকার ভট্টোজি-দীক্ষিত অষ্টক পাণিনীয় সূত্র-সমূহের ক্রম ভঙ্গ করিয়া ব্যুৎক্রমে অর্থাৎ যেখান সেখান হইতে সূত্র আনিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, গ্রন্থ সহজ করিবেন; কিন্তু

---

* ইনি কাশ্মীরদেশস্থ পামপুরবাসী। সুপণ্ডিত বর্ণেল সাহেবের মতানুসারে কৈয়ট ১৩০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

তাহা হয় নাই। "মনোরমা" "শেখর" প্রভৃতি ভূরি টীকাতেও তাহার সাধুত্ব সম্পাদিত হয় নাই। তাহা পাঠ করিতে হইলে এখনও যেখানে সেখানে "ফাঁকি" উপস্থিত হয়। গ্রন্থ সকলের দোষেই ফাঁকি বা পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। বামন কাত্যায়ন অপেক্ষা ক্ষুদ্র-বুদ্ধি এবং হীন, তথাপি ইনি যেরূপ সরলভাবে সূত্রার্থ প্রকাশ করিয়াছেন; এরূপ সারল্য কাত্যায়নের বৃত্তিতে নাই। কাত্যায়নের বৃত্তি দেখিয়াই বামন বৃত্তি লিখিয়াছেন, এজন্য কাশিকাবৃত্তি প্রাঞ্জল হইয়াছে। কাশিকাবৃত্তির দুই খানি টীকা আছে। হরদত্তমিশ্রকৃত পদমঞ্জরী ও জিনেন্দ্রকৃত কাশিকাবৃত্তি পঞ্জিকা।

ফিট্‌সূত্র—ইহা শান্তনবাচার্য্য কি শান্তনু-আচার্য্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। যথা—"ইতি শান্তনবাচার্য্য-প্রণীতেষু ফিট্‌সূত্রেষু তৃতীয়ঃ পাদঃ।" "ছন্দাদীনাঞ্চ" (৭, ৩, ৪) পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যায় হরদত্ত বলিয়াছেন, "শান্তনুরাচার্য্যঃ প্রণেতা" শান্তনু আচার্য্য ইহার প্রণেতা।

ইহা ৪ পাদে বিভক্ত। ১ম পাদে ২৪ সূত্র, দ্বিতীয় পাদে ২৬টি, তৃতীয় পাদে ১৯টি, চতুর্থ পাদেও ১৯টি। বৈদিক পদের স্বর নির্ণয় রাখিবার জন্যই এই কএকটি সূত্রের রচনা। কিরূপ পদের কোন্ কোন্ বর্ণে কি কি স্বর কখন উচ্চারণ করিতে হইবে তাহা প্রদর্শন করা ও তাহা আয়ত্ত রাখিবার জন্য ইহার সৃষ্টি। যথা প্রথম সূত্রে "ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ" প্রাতিপদিকের

অন্ত্যবর্ণ উদাত্ত স্বর হইবেক। "ফিষ্" এই শব্দটি সংজ্ঞাশব্দ ও ইহা পূর্ব্বাচার্য্যদিগের সঙ্কেত অথবা সংজ্ঞা। ইহা প্রাতিপদিকের সংজ্ঞান্তর মাত্র। এইরূপ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, এই কয়েকটি স্বরের নির্ণয় ভিন্ন অন্য ফল এতদ্‌গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহাকে কেহ কেহ পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন, কেহ কেহ পরবর্ত্তী বলেন। পরবর্ত্তী হওয়াই সম্ভব। ফল, যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন, তাঁহাদের প্রতি এই বলা যাইতে পারে যে, পাণিনি সমস্তই নির্ণয় করিয়াছেন, সুতরাং পুনরপি এই সূত্র ছিট্ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

উণাদি বৃত্তি—পাণিনির পূর্ব্বেও এতদ্বিষয়ের গ্রন্থ ছিল। তাহা কিরূপ ছিল বলা যায় না। ফল, পাণিনি-কৃত কৃৎসূত্র এবং উণাদি সূত্র এই বৃত্তির অবলম্বন। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৩২৫টী প্রত্যয় আছে, এবং "**উণাদয়োবহুলং**" (পাণিনি) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রকাশ আছে।

ব্যাকরণের উণাদি অংশের বৃত্তির মধ্যে উজ্জ্বল দত্তের বৃত্তিই প্রচলিত এবং মান্য। কাতন্ত্র ব্যাকরণের দৌর্গসিংহীয় বৃত্তিও মান্য। ব্যাকরণ মাত্রেই উণাদি সূত্র আছে। সকল ব্যাকরণে উহা সংক্ষেপ রূপে আছে, কেবল কলাপ ব্যাকরণের উণাদি কিছু বিস্তৃত এবং শৃঙ্খলা-সম্পন্ন। তদ্ভিন্ন "উণাদি কোষ" নামক একখানি কোষ অর্থাৎ আভিধানিক গ্রন্থ আছে, তাহাও মন্দ নহে।

বৃত্তিকার উজ্জ্বল দত্ত মুখবন্ধ শ্লোকে লিখিয়াছেন, "আমি গণপতি, ঈশ্বর ও গুরুর পাদপদ্মে নমস্কার করিয়া উত্তম বৃত্তি নির্ম্মাণ করিলাম। বৃত্তিন্যাস, অনুন্যাস, রক্ষিত, ভাগবৃত্তি, ভাষ্য, ধাতুপ্রদীপ, তাহার টীকা আর উপাধ্যায়ের সর্ব্বস্ব স্বরূপ সুভূতি, কলিঙ্গ, হজ্জচন্দ্র ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন এবং আলোচনা করিয়া ইহা প্রস্তুত করিলাম। উণাদি বৃত্তি অনেক আছে, সে সকল এখন সূত্র, শব্দ রূপ, ধাতুগত বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়িয়াছে; তন্নিমিত্ত তন্মাত্রের উপর নির্ভর না করিয়া সে সকল এবং অন্যান্য গ্রন্থ বিচার করিয়া সে সকল হইতে সার আকর্ষণ করিয়া আমি এই বৃত্তি রচনা করিলাম।"

উজ্জ্বল দত্তের অপর নাম জাজলি। ইনি সুভূতিকারের শিষ্য। উজ্জ্বল দত্ত কোন্ সময়ের লোক, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু ইনি অমরের পরবর্ত্তী, কেন না তাঁহার বৃত্তিতে অমরকোষের অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বৃত্তিকার মুখবন্ধ শ্লোকে এইরূপ খেদ করিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি আমার এই বৃত্তি দেখিয়া নিজের পুরুষত্ব কামনায় আমার নাম লোপ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার সমস্ত পুণ্য ধ্বংস হইবে।" (৭ শ্লোক)।

উণাদি সূত্র ৫ পাদে বিভক্ত। ইহা ভিন্ন, পাণিনি ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া বহুতর গ্রন্থ জন্মিয়াছে, তাহার কতকগুলির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পুরুষোত্তমদেব-কৃত ভাষা-বৃত্তি। সৃষ্টিধর ইহার টীকাকার। টীকার নাম ভাষাবৃত্ত্যর্থ-বিবৃতি।

ভট্টোজিদীক্ষিত-কৃত শব্দকৌস্তুভ। গ্রন্থকার এখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বালাম ভট্ট ইহার টীকাকার। টীকার নাম প্রভা।

রামচন্দ্র আচার্য্য-কৃত প্রক্রিয়া-কৌমুদী। ইহাতে পাণিনি-সূত্র সকল ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থখানি পাণিনি ব্যাকরণ হইতে বিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ইহার বিঠ্ঠল আচার্য্য-কৃত প্রসাদ এবং জয়ন্তচন্দ্র-কৃত তত্ত্বচন্দ্র নামক দুইখানি টীকা আছে।

ভট্টোজিদীক্ষিত-কৃত সিদ্ধান্তকৌমুদী। ইহার মনোরমা, * তত্ত্ববোধিনী, শব্দেন্দুশেখর, লঘুশব্দেন্দুশেখর † প্রভৃতি টীকা আছে।

লঘুকৌমুদী ও মধ্যকৌমুদী—বরদরাজ-কৃত।

পরিভাষাসংগ্রহ, পরিভাষাবৃত্তি ও পরিভাষেন্দুশেখর—নাগেশভট্ট-কৃত। বৈদ্যনাথ পাগুণ্ড ইহার টীকাকার।

ভর্তৃহরি-কারিকা বা বাক্যপদীয় ‡। ইহা আদ্যোপান্ত

---

* হরিদীক্ষিত মনোরমার টীকাকার, পুনরায় ইহার উপর ভাব-প্রকাশিকা নামক এক টীকা আছে।

† ইহার উপর এক টীকা আছে, তাহার নাম চিদস্থিমালা।

‡ কোলব্রুক্ বাক্যপদীয় ভ্রমে বাক্য-প্রদীপ ভর্তৃহরি-প্রণীত লিখিয়াছেন। বাক্য-প্রদীপ হরি-বৃষভ-কৃত, তাহার টীকাকার পুণ্যরাজ।

শ্লোকে রচিত। ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহাদের নামোল্লেখ করিলাম না।

কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণ, অতি বিশদ এবং পাণিনি হইতে কিঞ্চিৎবিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ইহার প্রত্যয়, সংজ্ঞা, প্রভৃতি পাণিনির অনুরূপ। ইহাতে পাণিনি, পতঞ্জলি, ব্যাড়ি, ভাগুরি প্রভৃতি ব্যাকরণের সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। পাণিনির ২। ৩ সূত্র একত্র করিয়া ইহার এক একটি সূত্র হইয়াছে ইহার উদাহরণ ; যথা পাণিনি—

"হু-বা দা জি মি স্বদি সাধ্যস্মূভ্যস্তন্" "ছন্দসীরঃ" "দু ষনি জনি চরি চটিভ্যোড্ন।"

এই তিনি সূত্র একত্র করিয়া কাতন্ত্রের এক সূত্র ;যথা।—

"হু বাদা জি মি স্বদি সাধ্যস্মূ দুষনিজনিচরি চটিভ্য উন্"

কাতন্ত্রের অনেক স্থলে পাণিনির অবিকল সূত্র আছে, এবং কোন কোন স্থলে কিছু কিছু প্রক্ষেপ নিক্ষেপ আছে। ইহাতে একটী পরিভাষা অংশ এবং একটী পরিশিষ্ট থাকাতে বড় সুগম হইয়াছে ;

প্রয়োগ-রত্নমালা—ইহাতে পাণিনি এবং কলাপসূত্র একত্রে আছে। সূত্রগুলি পদ্য-গ্রথিত। এই সকল সূত্র পদ্যে রচনা করিতে গ্রন্থকার পুরুষোত্তম বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। পুরুষোত্তম ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

**"শ্রীমল্লদেবস্য গুণৈকসিন্ধোর্মহীমহেন্দ্রস্য যথা নিদেশম্।
যত্নাৎ প্রয়োগোত্তম-রত্নমালা, বিতন্যতে শ্রীপুরুষোত্তমেন ॥"**

এতদ্দ্বারা তিনি শ্রীমল্লদেব রাজার সময়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমল্লদেব কুচবিহারের রাজা ছিলেন।

পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী-সূত্র-পাঠ ভিন্ন ধাতু-পাঠ, লিঙ্গানুশাসন ও শিক্ষা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীধরদাস-সঙ্কলিত সদুক্তি-কর্ণামৃত গ্রন্থে পাণিনির প্রণীত বলিয়া কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বলবৎ-প্রমাণাভাবে তদীয়-লেখনী-প্রসূত বলিতে পারিলাম না।

রাগ-নির্ণয়।

রাগ ভবভঞ্জক কহেন মুনিগণ।
অথচ মনোরঞ্জক সর্ব্বসাধারণ॥

সঙ্গীত তরঙ্গ।

রাগ-নির্ণয়।

আমরা স্বরবিজ্ঞান নামক প্রস্তাবে সঙ্গীতশাস্ত্র অনুসারে অবশ্যজ্ঞাতব্য স্বরসম্বন্ধীয় উপদেশ সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রস্তাবে রাগরাগিণী সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গীত, বাদ্য, নৃত্য, এই তিনের নাম সঙ্গীত। তন্মধ্যে গীত প্রধান। প্রথমোল্লিখিত গীতের যথার্থরূপটী বলিতে হইলে তাহার মূল কারণ যে নাদ, তাহা না বলিলে বা না বুঝিলে গীতের ভাব ও শরীর কোনক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করান যায় না। এই জন্য প্রথমতঃ নাদ কাহাকে বলে, সঙ্গীতনারায়ণ তাহার নিরূপণ করিতেছেন—

तत्र प्रथमोद्दिष्टस्य गीतस्य वक्ष्यमाणत्वान्नादं विना तदनुपपत्तेः प्रथमं तमेवाह तदुक्तम्।

आत्मा विवक्षमाणोऽयं मनः प्रेरयते मनः।
देहस्थं वह्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्॥

ইত্যাদি।

অর্থ;—শরীরসংস্থান ও শারীর পদার্থ সকল বলা হইয়াছে।

তন্মধ্যে আত্মা একটী স্বতন্ত্র পদার্থ। সেই আত্মার ইচ্ছানামক এক গুণ আছে, যে গুণের উদ্ভব হইলে মনুষ্যের চেষ্টা জন্মে। আত্মার তাদৃশ ইচ্ছা যখন কিছু বলিবার নিমিত্ত উদ্ভব হয়, তখন সেই ইচ্ছা প্রথমতঃ মনকে সঞ্চালিত করে, (মনের চেষ্টা হয়), মন দেহস্থ তেজকে সঞ্চালিত করে, তেজ দৈহিক বায়ুকে প্রেরণ করে। সুতরাং নাভিস্থানের আকাশে অর্থাৎ অবকাশময়স্থানে প্রাণবায়ু ও জঠরাগ্নির সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে তত্রত্য নাড়ীকলাপ কম্পিত হইয়া এক অনির্বচনীয় প্রকার শব্দের উৎপত্তি করে। সেই উৎপন্ন শব্দটিকেই নাদ বলে। এই নাদ কতকগুলি সূক্ষ্ম ধ্বনির সমষ্টিমাত্র। এতাদৃশ নাদের অবয়বীভূত ধ্বনি-সূক্ষ্মাংশের নাম শ্রুতি। শ্রুতি ২২ টির অতিরিক্ত নহে।

সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি, এই সপ্ত স্বরের উৎপত্তি ও পরিমাণকাল প্রভৃতির জ্ঞান জন্মানই শ্রুতিজ্ঞানের ফল, অর্থাৎ কার্য্য। শ্রুতি ৭টি স্বরের উপাদান কারণ। যথা—

"ষড্‌জাদিরূপপরিজ্ঞানং শ্রুতীনাং ফলমেব তৎ॥"

শ্রুতিগুলি শরীরের স্থানবিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই স্থান ৩টি। হৃদয়, কণ্ঠ, তালু। ২২টি শ্রুতি স্থানত্রয়ে উত্তরোত্তর ক্রমে দ্বিগুণিত ভাবাপন্ন; অর্থাৎ প্রথম শ্রুতি যে পরিমাণে উচ্চ, ত্রয়োবিংশতি শ্রুতি অর্থাৎ পরস্থানস্থ প্রথম শ্রুতি তদপেক্ষা দ্বিগুণ যথা—

"श्रुतयः स्थानसम्भूताः स्थानानि त्रीणि सन्ति हि।
हृत् कण्ठ शिर इत्यासां द्विगुणश्चोत्तरोत्तरम् ॥"

হৃদয়, মূৰ্দ্ধা ও নাভিসংলগ্ন প্রধানতঃ ২২টি নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীগুলি তির্য্যক্‌দিগে আছে, উৰ্দ্ধভাবেও আছে। এই নাড়ীগুলিই দেহযন্ত্রের তার স্বরূপ, দৈহিক বায়ুর আঘাত লাগিবামাত্র ঐ সকল নাড়ী কম্পিত হয়, তাহাতেই শ্রুতির উৎপত্তি হয়, তাহাই ক্রমে স্থূলতারূপে পরিণত হইয়া স্বররূপে প্রকাশ পায়। উদরকন্দর ও নাড়ীপথ প্রভৃতি যে অবকাশময় স্থান শরীরাভ্যন্তরে আছে, আর পিত্তনামক তৈজস পদার্থ শরীরে আছে, এবং শ্বাস প্রশ্বাসাদি ব্যাপার যদ্দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে; সেই বায়ু আর ঐ পদার্থত্রয়ের বলেই প্রথমতঃ নাদ (সূক্ষ্ম অবিকৃতধ্বনি) জন্মে। পশ্চাৎ সেই নাদ ক্রমশঃ নাভির উৰ্দ্ধে সঞ্চালিত হইয়া ক্রমে হৃদয়, কণ্ঠ, মুখ ও গলগহ্বর দিয়া বহির্গত হয়, তখন তাহা দন্ত, ওষ্ঠ, তালু অর্থাৎ ক্ষুদ্র জিহ্বা ও জিহ্বার সাহায্যে নানাপ্রকার বিস্পষ্ট আকারে প্রকাশ পায়। যথা—

"हृन्मूर्द्धनाभिकालग्ना नाड्योद्वाविंशतिः शुभाः।
तास्तु वक्रास्तथोर्द्ध्वस्था ध्वनिता मरुताहताः ॥"
"आकाशाग्निमरुज्जातो नाभेरूर्द्ध्वं समुच्चरन्।"

ইত্যাদি।

স্বর, বর্ণ ও মূর্চ্ছনাদিভূষিত করিয়া যে ধ্বনিবিশেষ উচ্চা-

রিত হয়, সেই ধ্বনিবিশেষ জনসাধারণের চিত্তরঞ্জন করে বলিয়া তাহার নাম রাগ। যথা—

"যোঽয়ং ধ্বনিবিশেষস্তু স্বরবর্ণবিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ॥"

এই রাগের অঙ্গ অর্থাৎ কতকগুলি প্রতিপোষক ক্রিয়া ও বস্তু আছে, তাহা রাগাঙ্গ নামে বিখ্যাত। রাগাঙ্গের ন্যায় ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ নামে আরও কতকগুলি বিষয় আছে, তাহার লক্ষণ এই—

"রাগচ্ছায়ানুকারিত্বাদ্রাগাঙ্গমিতি কথ্যতে।"

যাহা রাগের ছায়ানুযায়ী তাহাকে রাগাঙ্গ বলে।

"ভাষাচ্ছায়াশ্রিতা যেন ভাষাঙ্গস্তেন কথ্যতে।"

যেহেতু ভাষার ছায়ার আশ্রিত, সেই হেতু তাহা ভাষাঙ্গ নামে কথিত হয়।

"করুণোৎসাহসংযুক্তং ক্রিয়াঙ্গং তেন হেতুনা।"

করুণ ও উৎসাহাদি রসগুলি যে ক্রিয়াতে সংযুক্ত থাকে তাহাই ক্রিয়াঙ্গ।

"কিঞ্চিচ্ছায়ানুকারিত্বাদুপাঙ্গমিতি কথ্যতে।"

কিঞ্চিৎ অর্থাৎ কোন অংশে ছায়া লাগিলে তাহা উপাঙ্গ।

এতদ্‌ভিন্ন কাওারণানামক আর একটি গীতাঙ্গ আছে, তাহার লক্ষণ যথা—

" কাকুবারণা তু কথিতা তারস্থানেষু শীঘ্রতা।
গমকৈ র্বিবিধৈ র্যুক্তা কৌশলেন বিভূষিতা ॥"

তারস্থানেতে শীঘ্রতা, নানাবিধ গমকযুক্ততা, সুকৌশলে স্থাপিতা হইলে তাহাকে কাণ্ডারণা বলা যায়।

রাগ ৩ প্রকার। শুদ্ধ, ছায়ালগ বা সালগ এবং সঙ্কীর্ণ। যথা—

" শুদ্ধাশ্ছায়ালগাঃ প্রোক্তাঃ সঙ্কীর্ণাশ্চ তথৈবচ।"

কল্লিনাথ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শাস্ত্রোক্ত নিয়মে উচ্চারিত স্বর রক্তিজনক হয়, এজন্য তাহা শুদ্ধ রাগ। অন্যের ছায়াগামী হইয়াও রক্তি জন্মায় সুতরাং তাহা ছায়ালগ রাগ। উভয়ের প্রাধান্যেও আনুরক্তি জন্মায় সুতরাং তাহা সঙ্কীর্ণ রাগ। যথা—

"তত্র শুদ্ধরাগত্বং নাম শাস্ত্রোক্তনিয়মাত্ রঞ্জকং ভবতি। ছায়ালগত্বং নাম অন্যচ্ছায়ালগত্বেন রক্তিহেতুত্বং ভবতি। সঙ্কীর্ণরাগত্বং নাম শুদ্ধচ্ছায়ালগমুখ্যত্বেন রক্তিহেতুত্বং ভবতি ॥"

রাগ ওড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ এই ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত। ৫ স্বরের রাগ ওড়ব। ৬ স্বরের রাগ ষাড়ব। ৭ স্বরের রাগ সম্পূর্ণ। যথা—

"ঔড়ুবঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্বরৈঃ ষড়্ভিশ্চ ষাড়বঃ।
সম্পূর্ণঃ সপ্তভির্জ্ঞেয় এবং রাগাস্ত্রিধা মতাঃ ॥"

৫ স্বরের ন্যূনে রাগ হয় না। মতবিশেষে সাধারণতঃ ২০টি রাগ প্রধান বা আদিম। শ্রী, নট্ট, বঙ্গাল, ভাষ, মধ্যম, ষাড়ব,

রক্তহংস, কোহ্লাস, প্রভব, ভৈরব, মেঘ, সোম, কামোদ, আম্র, পঞ্চম, কন্দর্প, দেশ, ককুভা, কৌশিক, নট্টনারায়ণ। যথা—

"শ্রীরাগনট্টৌ বঙ্গালৌ ভাষমধ্যমষাড়বৌ।
রক্তহংসশ্চ কোহ্লাসঃ প্রভবো ভৈরবোধ্বনিঃ॥
মেঘরাগঃ সোমরাগঃ কামোদী চাম্রপঞ্চমঃ।
স্যাতাং কন্দর্পদেশাখ্যৌ কাকুভান্তশ্চ কৌশিকঃ।
নট্টনারায়ণশ্চেতি রাগা বিংশতিরীরিতাঃ॥"

প্রাচীনমতে প্রধান ছয় রাগ। শ্রীরাগ (১) বসন্ত (২) ভৈরব (৩) পঞ্চম (৪) মেঘরাগ (৫) বৃহন্নট (৬)। এই কএকটী রাগ পুরুষ জাতীয় বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—

"শ্রীরাগোঽথ বসন্তশ্চ ভৈরবঃ পঞ্চমস্তথা।
মেঘরাগো বৃহন্নাটঃ ষড়েতে পুংষাহ্বয়াঃ॥"

রাগিণী অর্থাৎ রাগভার্য্যা। রাগের অনুগত বলিয়াই রাগভার্য্যা বা রাগিণী নাম দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন রাগ-নামক কোন প্রাণী নাই সুতরাং তাহার পত্নীও নাই।

"মালশ্রী ত্রিবণী গৌরী কেদারী মধুমাধবী।
ততঃ পহাড়িকা জ্ঞেয়া শ্রীরাগস্য বরাঙ্গনাঃ॥"

মালশ্রী, ত্রিবেণী বা ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী, পহাড়িকা বা পাহাড়ী,—ইহারা শ্রীরাগের ভার্য্যা।

"দেশী দেবগিরী চৈব বরাটী তোড়িকা তথা।
ললিতা চাথ হিন্দোলী বসন্তস্য বরাঙ্গনা॥"

দেশী, দেবগিরী, বরাটী, তোড়ী, ললিতা, হিন্দোলী,—ইহারা বসন্তরাগের ভার্য্যা।

"ভৈরবী গুর্জ্জরী রামকিরী গুণকিরী তথা।
বঙ্গালী সৈন্ধবী চৈব ভৈরবস্য বরাঙ্গনা॥"

ভৈরবী, গুর্জ্জরী, রামকিরী, গুণকিরী, বঙ্গালী, সৈন্ধবী,—ইহারা ভৈরব রাগের স্ত্রী।

"বিভাষী চাথ ভূপালী কর্ণাটী বড়হংসিকা।
মালবী পটমঞ্জর্য্যা সহৈতাঃ পঞ্চমাঙ্গনাঃ॥"

বিভাষী, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়হংসিকা, মালবী, পটমঞ্জরী,—ইহারা পঞ্চম রাগের স্ত্রী।

"মল্লারী সৌরটী চৈব সাবেরী কৌশিকী তথা।
গান্ধারী হরশৃঙ্গারী মেঘরাগস্য যোষিতঃ॥"

মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গারী,—ইহারা মেঘের ভার্য্যা।

"কামোদী চৈব কল্যাণী আভীরী নাটিকা তথা।
সারঙ্গী নট্টহম্বীরা নট্টনারায়ণাঙ্গনাঃ॥"

কামোদী, কল্যাণী, আভিরী, নাটিকা, সারঙ্গী, নট্টহম্বিরা,—ইহারা নট্টনারায়ণের স্ত্রী। এই ৩৬ রাগিণী।*

* ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে তাহা এই। মতবিশেষে ইহার অন্যথাও দৃষ্ট হয়। ফল, প্রথমে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীই নির্ণীত হইয়াছিল, কিন্তু পরভাবী সঙ্গীতাচার্য্যেরা অনেক বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে অসংখ্য রাগরাগিণী হইয়াছে।

অনেক মতে শ্রীরাগের প্রথমোল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহা সম্পূর্ণ রাগ। ইহার লক্ষণ এই যে—

"শ্রীরাগঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ সত্রয়েণ বিভূষিতঃ।
পূর্ব্বঃ সর্ব্বগুণোপেতো মূর্চ্ছনা প্রথমা মতা।
কশ্চিত্তু কথয়ন্ত্যেনমৃষভত্রয়সংযুতম্॥"

স-ত্রয়ে বিভূষিত প্রথম (ষড়জ) গ্রামীয় মূর্চ্ছনা। কেহ বলেন ইহা রি-ত্রয়যুক্ত। উদাহরণ—স রি গ ম প ধ নি স।

রাগগুলির উদাহরণস্থলে এক একটি মূর্ত্তি কল্পনা আছে, তাহা এ প্রস্তাবে উল্লেখ করিব না। কাল্পনিক ভাব উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তথাপি পরিদর্শনের নিমিত্ত একটিমাত্র উল্লেখ করিতেছি।

"লীলাবিহারেণ বনান্তরালে চিন্বন্ প্রসূনানি বধূসহায়ঃ।
বিলাসবেশো ধৃতদিব্যমূর্ত্তিঃ শ্রীরাগ এষঃ কথিতঃ কবীন্দ্রৈঃ॥"

উদ্যানের মধ্যে, হাব ভাব বিলাসের সহিত, বধূ-সমভিব্যাহারে পুষ্পচয়ন করিতেছেন। কবিরা বলেন, এই শ্রীরাগের মূর্ত্তি স্বর্গীয় ও বিলাসোপযোগী বেশভূষায় পরিচ্ছন্ন।

এক্ষণে রাগরাগিণীর এরূপ বৃথা বেশভূষার বর্ণনা না করিয়া, যাহা যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ যে যে রাগে বা যে যে রাগিণীতে যে যে সুর আছে, কোনটী ওড়ব, কোনটী খাড়ব, কোনটীই বা সম্পূর্ণ, তাহাই সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি।

মালবশ্রী—"মালবশ্রীস্তু রাগাঙ্গা পূর্ণা সময়ভূষিতা।
মূর্চ্ছনোত্তরমন্দ্রা স্যাচ্ছৃঙ্গাররসমণ্ডিতা॥"

উদাহরণ—স রি গ ম প ধ নি স।

ত্রিবণী—রি ও প বর্জ্জিত। ওড়ব রাগ।

উদাহরণ—ধ নি স গ ম ধ।

ধৈবতে আরম্ভ ও ধৈবতে সমাপ্তি। যথা—

"ত্রিবণী সা চ বিজ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাসধৈবতা।
ঔড়বা সা চ বিজ্ঞেয়া রিপহীনা প্রকীর্ত্তিতা॥"

গৌরী—ওড়ব, রি প বর্জিত, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর ষড়্‌জ।

উদাহরণ—স গ ম ধ নি স। যথা—

ষড়্‌জগ্রহাংশকন্যাসা রিপহীনা তু ঔড়বা।
মূর্চ্ছনা প্রথমা জ্ঞেয়া গৌরী সা কথিতা বুধৈঃ॥

কেদারী—ওড়ব, রি-ধ-বর্জিত, তিন নিষাদযুক্ত, মার্গী মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স, উদাহরণ—(স গ ম প নি স)।

প্রমাণ—কেদারী রিধহীনা স্যাদৌড়বা পরিকীর্ত্তিতা।
নিষয়া মূর্চ্ছনা মার্গী কাকলিস্বরমণ্ডিতা॥

মধুমাধবী—ওড়ব, গ ধ হীন, প্রথম মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স।

উদাহরণ—(স রি ম প নি স)।

প্রমাণ—**ষড়্জাংসকগ্রহন্যাসা গধহীনা তু মাধবী।**
প্রথমা মূর্চ্ছনা যেযা ঔড়ুবা পরিকীর্ত্তিতা॥

পাহাড়ী—ওড়ব রাগ, রি প বর্জিত, (তৈলঙ্গ দেশের) আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স।

উদাহরণ—(স গ ম ধ নি স)।

প্রমাণ—**ষড়্জগ্রয়া পাহাড়ী স্যাৎ রিপহীনা চ কীর্ত্তিতা।**
ছায়া তৈলঙ্গদেশীয়া আলাপে ঔড়ুবা মতা॥

বসন্ত—ষড়্জ ও মধ্যম হইতেই ইহার উত্থান সুতরাং ষড়্জ স্বরই ইহার গ্রহ, ন্যাস ও অংশ। এই সম্পূর্ণ রাগটি বসন্তকালে গেয়।

প্রমাণ—**ষড়্জান্মধ্যমিকাজ্জাতঃ ষড়্জন্যাসগ্রহাংশকঃ।**
গেয়ো বসন্তরাগোঽয়ং বসন্তসময়ে বুধৈঃ॥

তোড়ী—সম্পূর্ণ রাগ, মধ্যমে আরম্ভ, মধ্যমেই সমাপ্তি, মতান্তরে আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স। সৌবীরী মূর্চ্ছনা।

উদা—(ম প ধ নি স রি গ ম। কিম্বা স রি গ ম প ধ নি স)।

প্রমাণ—**মধ্যমাংশগ্রহন্যাসা সৌবেরী মূর্চ্ছনা মতা।**
সম্পূর্ণা কথিতা তজ্জ্ঞৈ স্তোড়ী শ্রীকৌশিকে মতা।
গ্রহাংশন্যাস ষড়্জা চ কৈশ্চিদত্র প্রচক্ষতে॥

ললিতা—ওড়ব, কোন মতে সম্পূর্ণ রাগ। রি-প-বর্জিত, শুদ্ধমধ্যা মূর্চ্ছনা, আরম্ভ সমাপ্তি স্বর স।

উদা—(স গ ম ধ নি স)।

প্রমাণ—রিধহীনা চ কথিতা ঔড়বা সত্রয়া মতা।

মূর্চ্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্যাৎ সম্পূর্ণা কৈশ্চিদুচ্যতে ॥

হিন্দোলী—ওড়ব, রিধ বর্জিত, ৩ স, যুক্ত, শুদ্ধমধ্যমূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স। (স গ ম প নি স স)।

প্রমাণ—হিন্দোলিকা রিধৈত্যক্তা সত্রয়া গদিতা বুধৈঃ।

মূর্চ্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্যাদৌড়বা কাকলীযুতা ॥

ভৈরব—ওড়ব, রি-প-বর্জিত, ধৈবতাদি মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর ধ, অন্তে ম, বিকৃত ধ। উদাহরণ (ধ নি স গ ম ধ)।

প্রমাণ—ধৈবতাংশগ্রহন্যাসো রিপহীনোऽথ মান্তগঃ।

ঔড়বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ধৈবতাদিকমূর্চ্ছনা।

ধৈবতো বিকৃতো যত্র ভৈরবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

ইহার উদাহরণস্থলে এইরূপ মূর্ত্তি লিখিত আছে, যথা—

"গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলকস্ত্রিনেত্রঃ

সর্পৈর্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসাঃ।

ভাস্বত্ত্রিশূলকর এষ নৃমুণ্ডধারী

শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরবরাগরাজঃ ॥

হনুমন্মতেও ইহা ওড়ব রাগ। যথা—

ধৈবতাংশগ্রহন্যাসোরিপহীনত্বমাগতঃ।

ভৈরবঃ স তু বিজ্ঞেয়োধৈবতাদিকমূর্চ্ছনা।

ধৈবতোবিকৃতোযত্র ঔড়বঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

ভৈরবী—সম্পূর্ণা, সৌবীরী মূর্চ্ছনা, মধ্যম গ্রাম ইহার গতি, আরম্ভ ও শেষ ম।

প্রমাণ—**সম্পূর্ণা ভৈরবী জ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাসমধ্যমা।**

সৌবীরি মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া মধ্যমগ্রামচারিণী॥

দেশী—ইহা পঞ্চমবর্জিত, রি-ত্রয়যুক্ত, বিকৃত রি, কলোপনতিকা নামক মূর্চ্ছনা। এটী ষাড়ব রাগ।

উদা—রি গ ম ধ নি স রি রি।

প্রমাণ—**দেশী পঞ্চমনামা স্যাত্ ঋষভত্রয়সংযুতা।**

কলোপনতিকা জ্ঞেয়া মূর্চ্ছনা বিকৃতর্ষভা॥

বাঙ্গালী—ওড়ব, মতান্তরে পূর্ণ। রি-ধ-বর্জিত, গ্রহাংসন্যাস স্বর স, প্রথম মূর্চ্ছনা।

উদা—স গ ম প নি স।

প্রমাণ—**বাঙ্গালী ঔড়বা জ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাসষড়্জভাক্।**

রিধহীনাচ বিজ্ঞেয়া মূর্চ্ছনা প্রথমা মতা।

পূর্ণা বা মন্দ্রোপেতা কল্লিনাথেন ভাষিতা॥

কল্লিনাথমতে ইহা সম্পূর্ণ, ৩ ম যুক্ত। আরম্ভ ও শেষ ম।

উদা—ম ধ নি স রি গ ম।

দেবগিরি—ইহাতে সারঙ্গীর তুল্য স্বর। যথা—

"**দেবগির্য্যাঃ স্বরাঃ প্রোক্তাঃ সারঙ্গীসদৃশা মতাঃ।**"

সৈন্ধবী—পূর্ণ, কোন মতে খাড়ব, রি-বর্জিত, স রি গ ম প ধ নি স। মতান্তরে—স গ ম প ধ নি স।

প্রমাণ—**षड्जग्रहांशकन्यासा पूर्णा सैन्धविका मता ।**

मूर्च्छनोत्तरमन्द्रास्यात् कैश्चित् षाड़विका मता ॥

রামকিরী—সম্পূর্ণ, এক প্রহর মধ্যে গেয়, আরম্ভ সমাপ্তি স্বর স, প্রথম মূর্চ্ছনা। উদা—স রি গ ম প ধ নি স।

প্রমাণ—**प्रहराभ्यन्तरे ज्ञेया षड्जन्यासग्रहांशका ।**

प्रथमा मूर्च्छना ज्ञेया तज्ज्ञै रामकिरी मता ॥

গুর্জ্জরী—সম্পূর্ণা, আরম্ভাদি রি, সপ্তমী মূর্চ্ছনা, বহুলীর সহিত মিশ্রিত।

উদা—রি গ ম প ধ নি স রি।

প্রমাণ—**ग्रहांशन्यासऋषभा सम्पूर्णा गुर्ज्जरी मता ।**

सप्तमी मूर्च्छना तस्यां बहुल्या सह मिश्रिता ॥

গুণকিরী—ওড়ব, রি-ধ-বর্জ্জিত, আরম্ভাদি নি, কোন মতে স, ইনি ভৈরবের আশ্রিতা।

উদা—নি স গ ম প নি, মতান্তরে স গ ম প নি স।

প্রমাণ—**रिधहीना गुणकिरी औड़वा परिकीर्त्तिता ।**

निग्रहांशा तु निन्यासा कैश्चित् षड्जत्रया मता ॥

পঞ্চম—ইহা খাড়ব, প-বর্জ্জিত, প্রথমা মূর্চ্ছনা, আরম্ভাদি স, মতান্তরে পূর্ণ। ইহা শৃঙ্গার রসের উত্তেজক।

উদা—স রি গ ম ধ নি স। মতান্তরে স রি গ ম প ধ নি স।

প্রমাণ—**रागः पञ्चमको ज्ञेयः प-हीनः खाडवो मतः ।**

प्रथमा मूर्च्छना यत्र सत्रयेण विभूषितः ।

केचिद्वदन्ति सम्पूर्णं शृङ्गाररसपूरकम् ॥

বিভাষ—ইহা ললিতার ন্যায়, উদা স গ ম ধ নি স।

প্রমাণ—**ললিতাবদ্বিভাষা তু হি বা গুর্জ্জরীবৎ সদা।**

ভূপালী—সম্পূর্ণ, মতান্তরে ওড়ব, রি-প-বর্জিত, শান্তিরসের উত্তেজক, প্রথমা মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও শেষ স্বর স।

উদা—স রি গ ম প ধ নি স। মতান্তরে স গ ম ধ নি স।

প্রমাণ—**ষড়্জাংশন্যাস ষড়্জা সা ভূপালী কথিতা বুধৈঃ।**

প্রথমা মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া সম্পূর্ণা রসশান্তিকে।

রি-প-হীনৌড়বা কৈশ্চিদিয়মেব সকীর্ত্তিতা॥

কর্ণাটী—সম্পূর্ণ, ইহাতে বিকৃত নি, মার্গী নামক মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও শেষ স্বর নি।

উদা—নি স রি গ ম প ধ নি নি।

প্রমাণ—**নিষাদত্রয়সংযুক্তা বিকৃতোঽস্যা নিষাদকঃ।**

মার্গাখ্যা মূর্চ্ছনা প্রোক্তা কর্ণাটী চ সুখপ্রদা॥

বড়হংসিকা—ইহাতে কর্ণাটীকার ন্যায় স্বর, কেবল মূর্চ্ছনা ভিন্ন।

উদা—নি স রি গ ম প ধ নি নি।

প্রমাণ—**কর্ণাটীকাস্বরা জ্ঞেয়া বড়হংসা স্বরা বুধৈঃ।**

মালবী—ওড়ব, নিষাদে আরম্ভ ও শেষ, রঞ্জনী মূর্চ্ছনা, রি-প-বর্জিত।

উদা—নি স গ ম ধ নি নি।

প্রমাণ—ঔড়বা মালবী প্রোক্তা নিষাদত্রয়সংযুতা।
রজনী মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া রি-য-হীনা চ সর্ব্বদা॥

পটমঞ্জরী—সম্পূর্ণ, গ্রহ অংশ ও ন্যাস স্বর পঞ্চম, হৃষ্যকা নামক মূর্চ্ছনা, ইহা রসিকদিগের প্রিয়।

উদা—প ধ নি স রি গ ম প।

প্রামণ—পঞ্চমাংশগ্রহন্যাসা সম্পূর্ণা পটমঞ্জরী।
মূর্চ্ছনা হৃষ্যকা জ্ঞেয়া রসিকৈঃ প্রার্থিতা সদা॥
ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন মেঘ, মল্লারী, সৌরাটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গার; এই কয়েকটি রাগ পর পর লিখিত আছে।

তৎপরে নট্টনারায়ণ, কামোদী, কাল্যাণী, আভিরী, নাটকা, সারঙ্গ, হাম্বীরা, এই কয়টি নির্দ্দিষ্ট আছে। এ সমস্তই প্রাচীন রাগ-রাগিণী।

এইক্ষণে সঙ্গীত পারিজাত হইতে দুই একটী নবীন প্রণালীর রাগ-লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব পূর্ণ করিতেছি। কেন না, পারিজাতের লিপির সহিত এক্ষণকার গান পদ্ধতির উত্তম মিল আছে। এবং ইনি রাগ রাগিণীর স্বরগুলি স্পষ্ট করিয়া বলেন। যথা—

রি-স্বরাদি স্বরারম্ভা রি-কোমলা ধ-কোমলা।
গ-তীব্রা ম-নি-তীব্রা চ গৌরীন্যংশগ্রহা মতা॥
আরোহে ম-ধ-হীনা সা নি-কম্পনমনোহরা।
আরোহে যদি গান্ধারো মধ্যমাবধি মূর্চ্ছনা॥

উদাহরণ।

রি ম প নী সা নি ধ প ম গরি গরি সা,
নি সরি মা গরি গরি সা নি নি স নি স
নি ধ প ম প স ধ প ম প মা গরি গরি সা
নী সা নী সা, ম প ধ প ম গ রি স নী সা,
রি ম প ম গ রি ম গ রি নী সা, রি মা
গরি গরি সা নী ম সা সা রি ম প ধ ম ম ধ
প ম রি ম, ম স রি ম রি ম প ধ ধ সা সা ধ প ধ
রি স সা সা ধ ম ম প ধ ধ ম ম রি সা, স স রি
ম রি ম প ম রি স রি স রি ধ স সা।

ইতি মেঘ মল্লারঃ সর্ব্বঃ।

কোমলৌ রি-ধৌ তীব্রৌ গ-নী বাসন্তভৈরবে।
ধৈবতাংশগ্রহন্যাসো মধ্যমাংশোঽপি সম্মতঃ।

উদাহরণ।

ধ নি স রি গ ম পা মা গ রী সা নী স।
রি নি সা নি ধা, ধ নি সা।
ম গ রি স নি স রি নি সা নি ধা,
ধ নী স স্‌সা, ধ নি স রি গ স্মা,
ধ ধ প ম প ম গ স্মা, স রি গ ম গরি স নি ধ নী সা সা।

ইতি বসন্তভৈরবঃ।

বসন্ত ভৈরবের ঋষভ ধৈবতগুলি কোমল, গান্ধার ও নিষাদ স্বর তীব্র। অংশ ও গ্রহ স্বর ধৈবত, কোন কোন মতে মধ্যমকে অংশ ও গ্রহ করিয়াও গান করা যাইতে পারে।

সঙ্গীত পারিজাত এইরূপ ভঙ্গীতে সকল কথাই বলিয়াছেন। প্রদর্শনের নিমিত্ত লক্ষণসহ দুইটী রাগ প্রদত্ত হইল।

নারদসংহিতায় নিম্নলিখিত রাগরাগিণীর নাম পাওয়া যায়। যথা—

"মালবশ্চৈব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চ বসন্তকঃ।
হিন্দোলশ্চাথ কর্ণাট এতে রাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

মালব, মল্লার, শ্রীরাগ, বসন্ত, হিন্দোল, কর্ণাট; এই ছয় রাগ। ইহাদের ভার্য্যা যথা—ধমনী, মালসী, রামকিরী, সিন্ধুড়া, আশাবরী, ভৈরবী; (মালব-ভার্য্যা)। বেলাবলী, পুরুবী, কনড়া, মাধবী, গোড়া, কেদারিকা; (মল্লারের স্ত্রী)। গান্ধারী, সুভগা, গৌরী, কৌমারী, বল্লরী, বৈরাগী; (শ্রীরাগের ভার্য্যা)। তুড়া, পঞ্চমী, ললিতা, পটমঞ্জরী, গুর্জ্জরী, বিভাষা; (বসন্ত রাগের প্রিয়া) মালবী, দীপিকা, দেশকারী, পাহাড়ী, বরাড়ী, মারহাটী; (হিন্দোলের ভার্য্যা)। নাটিকা, ভূপালী, রামকেলী, গড়া, কামোদী, কল্যাণী, (কর্ণাটের ভার্য্যা)।

হনুমন্মতে রাগরাগিণীর অনেক প্রভেদ দেখা যায় যথা—ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ, মেঘরাগ; এই ছয় পুরুষ রাগ। যথা—

ভৈরবঃ কৌশিকশ্চৈব হিন্দোলো দীপকস্তথা।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ ষডেতে পুরুষাহ্বয়াঃ॥

ইহাদের স্ত্রীগণ।

মধ্যমাদী, ভৈরবী, বাঙ্গালী, বরাটিকা, সৈন্ধবী ; (ভৈরবের স্ত্রী)। তোড়ী, খম্বাবতী, গৌরী, গুণক্রী, ককুভা ; (কৌশিকের ভার্য্যা)। বেলবলী, রামকিরী, দেশা, পটমঞ্জরী, ললিতা ; (হিন্দোলের ভার্য্যা)। কেদারা, কানাড়া, দেশী, কামোদী, নাটিকা ; (দীপকের ভার্য্যা)। বাসন্তী, মালবী, মালশ্রী, ধনাসী, আশাবরী ; (শ্রীরাগের স্ত্রী)। মল্লারী, দেশকারী, ভূপালী, গুর্জ্জরী, টঙ্গ, পঞ্চমী ; (মেঘরাগের পত্নী)।

এই সকল মতভেদ থাকায় বুঝা যায় না যে, কোন্ ছয় রাগ এবং কোন্ ছয় রাগিণী প্রথমে প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীরাগটি প্রায় সকল মতেই আছে। বস্তুতঃ—

"न तालानां न रागाणां अन्तः कुत्रापि विद्यते।"

হনুমান্ বলিয়াছেন যে, রাগরাগিণীর ও তালের অন্ত নাই। তাহার পরেই বলিয়াছেন,—

"इदानीं रागरागिण्योरुदाहरणमुच्यते॥"

তথাপি সম্প্রতি রাগরাগিণীর উদাহরণ ব্যক্ত করিতেছি। হনুমান্ এইরূপ ভূমিকা করিয়া বহুতর রাগরাগিণীর লক্ষণ, স্বর, অলঙ্কার, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি বলিয়াছেন। এই মতে রাগ-রাগিণীর স্বরঘটিত অবয়বের কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সকল স্বরগুলি যে পরিপাটীক্রমে বিন্যাস করা হইয়াছে, এ মতে তাহার কোন কোনটিতে ব্যতিক্রম

আছে; তাহা দেখান উচিত, কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে তাহা সম্ভবে না। হনুমান ভৈরবকেই আদিরাগ বলিয়াছেন যথা—

"মুখাম্মরী জয়তি ভৈরব আদিরাগঃ।"

হনুমন্মতে এই ভৈরব রাগ ওড়ব। এতদ্ভিন্ন আর এক ভৈরব আছে, রাগার্ণব মতে তাহাকে "শুদ্ধ ভৈরব" বলে। এই শুদ্ধ ভৈরব সম্পূর্ণ। যথা—

"ধৈবতাংশগ্রহন্যাসযুক্তঃ স্যাৎ শুদ্ধভৈরবঃ।
সকম্প-মন্দ্র-গান্ধারো গেয়ো মধ্যাহ্নতঃ পুরা॥"

ইহার অংশ, গ্রহ ও ন্যাস স্বর ধৈবত, সকম্প সুগভীর গান্ধার প্রধান, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে গেয়। যদি ওড়ব জাতীয় ভৈরব রাগ একটী না থাকিত, তাহা হইলে হনুমানোক্ত নিম্ন-লিখিত ভৈরবীর লক্ষণ সঙ্গতি হইত না। যথা—

"সম্পূর্ণা ভৈরবী জ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাসমধ্যমা।
সৌবিরী মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া মধ্যমগ্রামচারিণী।
কৈশ্চিদেষা ভৈরববৎ স্বরা জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ॥"

ভৈরববৎ বলিয়া ধ নি স গ ম ধ ইতি ভৈরব স্বর।

এতদ্ভিন্ন রাগার্ণব নামক গ্রন্থেও অনেক মতভেদ এবং অধিক রাগরাগিণীর কথা আছে।

এখন আর কোন একটা নির্দ্দিষ্ট মতে গান দেখা যায় না। সকল ব্যক্তিই নানামত মিশ্রিত করিয়া গান করেন। এখন যেমন যে সে রাগ, যে সে রসে গীত হয়; পূর্ব্বে তাহা হইত

না। এক এক প্রকার রাগের এক একটি অনুগত রস আছে। পূর্ব্বকালে যে যে রাগ যে যে রসে গীত হইত, এক্ষণেও সেরূপ হওয়া উচিত সুতরাং তাহা বলা যাইতেছে। সঙ্গীতনারায়ণে ব্যক্ত আছে যে, নট্টরাগ সাংগ্রামিক। বেধগুপ্তরাগ বীররসে গেয়।

বসন্ত রাগ, বসন্ত সময়ে ; যথা—

গেয়ো বসন্তরাগোঽয়ং বসন্তসময়ে বুধৈঃ।

ভৈরব রাগ, প্রচণ্ড রসে। বঙ্গাল রাগ, করুণ ও হাস্যরসে গেয় ; যথা—

"**প্রচণ্ডরূপঃ কিল ভৈরবোঽয়ম্,**

গেয়ঃ করুণহাস্যয়োঃ।" ইত্যাদি।

সোমরাগ, বীররসে এবং মেঘোদয় সময়ে গেয় ; যথা—

"**রসে বীরে প্রযুজ্যতে।**

মেঘচ্ছায়াগমে গেয়ঃ সোমরাগো মতঃ সতাম্॥"

কামোদ, করুণ ও হাস্যরসে গেয় এবং ইহার কাল প্রথম প্রহরার্দ্ধ ; যথা—

"**কামোদঃ করুণে হাস্যে যামার্দ্ধে গীয়তে সদা।**"

মেঘের সময়ে এবং বীররসে মেঘরাগ গেয় ; যথা—

"**বীরে ধাংশগ্রহন্যাসঃ—**

গেয়ো ঘনাগমে মেঘরাগোঽয়ং মন্দ্রহীনকঃ।"

গৌড় অনেক প্রকার। তুরষ্ক গৌড় ও দ্রাবিড় গৌড় প্রভৃতি। তন্মধ্যে দ্রাবিড় গৌড় রাত্রে এবং বীর ও শৃঙ্গার রসে গেয়; যথা—

"गेयो द्रविड़गौडोऽयं वीरशृङ्गारयोर्निशि।"

তুরষ্ক গৌড় ওড়ব রাগ।

গুর্জ্জরী, রাত্রে এবং শৃঙ্গাররসে গেয়; যথা—

"गुर्ज्जरी रात्रौ गेया शृङ्गारवर्द्धिनी।"

তোড়িকা বা তোড়ী, মধ্যাহ্ন সময়ে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়; যথা—

"—तोड़िका शुद्ध षाड़वा—

जाता मध्याह्नसमये गेया शृङ्गारवीरयोः।"

মালবশ্রী, শরৎকালের রাগ (ইহাকেই মালসী বলিয়া থাকে) শরৎকালেই ইহা গেয়। যথা—"मालवश्री शरद्ग्या"—

সৈন্ধবী বা সিন্ধুড়া, মধ্যাহ্নের পর, শৃঙ্গার এবং করুণ-রসে গেয়। যথা—

सैन्धवी—"मध्याह्नादूर्द्ध्वतो गेया शृङ्गारे करुणेऽपि च।"

দেবক্রিরাগ—সকল ঋতুতে ও বীররসে গেয়। কৃষ্ণদত্ত বলেন এইটি শুদ্ধ বসন্তের জাতি; যথা—

"देवक्रिर्मता—

वसन्तुष्‌ सर्व्वेषु गातव्या समयेषु च॥"

রামকিরী—এক প্রহরের মধ্যে গেয়। যথা—

"प्रहराभ्यन्तरे गेया तज्ज्ञै रामकिरी मता।"

প্রথমমঞ্জরী—প্রাতঃকালে এবং শৃঙ্গাররসে ও উৎসবকালে গেয়। যথা—

"শৃঙ্গারে চোৎসবে গেয়া প্রাতঃ প্রথমমঞ্জরী।"

নট্টরাগ—রাত্রে, মঙ্গলকার্য্যে ; শৃঙ্গার, হাস্য ও অদ্ভুত, এই তিনটী রসে গেয়। যথা—

"নট্টা নট্টবদাখ্যাতা—
হাস্যেঽদ্ভুতে চ শৃঙ্গারে গাতব্যা নিশি মঙ্গলে॥"

বেলাবলী—শৃঙ্গার ও করুণরসে গেয়। নারদসংহিতায় ইহা ওড়ব রাগ বলিয়া উক্ত আছে। যথা—

"শৃঙ্গারে করুণে চৈব গেয়া বেলাবলী বুধৈঃ।"

গৌড়ী—বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"—গৌড়ী মালবকৌশিকাৎ।
বীরশৃঙ্গারয়োর্গেয়া সকম্পান্দোলিতস্বরা॥"

নাট রাগ—রাত্রে এবং শৃঙ্গার ও বীররসে গেয়। যথা—

"নাটো নিশি শুচৌ বীরে।"

নট্টনারায়ণ—দিবাতে গেয়। যথা—

"ধৈবতাংশগ্রহন্যাসো নট্টনারায়ণো দিবা।"

শঙ্করাভরণ—বীররসে এবং রাত্রে গেয়। যথা—

"বীরে নিশি নিষাদাংশঃ শঙ্করাভরণঃ সদা।"

রাগ হরিনায়কের সম্মত কতকগুলি আছে। ষট্ স্বরের তাহা এই—

গৌড়, কর্ণাট, দেশী, ধন্বাশিকা, কোলাহলা, বল্লারী, দেশাখ্যা, সৌবীরী, সুস্থাবতী হর্ষপুরী, মল্লারী, হুঞ্জিকা।

"**ইত্যাদ্যাঃ ষট্ স্বরা রাগাঃ হরিনায়কসম্মতাঃ।**"

গৌড়—বীর ও শৃঙ্গাররস ও দিনান্ত সময়ে গেয়। যথা—

"—**গৌড়ঃ স্যাৎ পঞ্চমোজ্ঝিতঃ।**

বীরশৃঙ্গারয়োর্গেয়ো দিনান্তে বিরলর্ষভঃ॥"

দেশী এক প্রহরের মধ্যে এবং শান্ত ও করুণরসে গেয়। যথা—

"**বৈরাগ্যোদ্ভবা দেশী—**

প্রহরাভ্যন্তরে গেয়া শান্তে চ করুণে রসে॥"

ধন্বাসিকা—বীর ও শৃঙ্গাররস এবং সকল সময়ে গেয়। যথা—

"**এষা ধন্নাসিকা গেয়া—**

রসে বীরে চ শৃঙ্গারে গাতব্যা সর্ব্বদা বুধৈঃ॥"

বল্লারী এক প্রহরের পর শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"**বরাঙ্গপাঙ্গা বল্লারী—**

শৃঙ্গারাখ্যে রসে গেয়া হরিনায়কসম্মতা।"

গৌড়, আরও আছে। কর্ণাট গৌড় ও মালব গৌড়। মালব গৌড় বীররসে গেয়। যথা—"**বীরে মালবগৌড়কঃ।**"

সঙ্গীতসারের মতে মল্লার রাগ—মেঘাগমে এবং শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"मल्लारः स-प-हीनोऽयं—
शृङ्गारे च रसे गेयः पयोदागमने बुधैः।
কেদারী—সায়ংকালে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—
"रसे वीरे च शृङ्गारे गेया सायमियं बुधैः।"

ইহাকে কোন কোন গ্রন্থে দেশকারী ও দেশপালী বলা হইয়াছে।

মালব—অপরাহ্নে, রাত্রে ও বীর এবং শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"——मालवोऽपि रि-पोज्झितः—
वीरशृङ्गारयोर्गेयो दिनान्ते निशि वा बुधैः।"

হিন্দোল—সকল কালে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"हिन्दोलो रि-प-वर्जितः वीरशृङ्गारयोः सदा।"

ভৈরব—মঙ্গলকার্য্যে গেয় ও মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে গেয়। প্রমাণ পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

ললিতা—রাত্রিশেষে, দিনের প্রথমভাগে ও বীর, শৃঙ্গার-রসে গেয়।

"——ललिता ललितस्वरा।
शृङ्गारवीरयोर्गेया निशान्ते च दिनादिके॥"

ছায়াতোড়ী—দিবাতে (তোড়ীর ন্যায়)। গান্ধার—সকল কালে ও করুণরসে গেয়।

"করুণো সদৈব".

বিহঙ্গড়া—মঙ্গলবিষয়ে ও অর্দ্ধরাত্রে গেয়। যথা—

"গেয়া বিহঙ্গড়া চৈষা নিশীথে মঙ্গলার্থিভিঃ।"

গৌড় সারঙ্গী—মধ্যাহ্নের পরে বীর ও শান্তিরসে গেয়। যথা—

"——বীরশান্তিরসাশ্রিতা।
সম্পূর্ণা গৌড়সারঙ্গী গেয়া মধ্যাহ্নতঃ পরম্।"

শ্যাম—প্রদোষকালে গেয়। যথা—

"সম্পূর্ণঃ শ্যামরাগঃ স্যাৎ—
প্রদোষো গানকালোঽস্য নির্ণীতো গানকোবিদৈঃ॥"

শঙ্করা—অর্দ্ধরাত্রের পর হাস্যরসে গেয়। যথা—

"——শঙ্করাভিধা।
নিশীথাচ্চ পরং গেয়া রসে হাস্যে প্রযুজ্যতে॥"

জয়তশ্রী—রাত্রিতে শৃঙ্গার ও করুণরসে। যথা—

"জয়তশ্রীশ্চ সম্পূর্ণা——
নমস্বিন্যাং প্রগাতব্যা শৃঙ্গারে করুণে রসে॥"

সংগীতদর্পণের মতানুসারে যে যে রাগ যে সময়ে গেয়, তাহা বলা যাইতেছে।

মধুমাধবী, দেশী, ভূপালী, ভৈরবী, বেলাবলী, মল্লারী বল্লারী, সামগুর্জরী, ধনাশ্রী, মাবলশ্রী, মেঘরাগ, পঞ্চম, দেশ-

কারী, ভৈরব, ললিতা, বসন্ত ;—এই সকল রাগ নিত্য প্রাতঃ-কালে গেয়। যথা—

"মধুমাধবী চ দেশাখ্যা ভূপালী ভৈরবী তথা।
বেলাবলীচ মল্লারী বল্লারী সামগুর্জ্জরী।
ধনাশ্রীর্মালবশ্রীশ্চ মেঘরাগশ্চ পঞ্চমঃ।
দেশকারী ভৈরবশ্চ ললিতা চ বসন্তকঃ।
এতে রাগা প্রগীয়ন্তে প্রাতরারভ্য নিত্যশঃ॥"

গুজ্জরী, কৌশিক, সাবেরী, পটমঞ্জরী, রেবা, গুণকিরী, ভৈরবী, রামকিরী, সৌরাটী, এইগুলি এক প্রহরের পর গেয়। যথা—

"গুজ্জরী কৌশিকশ্চৈব সাবেরী পটমঞ্জরী।
রেবা গুণকিরী চৈব ভৈরবী রামকির্য্যপি।
সৌরটী চ তথা গেয়া প্রথম প্রহরোত্তরম্॥"

বৈরাটী, তোড়ী, কামোদী, কুড়ায়িকা, গান্ধারী, নাগশব্দী, দেশী, শঙ্করাভরণ ;—এই সকল দুই প্রহরের পর গেয়। যথা—

"বৈরাটী তোড়িকা চৈব কামোদী চ কুড়ায়িকা।
গান্ধারী নাগশব্দী চ তথা দেশী বিশেষতঃ।
শঙ্করাভরণো গেয়ো দ্বিতীয়প্রহরাৎ পরম্॥"

শ্রীরাগ, মালব, গৌড়ী, ত্রিবণী, নট্টকল্যাণ, সারঙ্গ নট্ট। সর্ব্ব প্রকারে নাট, কেদারী, কর্ণাটী, আভারী, বড়হংসী

পাহাড়ী, এই সকল তিন প্রহরের পর এবং অর্দ্ধ রাত্র পর্য্যন্ত গেয়। যথা—

"শ্রীরাগো মালবাখ্যশ্চ গৌড়া ত্রিবণসন্ধিকা।
নট্টকল্যাণসংজ্ঞশ্চ সারঙ্গনট্টকৌ তথা।
সর্ব্বে নাটাশ্চ কেদারা কর্ণাট্যাভীরিকা তথা।
বড়হংসী পাহাড়ী চ তৃতীয়প্রহরাৎ পরম্॥"

যথানির্দ্দিষ্ট কালেই গান করিবেক, রাজাজ্ঞাস্থলে কাল-বিচার করিবে না, সকল সময়েই গাইবেক। যথা—

"যথোক্তকালে এবৈতে গেয়াঃ পূর্ব্ববিধানতঃ।
রাজাজ্ঞয়া সদা গেয়া ন তু কালং বিচারয়েৎ॥"

(পঞ্চম সারসংহিতা নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।)

বিভাষা, ললিতা, কামোদী, পটমঞ্জরী, রামকেলী রামকিরী (এই দুইটী পরস্পর ভিন্ন, কেহ কেহ ভ্রমবশতঃ রামকিরীকেই রামকেলী বলিয়া থাকেন) বড়ারী, গুর্জ্জরী, দেশকারী, সুভগা, ভাবী, পঞ্চমী, গড়া, ভৈরবী, কৌমারী;— এই পঞ্চদশ রাগিণী পূর্ব্বাহ্নকালেই গান করিবেক। যথা—

"বিভাষা ললিতা চৈব কামোদী পটমঞ্জরী।
রামকেলী রামকিরী বড়ারী গুর্জ্জরী তথা।
দেশকারী চ সুভগা ভীরীচ পঞ্চমী গড়া।
ভৈরবী চাপি কৌমারী রাগিণ্যো দশ পঞ্চ চ।
এতাঃ পূর্ব্বাহ্নকালে তু গেয়াস্তদ্গানকোবিদৈঃ॥"

বরাটী, মালবী, রৌদ্রা, রেবতী, ধামসী, বেলাবলী, মার-হাট্টী;—এই সাতটী স্ত্রীরাগ বা রাগভার্য্যা মধ্যাহ্নকালে গান করিবে। যথা—

"বরাটী মালবী রৌদ্রা রেবতী চাপি ধানসী।
বেলাবলী মারহাট্টী সপ্তৈতা রাগযোষিতঃ।
গেয়া মধ্যাহ্নকালে চ যথা ভাবজ্ঞ ভাষিতম্॥"

গান্ধারী, দীপিকা, কল্যাণী, প্রবরাবরী, আশাবরী, কান্দুলা, গৌরী, কেদারী, পাহাড়ী;—এই সকল রাগিণী পণ্ডিতেরা সায়াহ্নে গান করিয়া থাকেন। যথা—

"গান্ধারী দীপিকাচৈব কল্যাণী প্রবরাবরী।
আশাবরী কান্দুলাচ গৌরী কেদার পাহ্নিকা।
সায়াহ্নে রাগিণী রেতাঃ প্রগায়ন্তি মনীষিণঃ॥"

মেঘরাগ ও মল্লার কিম্বা মেঘমল্লার বর্ষাকালের সকল সময়েই গেয়। রাত্রে দশ দণ্ডের পর অন্য সকল রাগের গান হইতে পারে। যথা—

"মেঘ-মল্লার-রাগস্য গানং বর্ষাসু সর্ব্বদা।
দশ দণ্ডাৎ পরং রাত্রৌ সর্ব্বেষাং গানমীরিতম্॥"

এস্থলে দাক্ষিণাত্য অর্থাৎ কর্ণাট প্রভৃতি দেশীয় পণ্ডিতেরা বা গায়কেরা বলেন—দেশাখ্যা, ভৈরবী, রক্তদংশী, মাহুলা, এই কয়েকটি রাত্রে মনোরঞ্জন হয় না, সায়ংকালে বিশেষ নিন্দিত। যথা—

"দেশাখ্যা ভৈরবী দেব রক্তহংসী চ মাঙ্গলা।
ন নক্তরঞ্জিকা এতা সায়ংকালে চ নিন্দিতা।
প্রভাতে যেন গীয়ন্তে স নরঃ সুখমেধতে॥"

যে ব্যক্তি প্রভাতে গান করে সে গান করিয়া সুখী হয়।

শুদ্ধ নট্ট, সারঙ্গী নট্ট, বরাটিকা, ছায়া গৌড়ী, অন্যান্য গৌড়ী, ললিতা, মালবগৌড়, মল্লারিকা, ছায়া গৌরী, তোড়ী, গৌড়ী, রামকিরী, ছায়া রামকিরী, সকল প্রকার ছায়া বড়ারিকা, কর্ণাট, বঙ্গালী;— এই সকল রাগ প্রাতঃকালে বিশেষ নিন্দিত।

এই সকল সায়ংকালে গাইলে লক্ষ্মীভাগ্য হয়। যথা—

"শুদ্ধনট্টাচ সারঙ্গী তথা নট্টবরাটিকা।
ছায়া গৌড়ী তথা চান্যা ললিতা চ তথা মতা।
মল্লারিকা তথা ছায়া গৌরীতু তোড়িকাহ্বয়া।
গৌড়ী মালবগৌড়ী চ রামকিরী তথৈবচ।
ছায়া রামকিরী চৈব ছায়া সর্ব্বং বরাড়িকা।
এতে রাগাঃ বিশেষেণ প্রাতঃকালে চ নিন্দিতাঃ।
সায়মেষান্তু গানেন মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ।"

গীতগোবিন্দটীকাতে লক্ষ্মণভট্ট বলিয়াছেন—

গৌণ্ডকীরী, মহামলহরা, দেশী, গুর্জ্জরী, প্রাতঃকালে। মধ্যাহ্নে রামকিরী (দুই প্রকার) কর্ণাট, নাট বা নট্ট, সন্ধ্যা-

কালে। মালব ও সারঙ্গ শেষসন্ধ্যায়। গৌড় ও ভৈরবী প্রত্যূষে গেয়। যথা—

"প্রাত র্গৌড়কিরী মহামলহরী দেশাখ্যিকা গুর্জ্জরী
মধ্যাহ্নে৲পি রামকৃচ্ছ্রয়মথো কর্ণাটনাটাদয়ঃ।
সায়ং মালবিকান্বতেতি সুধিয়ো গায়ন্তি সায়ন্তনে
সারঙ্গং পুনরেব গৌড়মপরং প্রত্যূষতো ভৈরবী॥"

(কৌমুদী নামক সংগীত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।)

শ্রীপঞ্চমীতে আরম্ভ করিয়া দুর্গোৎসব কাল পর্য্যন্ত বসন্ত রাগ গীত হইতে পারে। ভৈরব প্রভাতে, বরাটি প্রভৃতি মধ্যাহ্নে, কর্ণাট ও নাট সায়ংকালে, শ্রীরাগ ও মালব প্রভৃতির গান করিলে দোষ নাই। যথা—

"শ্রীপঞ্চমীং সমারভ্য যাবদ্দুর্গামহোৎসবম্।
তাবদ্বসন্তো গীয়েত প্রভাতে ভৈরবাদিকঃ॥
মধ্যাহ্নে তু বরাট্যাদ্যৈঃ সায়ং কর্ণাটনাটয়োঃ।
শ্রীরাগ মালবাদেস্তু গানে দোষো ন বিদ্যতে॥"

ইন্দ্রপূজার কাল হইতে (শ্রাবণমাস) দিক্‌পতিপূজার সময় পর্য্যন্ত মালবরাগ গেয়। যথা—

"ইন্দ্রপূজাং সমাসাদ্য যাবদ্দিগ্‌দেবতার্চ্চনম্।
তাবদেব সমুদ্দিষ্টং গানং বৈ মালবাশ্রয়ম্॥"

সংগীতাচার্য্যেরা এইরূপ বহুপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন, নানা গান কালের নিয়ম বলিয়াছেন, পরন্তু যে দেশে যে সময়ে

প্রধান সংগীতাচার্য্যেরা যাহা গান করিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই দেশে সেই সময়ে তাহাই গান করিবেন। যথা—

"एवन्तु वङ्कधाचार्य्यैर्गानकालः समीरितः।
यस्मिन् देशे यथा शिष्टैर्गीतं विज्ञस्तथाचरेत्॥"

অকাল বা অসময়ে গাইলে দোষ হয়। যথা—

"समयोल्लङ्घनं गानं सर्व्वनाशकरं ध्रुवम्।
श्रेणीवन्धे नृपाज्ञायां रङ्गभूमौ न दोषदम्॥"

গানের সময় মর্য্যাদা অতিক্রম করিলে সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু শ্রেণীবন্ধ, রাজাজ্ঞা ও রঙ্গভূমিতে দোষ হয় না।

কোহলীয় গ্রন্থে ইহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। যথা—

लोभात् मोहाच्च ये कचित् गायन्ति च विरागतः।
सुरसा गुर्ज्जरी तस्य दोषं हन्तीति कथ्यते॥

লোভ বা মোহ বশতঃ যদি বিরাগে গান করে তবে সুরস গুর্জ্জরী গাইলেই তজ্জন্য দোষ নষ্ট হয়।

রত্নমালাগ্রন্থে উক্ত আছে,—বসন্ত, রামকিরী, সুরসা, গুজ্জরী, এই কয়েকটী সকল সময়ে গাইতে পারে, কিছু দোষ হয় না। যথা—

वसन्तो रामकिरी च गुर्ज्जरी सुरसापि च।
सर्व्वस्मिन् गीयते काले नैव दोषोभिजायते॥

নারদের একটী বিশেষ উক্তি আছে। যথা—

" दशदण्डात परं रात्रौ सर्व्वेषां गानमीरितम्॥"

দশ দণ্ড রাত্রির পর সকল গানই করিতে পারে।

অবশেষে রাগ সকলের ঋতুবিভাগ বর্ণন করা যাইতেছে।

"শ্রীরাগো রাগিণীযুক্তঃ শিশিরে গীয়তে বুধৈঃ।

ভার্য্যাসহ শ্রীরাগ শিশির ঋতুতে গীত হইয়া থাকে।

"বসন্তঃ সসহায়স্তু বসন্তর্ত্তৌ প্রগীয়তে॥"

সসহায় বসন্তরাগ বসন্তকালে গীত হয়।

"ভৈরবং সসহায়স্তু ঋতৌ গ্রীষ্মে প্রগীয়তে।

পঞ্চমস্তু তথা গেয়ো রাগিণ্যা সহ শারদে॥"

সসহায় ভৈরব গ্রীষ্ম ঋতুতে গীত হয়। ভার্য্যাসহ পঞ্চম-রাগ শরৎকালে গেয়।

"মেঘরাগো রাগিণীভির্যুক্তো বর্ষাসু গীয়তে।"

রাগিণীর সহিত মেঘরাগ বর্ষাকালে গান হইয়া থাকে।

"নট্টনারায়ণো রাগো রাগিণ্যা সহ হৈমকে।"

রাগিণীসহ নট্টনারায়ণ রাগ হিম ঋতুতে গেয়।

"যথেচ্ছয়া বা গাতব্যা সর্ব্বর্ত্তুষু সুখপ্রদাঃ।"

সুখপ্রদ রাগ সকল যথেচ্ছা অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে সকল ঋতুতে গাইতে পারে।

সঙ্গীত বিদ্যা এত বিস্তীর্ণ যে, এমন বহুকাল লিখিলেও সকল ব্যাপার পাঠকগণকে গোচর করান যায় কি না সন্দেহ। সুতরাং স্থূল বিষয়গুলি লিখিলাম।

সঙ্গীত বিদ্যার গ্রন্থ সকলের আর দুইটী অংশ আছে, তাহা

প্রকীর্ণক এবং অপর একটি অংশ তাহা প্রবন্ধ নামে অভিধেয়। প্রত্যেক গ্রন্থের প্রকীর্ণক অংশে গীতের উপযোগী, আলপ্তি, গমক, প্রভৃতির নিরূপণ আছে। প্রবন্ধ নামক অংশে স্বর এবং গীতের আলম্বন প্রস্তাব প্রভৃতি যে কিছু উপকরণ (বস্তু, রূপক প্রভৃতি) সমস্তই নির্ণীত আছে*।

সমাপ্ত।

* এই রাগ-নির্ণয় প্রস্তাবের শ্লোকসমূহ, বিবিধ দুষ্প্রাপ্য সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইতে এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের সঙ্কলিত "সঙ্গীত-সার সংগ্রহ" হইতে উদ্ধৃত হইল।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.

PROFESSOR ANGELO DE GUBERNATIS thus reviews the first two parts of Aitihasika-Rahasya in "Rassegna Delle Letterature straniere" of the 15th October, 1878.

"Fra i libri presentati al Congresso degli orientalisti si distingueva pure un elegante volume dovuto alla penna di un dotto indiano di Berhampor nel Bengala, Râma Dâsa Sena. Questo, libro diviso in due parti e dedicato al prof. Max Müller, contiene parecchi capitoli interessanti per la storia letteraria dell'India. La prima parte discorre della storia primitiva dell'India, degli autori Kâlidâsa, Vararuci, Hemaciandra, il riformatore giainico della drammaturgia degli Indiani, della pubblicazione dei Vedi, della letteratura vishnuitica nel Bengala, del Bhagavata e della musica indiana. La seconda parte riguarda Bana Bhatta, la setta dei Gianas, il buddhismo e le sue varie dottrine, la coreografia e la scena drammatica indiana, il Sahaçankaciarita, la lingua e la letteratura Pali, i Vedâs, l'età di Calivahana, la reliquia del Dente di Buddha. Sappiamo che altre due parti seguiranno che riguarderanno altre parti della storia letteraria indiana, e che l'autore, desiderando poter far leggere l'opera sua ad un maggior numero di indianisti europei, adotterà in essa il carattere devanagarico molto più famigliare all'Europa che non sia il Bengalico. Le prime due parti frattanto attestano una erudizione preziosa non pure nella letteratura già edita, ma anche nell'inedita dell'India, ond'egli fornisce agli storici della letteratura indiana parecchie notizie che gli devono obbligare l'animo di tutti gli studiosi della letteratura indiana, fra i quali intanto i due illustri storici europei di quella letteratura resero già pubblico omaggio di lode alla diligenza ed alla dottrina del *babu* Râma Dâsa Sena, che rappresenta ora cosi bene nell'India il rinascimento letterario della sua nazione infelice ma gloriosa. Le armi europee che oppressero l'India le resero almeno questo gran beneficio, la persuasero almeno della sua antica grandezza venerata da'suoi stessi conquistatori e le crebbero il desiderio di ricuperarla. Essa ora procede ancora un poco tentoni, e nello studio de'modelli europei tradisce talora unpoco d'inesperienza; ma quando essa abbia ritrovato intieramente sè stessa e ristaurato tutte le mirabili sue forze native, con la propria libertà, riacquisterà pure tutto il suo antico splendore."
